তাহার নিকট-সম্পর্কীয় আত্মীয়। সে চোখের উপর তাহার আত্মীয়তা দেখিতেছে, মনের ভিতর তাহার সম্পর্ককে স্পষ্ট অনুভব করিতেছে, সে কেমন করিয়া স্বীকার করিবে, সুরসুন্দর তাহার কেহ নয়? না, কিছুতেই তাহা হইতে পারে না; সুরসুন্দর তাহার ভাই, তাহার মাননীয় শ্রদ্ধাস্পদ আত্মীয়—নিতান্তই আপনার জন—ভাই,—নিশ্চয় ইহাই নির্ভুল!

সবেগে দোদুল্যমান হস্তদ্বয়ে সম্মুখে এবং পশ্চাতে তালি দিতে দিতে 'গ্যালাপ' খেলার ভঙ্গীতে লাফাইতে লাফাইতে সুশীল আসিয়া কক্ষে ঢুকিয়া ডাকিল —"দিদি"!

চিন্তারত নমিতা অকস্মাৎ চমকিয়া আশ্চর্য্যজনক-ভাবে তাহার মুখপানে চাহিল। এ কে ডাকিল? সুশীল!—

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

সন্তান-পালন।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শৈশব-শিক্ষা।

মানব সু- ও কু-ভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহার মস্তিস্কে যে ভাব অধিক স্ফূর্ত্তি পায়, সে সেই-ভাবপ্রধান হইয়া থাকে। যদি বালকের মনে পাশবপ্রবৃত্তি বলবতী হয়, তবে সে কুক্রিয়াসক্ত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? শৈশবাবস্থায় বালক যখন হিতাহিত-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত থাকে, তখন কেবলমাত্র পাশব-বৃত্তিগুলি বিকশিত হয়, এবং সে সময় তাহার শাসন না হইলে, বালক স্বীয় প্রবৃত্তির দাস হইয়া থাকে।

অতিশৈশবে প্রথমেই বালকের আত্মরক্ষেচ্ছা-বৃত্তির উদ্রেক হয়। ক্রন্দনই এই বৃত্তির পরিচায়ক। শৈশবে বালকেরা মুখ ফুটিয়া কথা বলিতে পারে না, ক্রন্দন-দ্বারা স্বীয় কষ্টানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকে। ক্রন্দনের কারণ অপসৃত না করিয়া, যদি কোনও প্রকারে বালককে ভুলাইয়া রাখা হয়, তবে প্রকৃত প্রতিবিধান করা হয় না; বালক অল্পক্ষণ পরেই পুনরায় কাঁদিতে থাকে। এইরূপে অধিকক্ষণ ক্রন্দন করিলে বালকের স্বভাব রুক্ষ হইয়া যায়। রুক্ষ মেজাজ সৃষ্টি করা বুদ্ধিমত্তার কার্য্য নহে, অতএব মাতা বালকের ক্রন্দনের কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিবিধানে যত্নবতী হইবেন। বালকের দ্বিতীয় প্রবৃত্তি আহারেচ্ছা। ইহাও শৈশবে ক্রন্দনে প্রকাশ পায়। বালক কাঁদিলেই মাতা যদি স্নেহের বশীভূত হইয়া তাহাকে আহার দেন, তবে বালক অচিরে ঔদরিকে পরিণত হইবে, এবং অতিভোজনের ফলে বালকের উদরাময় প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া তাহার অনিষ্ট-সাধন করিবে। তৃতীয় প্রবৃত্তি আত্মরক্তি। এক বালকের সমক্ষে অন্য বালককে আদর দেখান মাতার পক্ষে অতীব অনুচিত। এরূপ করিলে বালকের মনে ধারণা হইতে পারে যে, মাতা তাহার প্রতি স্নেহহীনা; সুতরাং সেও বড় হইলে মাতার প্রতি স্নেহহীন হইবে।

অবাধ্যতা একটী মহৎ দোষ। বাল্যকালে ইহার বিকাশ হইলে মাতার তাহাকে শাসন করা

উচিত। স্মরণ রাখিও যে আজ্ঞানুবর্ত্তিতা সন্তান-শিক্ষার প্রধান উপকরণ। বালক তোমার যদি আজ্ঞাধীন না হয়, তবে তোমার সকল চেষ্টাই বৃথা। তুমি বালকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে পার, তুমি তাহাদিগকে সুখী করিবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে পার, কিন্তু তাহারা যদি তোমার অবাধ্য হয়, তবে তোমার সকলই বিফল হইল। ভয় দেখাইয়া যে বাধ্যতার সৃষ্টি করা যায়, তাহা বাধ্যতা নহে। তোমার আজ্ঞা পাইবা-মাত্রই বালক যদি তদনুযায়ী কার্য্য করে, তবে তাহাই যথার্থ বাধ্যতা। বাধ্যতার বিকাশ করিতে হইলে বালককে এমন কোন আদেশ করিবে না, যাহা সে পালন করিবে না। বালক যদি একবার বুঝিতে পারে যে, তোমার আজ্ঞা পালন না করিলে তুমি তাহাকে কোন দণ্ড দিবে না, তবে সে তোমার কোন আজ্ঞাই শুনিবে না, এবং ক্রমশঃ সে তোমার ঘোর অবাধ্য হইয়া উঠিবে। তুমি যদি নিজের আপাত-সুখ-স্বচ্ছন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বালকের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিহীন হও, তবে তুমিও দেখিবে যে, তোমার বৃদ্ধাবস্থায় বালক তোমার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইবে; এবং তখন তোমার নয়নজলের সহিত চৈতন্য হইবে যে, তোমারই অনবধানতার ফলে এইরূপটী ঘটিয়াছে। প্রহার দিলেও যখন দেখিবে যে বালক মানিতেছে না, তখন তাহাকে উপর্য্যুপরি প্রহার করিতে চেষ্টা করিও না। তখন সহিষ্ণুতা অবলম্বনপূর্ব্বক নিরস্ত থাকিবে। কিছু সময় অতীত হইলে বালককে সস্নেহে বুঝাইয়া দিয়া সেই কার্য্য করিতে বলিবে, তখন বালক সেই কার্য্য নিশ্চয়ই করিবে। জগৎ মিষ্ট কথায় বশ। উপর্য্যুপরি প্রহার বশ্যতার জনক নহে।

পিতামাতার আত্মসংযম না থাকিলে বালকের বাল্যশিক্ষা সুদূরপরাহত। অবস্থার বিপর্য্যয়ে কয়জনের ধৈর্য্য থাকে? এমন কয়জন আছেন যে, অন্যকে ক্রোধান্বিত দেখিলে স্বয়ং ক্রুদ্ধ হয়েন না? মাতার আত্মসংযম না থাকিলে বালকের শাসন হইতেই পারে না। মাতাকে স্বীয় রিপু দমন করিয়া বালকদিগকে নম্রতা ও ধৈর্য্যের উদাহরণ দিতে হইবে, নতুবা বালকদিগের রিপু জয় করা তাঁহার পক্ষে সাধ্যাতীত। মনে কর, একটী বালক ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তাহার ভগ্নীকে প্রহার করিল, মাতা তদ্দৃষ্টে ক্রুদ্ধ হইয়া বালককে প্রহার করিলেন। এ স্থলে মাতা ও বালক উভয়েই দোষী। বালক বুঝিল, ক্রোধ করিলেই প্রহার করিতে হয়। হঠাৎ কোন কার্য্য হইয়া যাইলে বালককে ভৎর্সনা করিবে না, তাহাকে বুঝাইয়া দিবে যে এরূপ কার্য্য করা গর্হিত; কিন্তু যদি দেখ যে, বালক সেই অন্যায় কার্য্য জ্ঞানতঃ ইচ্ছাপূর্ব্বক করিয়াছে, তখন তাহাকে নিশ্চয়ই শাসন করিবে; কিন্তু তা বলিয়া বালকের প্রতি অতি কঠোর হইও না।

পিতা-মাতার দৃঢ়তার অভাবও বাল্যশিক্ষার আর একটী অন্তরায়। বালককে অভীপ্সিত বস্তু হইতে বঞ্চিত করিতে অথবা তাহাকে দণ্ড দিতে পিতা-মাতা যদি কুণ্ঠিত হন, তবে সে দোষ পিতা-মাতার। শাসনের বিধান কেবল বুঝিলেই চলিবে না—তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। পিতা-মাতার চরিত্রের দৌর্ব্বল্য এবং স্বীয়-কর্ত্তব্য-পালনে পরাঙ্মুখতাই অনেক গৃহ-ধ্বংসের কারণ হইয়াছে।

অনেক সময় দেখা যায় যে, পিতা অবাধ্য বালককে প্রহার করিলে মাতা বালকের পিতার সহিত কলহ করেন এবং পিতার সমক্ষেই বালককে ক্রোড়ে লইয়া আদর দিতে থাকেন। ফলে এই হয় যে, একদিকে বালক স্বীয় অবাধ্যতায় আরও দৃঢ়ীভূত হয় এবং অন্যদিকে পিতাকে নিষ্ঠুর বলিয়া তাহার প্রতীতি জন্মে। এরূপ মাতা বালকের শত্রু

বই মিত্র নহেন। ইহাপেক্ষা বালকের ধ্বংসের কারণ আর কি হইতে পারে? ইহাতে বালক যদি তোমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে শিখে, তবে আর আশ্চর্য্য কি? কর্ত্তব্য আদেশ দিতেছে যে তুমি অবাধ্য বালককে দণ্ড দাও, কিন্তু মমতা বলিতেছে যে, বালককে মার্জ্জনা কর। এতদুভয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে মমতার জয় হইল, বালক দোষ করিয়াও দণ্ডিত হইল না। তখন বালক নির্ভয়ে দোষ করিতে লাগিল। ফলে এই হইল যে, শাসনহীন বালক বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত স্বীয় স্বেচ্ছার দাস হইল—পিতামাতার ঘোর অবাধ্য হইয়া পড়িল। তখন পিতামাতা বুঝিলেন যে, অবাধ্য সন্তানের মত জ্বালা পৃথিবীতে আর নাই; এরূপ সন্তান অপেক্ষা নিঃসন্তান থাকা সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ। অতএব স্মরণ রাখিও যে, বালকদিগের শিক্ষায় জনক-জননীর দৃঢ়তার অভাব গার্হস্থ্য-সুখের প্রধান অন্তরায়।

চরিত্রের তেজ না থাকিলে শাসন অতি ক্ষীণ হইয়া থাকে। এরূপ শাসন-দ্বারা সুফল ফলে না, বরং কুফলের সম্ভাবনা। কার্য্যে পরিণত না করিলে দণ্ড অভীষ্ট-ফলপ্রসূ হয় না। যে দাতা প্রথমে তোষামোদ করেন, পরে ভয় দেখান, তৎপরে দণ্ড দিতে উদ্যত হন, ও অবশেষে সামান্যমাত্র দণ্ড দেন, তিনি নিজের উপর ও সারা পরিবারবর্গের উপর দুঃখ আনয়ন করেন। সন্তান-সন্ততি শারীরিক দুর্ব্বল হইলেও অবাধ্যতা দেখিলে দণ্ড দিতে কখনও পশ্চাৎপদ হইবে না। বালকের দুর্দ্দম্য রিপুগুলির শাসন করিতে না পারিলে, অথবা বালককে তোমার-আজ্ঞানুগ করিতে না পারিলে, ভবিষ্যতে তুমি তোমার ও বালকের সুখ-বর্দ্ধন করিতে সক্ষম হইবে না।

বালকের সমক্ষে কখনও তাহার প্রশংসা করিবে না। কারণ, তদ্দ্বারা বালকের অহঙ্কারের উদ্ভব হইয়া থাকে। বালক কোন সুখ্যাতির কার্য্য করিলে তাহাকে ধন্যবাদ দিবে, কিন্তু প্রশংসা করিয়া তাহার মনে কখনও অহঙ্কারের সৃষ্টি করিবে না। পৃথিবীতে এমন কে আছে যে প্রশংসায় আত্মহারা না হয়? যখন বিচারশক্তিসম্পন্ন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ প্রশংসা-বাদে আত্মবিস্মৃত হন, তখন বালকেরা কোন্ ছার!

শৈশবাবস্থা হইতেই বালকদিগের ক্রোধের বিকাশ হইয়া থাকে। এই দুর্জ্জয় রিপুকে বশে না আনিলে, ইহা ভবিষ্যৎ জীবনে মহান্ অনর্থ আনয়ন করে। যাহারা ক্রোধের বশ, তাহাদিগের আকৃতিও বিকৃত হইয়া যায়। ক্রোধের উদ্রেক হইলে শরীরের উপরিভাগ হইতে রক্ত হটিয়া গিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে; সুতরাং, মানবের চেহারা বিবর্ণ হইয়া যায়, সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে থাকে; অনেক সময় মূর্চ্ছাও সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত হয়, শ্বাস-কৃচ্ছ্রতা অনুভূত হয়, এবং মুখ হইতে বাক্য স্পষ্টরূপে নিঃসৃত হয় না। ক্রোধে মৃত্যুও ঘটিয়া থাকে। ভ্যালেন-টিনিয়েন-নামক রোমের জনৈক অধিপতি ক্রোধেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্রোধের ক্ষমতা অসীম। ইহা-দ্বারা লোকে পাগল হইয়া থাকে এবং ক্ষুধারও লোপ হয়। সুতরাং ক্রোধকে জয় করিবার জন্য অতিশৈশবাবস্থা হইতেই বালককে শিক্ষা দিতে হইবে। বালককে কোনও বস্তু না দিলে যদি তাহাতে তাহার ক্রোধের উদ্রেক হয় ও সে কাঁদিতে থাকে, তবে তাহাকে কখনও সেই বস্তু দিবে না। যদি তুমি তাহা দাও, তবে বালকের এই ধারণা হইবে যে, অভীষ্ট বস্তু লাভ করিতে হইলে ক্রোধের আবশ্যক। বালককে বুঝাইয়া দিবে যে, ক্রোধ করিলে সে কিছুই পাইবে না, বরং শান্তভাব ধারণ করিলে তাহা পাইতে পারিবে। বালক শান্ত হইলে তখন তাহাকে তাহার জিদের বস্তু দিবে। এইরূপে

বালকের ক্রোধের দমন করিতে হইবে। বালককে ক্রুদ্ধ দেখিলে মাতাও যদি ক্রোধ-পরবশ হইয়া তাহাকে প্রহার দেন, তবে বালকের ক্রোধের বৃদ্ধি ব্যতীত উপশম হইতে পারে না। ক্রিয়া-দ্বারা বৃত্তি-গুলি প্রবল হয়, এবং অক্রিয় থাকিলে সেগুলি নিৰ্জ্জীব থাকে। এই নীতির বশবর্ত্তী হইয়া যদি ক্রুদ্ধ বালকের প্রতি মৃদুভাবে অথচ দৃঢ়তার সহিত ব্যবহার করা যায়, তবে বালকের প্রচণ্ড ক্রোধ লোপ পাইয়া তৎপরিবর্ত্তে উচ্চ ভাবের বিকাশ হইবে।

বাল্যকাল হইতেই বালকদিগকে গোপনশীলতা শিক্ষা দিবে, কিন্তু গোপনশীলতা শিখাইতে গিয়া যেন তাহাকে ধূর্ত্ততা শিখাইও না। ধূর্ত্ততা গোপনশীলতার কুব্যবহার-মাত্র। বালক যদি কোন কুকার্য্য করিয়া পিতামাতার তাড়না হইতে রক্ষা পাইবার অভিপ্রায়ে তাহা গোপন করে ও তাহা যদি তুমি জানিতে পার, তবে বালককে বুঝাইয়া দিবে যে পিতামাতাকে গোপন করিয়া কোন কার্য্য করিতে নাই। তাড়না ধূর্ত্ততার জনক। সুপথে চলিতে হইলে, গোপন-শীলতায় ইষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু কুপথে চলিতে হইলে তাহা ধূর্ত্ততা ও ভণ্ডামিতে পর্য্যবসিত হয়।

বাল্যকাল হইতে বালকদিগকে সঞ্চয়ী হইতে শিক্ষা দিবে। বাল্যকাল হইতে এই বৃত্তিটি শিক্ষা না দিলে যৌবনে লোকে সঞ্চয়ী হইতে পারে না। লোকের সুখ-সম্পদ্ সকলই সঞ্চয়তা-গুণের উপর নির্ভর করে। বাঙ্গালীর সমাজে যে অধিকাংশ ব্যক্তিই অসঞ্চয়ী, তাহার কারণ বাল্যশিক্ষার অভাব। বালককে সঞ্চয়তা শিক্ষা দিতে হইলে, তাহাকে মাসে মাসে কিছু কিছু অর্থ দিবে ও বুঝাইয়া দিবে যে, সে সেই অর্থ হইতে এত সঞ্চয় করিতে পারে এবং এত নিজের জন্য ও এত দয়ার কার্য্যের জন্য ব্যয় করিতে পারে। যে অধিক সঞ্চয় করিতে পারিবে তাহাকে পুরস্কৃত করিবে, তবেই বালকের তদ্বিষয়ে একটা উৎসাহ জন্মিবে। কিন্তু যদি দেখ কোনও বালক তোমার প্রদত্ত অর্থ কিছু-মাত্র খরচ না করিয়া কেবলমাত্র জমা করিয়াছে, তবে সে-স্থলে তাহাকে পুরস্কৃত করিবে না; কারণ, তদ্দ্বারা বালক স্বার্থপর, নীচাশয় ও অর্থগৃধ্নু হইবে। যে বালককে দয়ার কার্য্যে কিছু খরচ করিয়া বাকী অংশ জমাইতে দেখিবে, তাহাকেই পুরস্কৃত করিবে। এতদ্দ্বারা বালকেরা একদিকে দয়ার কার্য্য ও অন্যদিকে সঞ্চয়তা শিক্ষা করিতে অভ্যস্ত হইবে।

অতিবাল্যকাল হইতে বালকদিগকে সাবধানতা শিক্ষা দেওয়া উচিত। সাবধানতা শিক্ষা না দিলে বালক ভবিষ্যদ্-দৃষ্টিহীন হইবে এবং ফলাফল বিচার না করিয়া কার্য্য করিবে। ফলে এই হইবে যে, সে যদি কোন বাণিজ্য করে, তবে তাহাকে আর্থিক হানি সহ্য করিতে হইবে। অনেক পিতামাতা বালককে সাবধান করাইবার জন্য ভূতের ভয় দেখান। এরূপ প্রথা অত্যন্ত গর্হিত। পিতা-মাতারা জ্ঞাত নহেন যে, বালক যদি সতেজ-স্নায়ু-বিশিষ্ট না হয়, তবে এরূপ ভয়-প্রদর্শনে মূর্চ্ছা বা বাতুলতার সৃষ্টি হইতে পারে। অনেক সময়ে বালককে কোন কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য অন্ধকার গৃহে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এ প্রথা যে কিরূপ গর্হিত তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। অনেক সময়ে মূর্চ্ছা, এমন কি মৃত্যু-পর্য্যন্তও এরূপ প্রথায় ঘটিয়াছে। বালকের ভীরুতা দৃষ্ট হইলে তাহাকে ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিবে। যদি সে ভূতের ভয় বলে, তবে তাহাকে বুঝাইয়া দিবে যে ভূত পৃথিবীতে নাই। ভূত মনের ধোকা-মাত্র, এই ধারণা দৃঢ় করিবার জন্য একটা ম্যাজিক লণ্ঠন ক্রয় করিয়া বালককে তাহার পর্দ্দাগুলি দেখিতে বলিবে। যে পর্দ্দাটিতে

নরকঙ্কাল আছে সেই পর্দ্দাখানি বিশেষ করিয়া বালককে দেখাইবে। অবশেষে লণ্ঠনটি জ্বালিয়া পর্দ্দাস্থিত নরকঙ্কালকে বৃহদাকারে দেখাইয়া বুঝাইয়া দিবে যে, ভূত অলীক পদার্থ; ভীরু ব্যক্তিকেই লোকে এই প্রকারে ভূতের ভয় দেখান মাত্র। এতদ্দ্বারা বালকের ভূতের ভয় দূরীভূত হইবে।

বালককে বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে কদাপি ভুলিও না। বালক ধার্ম্মিক না হইলে গৃহে শান্তি থাকিতে পারে না। বাল্যে ধর্ম্মশিক্ষার অভাবে অনেক বালক যৌবনে কুক্রিয়াসক্ত হইয়া পরিবারবর্গের উপর অনন্ত দুঃখ আনয়ন করে। এইরূপে বুদ্ধিবিকাশের পূর্ব্বে বালককে চরিত্র সংগঠনের শিক্ষা দিতে হইবে। এই শিক্ষাগুলি মাতা অতিসহজে বালককে দিতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমন্তকুমারী দেবী।

ধারা।

ঝরিছে নিখিলে অমৃত-নিঝর
সুনীল অম্বর হ'তে;
ভরিছে চৌদিকে শীতল শীকর,
তোমার অবনী-পথে।
জাগিতেছে তাই হৃদয়-মাঝারে,
তব আগমনী-গীতি।
ছেয়েছে আকাশ দখিনা-বাতাসে
লইয়া আশীষ-প্রীতি।

বরষা-দেবতা! এস প্রাণে প্রাণে
উজল বিমল রূপে,
বসাব যতনে করি আকিঞ্চন,
সুবিমল নব ভূপে।
বিকশিত কর হৃদয়-কমল,
তোমারি চটুল লহরে।
কর হে আশীষ মরতবাসীরে
ভাসা'ও না ঘোর পাথারে।

শ্রীসুনীতি দেবী।

শীলা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

বেলা আসিয়া শীলাকে তাহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে লইয়া গেলেন। শীলা দেখিল সে কক্ষের সমস্ত দ্রব্যাদি মহামূল্য ও সব নূতন। যেখানকার যে দ্রব্য, সব অতিশয় সুন্দররূপে সজ্জিত রহিয়াছে। কক্ষে একটি লৌহের স্প্রিংএর খাট; তাহাতে সুপরিষ্কৃত শয্যা বিস্তৃত। কক্ষের এক পার্শ্বে একটী আল্মারি, এক পার্শ্বে একটী ছোট টেবিল, তাহাতে বেলার স্বহস্তে রচিত একটি চাদর বিস্তৃত রহিয়াছে। একটী দোয়াত-দানে দোয়াত ও কলম রহিয়াছে; একটি নূতন ব্লটার, তাহার পার্শ্বে খান-কত চিঠির

কাগজ ও খাম। কয়েকখানি নূতন পুস্তকও সজ্জিত। এক পার্শ্বে ছোট্ট টিপাইয়ে (Teapoy) একটি ফুলদানীতে সুগন্ধি-কুসুমগুচ্ছ। এই কক্ষের পার্শ্বে বস্ত্রাদি রাখিবার কক্ষ। সে কক্ষে একটি বৃহৎ দর্পণ; দর্পণের সহিত মার্বেল টেবিল সংলগ্ন, তাহাতে রূপা-বাঁধান চিরুণী, বুরুষ, পাউডারের কৌটা, সুগন্ধি তৈল—সব সজ্জিত আছে। আল্‌নায় দু'খানি বড় তোয়ালে ঝুলিতেছে।

বেলা বলিলেন, "তোমার যদি কিছু অসুবিধা হয়, আমায় বোলো, লজ্জা কোরো না। আমার ভাই, তোমায় দেখে পর্য্যন্ত নিজের বোনের মত মনে হয়। এক দণ্ড ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করে না।"

শীলা। আপ্‌নাদের স্নেহ আমি কখনো ভুল্‌ব না।

বেলা। তুমি এখন একটু বিশ্রাম কর। আহারের সময় আমি এসে ডেকে নিয়ে যাব। ওঁদের সঙ্গে খাবার করে দিতে হবে, দেখি কি হয়। ঐখানে নূতন বই আছে, যেটা ইচ্ছে হয় নিয়ে ততক্ষণ পড়।

বেলা চলিয়া গেলেন। শীলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া শয্যায় শয়ন করিল। সে এই কয়দিন কটকে আসিয়াছে, ইহারই মধ্যে কত পরিবর্ত্তন! সে যখন আসিয়াছিল তখন কি জানিত যে, তাহার সম্মুখে এমন পরীক্ষা? সম্প্রতি পিতৃবিয়োগের কষ্ট, তাহার উপর একি সমস্যা! পিতা যে সুব্রতকে বিবাহ করিতে বলিয়া গিয়াছেন, কই সে ত তাহা একদিনও শোনে নাই। যদি সে সুপ্রকাশকে না দেখিত, তাহা হইলে সে কি সুব্রতকে ভালবাসিতে পারিত? সে-কথা মনে করিতে তাহার শরীর যেন শিহরিয়া উঠে। এই যে আরাম ও ঐশ্বর্য্যের গৃহ, ইহা যেন তাহার কারাগার-তুল্য মনে হয়; তাহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠে। সুপ্রকাশ, তিনি যাইবার পূর্ব্বে সংবাদও দিলেন না। কি করিয়াই বা দিবেন? যদি তাহাদের মাঝখানে এত সমুদ্রের ব্যবধান, তবে প্রাণের ভিতর এত টানাটানি কেন? হয় ত সুপ্রকাশ তাহার কথা মনেও করেন না। সুব্রতর জন্য মধ্যে মধ্যে দুঃখ হইতে লাগিল, আবার মনে হইল পৃথিবীতে কত সুন্দরী আছে, কত গুণবতী রমণী আছে, সুব্রতর অভাব কি? সকলেই স্বেচ্ছায় তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিবে। সুব্রত শীলার কথা ভুলিয়া গিয়া শীলাকে শান্তি দিন, নিজে শান্তি পান, শীলার এই প্রার্থনা।

আহারাদির পরই সুব্রত ও প্রভাতচন্দ্র যাত্রা করিলেন। প্রভাতচন্দ্র যাইবার সময় শীলাকে বলিলেন, "আশা করি আপ্‌নার কোনও অসুবিধা হবে না। বেলার ত সব কথা মনেই থাকে না, তার উপর 'বেবি'কে নিয়েই ত তার সব সময় যায়।"

বেলার ক্রোড়ে ক্ষুদ্র তিন মাসের সুন্দর ফুটফুটে একটি শিশু, চক্ষু-দু'টী মেলিয়া রহিয়াছে। এমন সুন্দর দু'টি চোক, যেন কাঁচের মত স্বচ্ছ। মস্তকে কাল কেশের গুচ্ছ। সুন্দর মেয়েটি দেখিলেই কোলে করিতে ইচ্ছা করে। নাম হইয়াছে লীলা, কিন্তু 'লিলি' বলিয়াই ডাকা হয়। নাম সার্থক; যথার্থ সে পদ্মের মতই সুন্দর।

বেলা হাসিয়া বলিলেন, "এখন সব দোষ এর ঘাড়ে দাও।"

তাঁহারা বারান্দায় বাহির হইয়া গেলে, সুব্রত শীলার নিকট আসিয়া বলিলেন, "এখন চল্‌লাম, একটু দয়া রাখ্‌বেন। একবার ভেবে দেখ্‌বেন যে একজনের জীবন-মরণ আপ্‌নার হাতেই রইল।" এই বলিয়াই তিনি দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

শীলার কয়েকদিন একভাবেই কাটিয়া গেল। সকালে একটু বাগানে বেড়াইয়া, একটু লিলির সহিত খেলা করিয়া, তারপর আহারাদির পর গল্প করিয়া ও

বৈকালে সকলের সহিত গাড়ী করিয়া বেড়াইয়া তাহার দিন কাটিত। শীলা দেখিত প্রভাতচন্দ্রের মা তাহাকে বিশেষভাবে যত্ন করিতেছেন। তাহার যাহাতে সামান্য একটুও অসুবিধা না হয়, তাহার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছেন। দাস-দাসী সকলেই যেন তাহার আজ্ঞা-পালনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এত ঐশ্বর্য্য, এত যত্ন, তবু শীলার মন কিছুতেই ফিরিল না। তাহার যেন সর্ব্বদা মনে হইত, সে কারাগারে বন্দী হইয়াছে; ইহাপেক্ষা খুড়ীমার সেই ঘরে ও অমিয়র সঙ্গে তাহার বেশী স্বাধীনতা ছিল। এ যেন সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতে হয়। এর চেয়ে মিসেস্ ব্যানার্জ্জির বাড়ীতে থাকিলে সে কত আরাম পাইত!

শীলার প্রভাতচন্দ্রদের বাটীতে আসিবার পর চতুর্থ দিবস প্রাতঃকালে তাহার কাকা আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎকার করিলেন। সে দেখিল তাহার কাকার মুখ বড় বিষণ্ণ। তিনি আসিয়া বলিলেন, "শীলা, পুরীতে তোমার খুড়ীমার খুব অসুখ, কি হবে তার ঠিকানা নাই। আমি আজই চল্লাম। ক'দিনে ফিরব জানি না; ডাক্তারের অনুমতি না হলে ত হবে না। তুমি তা হলে এ কয়দিন এখানেই থাক। যদি ভাল দেখি, আমি দু-এক দিনের মধ্যেই সকলকে নিয়ে ফিরে আসব।

শীলা। তাঁর কি হয়েছে?

রামলোচন। তা ত লেখেন নি তাঁর ভাইপো। তুলসী টেলিগ্রাম করেছে—"শীঘ্র আসুন, খুড়ীমা বড় পীড়িত!" পুরীর জল-বাতাস ত ভাল নয়, আর যাত্রীদের নানা অসুবিধা, কি কোর্ব্বো বল? ঐ অসুস্থ শরীর নিয়ে আমারও যেতে দিতে আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কথা ত শুনবে না, এখন আমারই প্রাণান্ত। তোমার এখানে কিছু অসুবিধা হচ্ছে না ত?

শীলা কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, "না, আমার কিছু অসুবিধা নেই, কিন্তু আপ্‌নার বাড়ী ফিরে গেলে আমি সুখী হব।"

রামলোচনবাবু গৃহ-সজ্জার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "এমন সুন্দর বাড়ী, রাজার হালে আছ, তবু আমার বাড়ী যেতে চাচ্ছ! কেন, তোমায় এঁরা কি কিছু বলেছেন?"

শীলা। সেইজন্যই ত আমার এ বাড়ী কারাগারের তুল্য মনে হয়। সে কথা আর বলে কি হবে? আপ্‌নি এসেই আমায় সংবাদ দেবেন, আমি তা'হলে যাব। আমি গিয়ে খুড়ীমারও সেবা করতে পারব। অমিয়কে ক'দিন পড়ান হয় নি, সে তা না হলে সব ভুলে যাবে। আপ্‌নি এসেই আমাকে সংবাদ দিতে ভুল্‌বেন না। আশা করি খুড়ীমাকে ভালই দেখ্‌বেন।

রামলোচনবাবু বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। দুই দিন কাটিয়া গেল, শীলা কাকার নিকট হইতেও কোন সংবাদ পাইল না। মিসেস্ ব্যানার্জ্জির নিকট হইতেও পত্রের উত্তর না পাইয়া সে বিস্মিত হইতেছিল। সুপ্রকাশের সংবাদ ত সে পাইবার আশাও করে না।

একদিন প্রাতঃকালে সে প্রভাতচন্দ্রের মায়ের নিকট বসিয়াছিল, তিনি সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া কাছে টানিয়া বলিলেন, "তোমায় একটি কথা বল্‌ব, আমার অনুরোধ রাখ্‌বে কি?" শীলার হৃদয় কম্পিত হইল, সে ভাবিল আবার কি বিপদে পড়িবে। সে নিরুত্তর হইয়া তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিল। তিনি পুনরায় বলিলেন, "তোমায় যে দিন থেকে দেখ্‌ছি মা, এমন মায়া জন্মে গেছে—। আমার এই দুটি ছেলে, মেয়ে ত হয় নি; বড় বৌমা আমার মেয়ের মত। কর্ত্তা যা সম্পত্তি রেখে গেছেন, তাতে আমার দু'ছেলে রাজার মত থাকবে। তুমিও

আমার একটি মেয়ে হও, আমার এই সাধ। বল মা, তুমি সে সাধ পূর্ণ কর্ব্বে।

"সুব্রত আমার কি গুণের ছেলে, তা আর কি বল্‌ব? এমন মাতৃগতপ্রাণ ছেলে প্রায় দেখা যায় না। সে ত এতদিন বিয়ের নামে জ্বলে যেত। তোমায় দেখে পর্য্যন্ত তার আর সে ভাব নেই। সে আমায় বলেছে, তোমায় না পেলে সে আর কাউকেই বিবাহ কর্ত্তে পার্ব্বে না। আমাদের সময় অন্য অবস্থা ছিল। মা-বাপ যাকে ধরে দিয়েছেন, তার সঙ্গেই বিয়ে হয়েছে। চিরকাল সুখেও কেটেছে। তোমাদের কালে ত তা হবার জো নেই। নিজেদের মতামত না হলে হবে না।

"তোমার বাবার বাড়ীতে যখন লক্ষ্ণৌতে গিয়ে উঠি, তিনি বলেছিলেন, 'আপ্‌নার একটি ছেলে আমায় দিতে হবে।' প্রভাতের ত আগেই বিয়ের ঠিক ছিল; সুতরাং সুব্রতর সঙ্গেই তোমার বিয়ে দেব, কথা দিয়েছিলাম। তাই ত তিনি অন্নদাবাবুর সঙ্গে তোমাকে কটকে পাঠিয়েছেন, অন্নদাবাবু ত তাই বলে গেলেন। তুমি এতে মত না দিলে পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হবে। আমি বড় কষ্ট পাব। একবার ভেবে দেখ মা! আমাদের সকলকার মনে কত দুঃখ দেবে।"

শীলা দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "আমি এখন বিবাহ কোর্ব্বো না।"

প্রভাতের মা। বিবাহ কর্‌বে না, সে কি কথা? তোমার কাকা ত আমায় বলে গেলেন, তোমার বিয়ে দিয়ে তাঁরা সুখী হবেন। সকলকার মত, তবু তোমার আপত্তি কেন? আমার ছেলে দেখ্‌তে নিতান্ত কুৎসিত নয়, কোনও দোষ নেই। এমন গুণের স্বামী পেলে তোমারও জীবন ধন্য হবে। তোমায় বড় ভালবেসে ফেলেছি। বেলা ত আমায় বল্‌ছিল, আমাদের দু'জনের কেমন নামের পর্য্যন্ত মিল, মা! তুমি শীলাকে যেমন করে পার, আমাদের ঘরে রাখ। তা মা, তোমায় ত সব কথা বল্‌লাম, আমাদের মনের কথা জানালাম, তোমার যা ভাল বিবেচনা হয় কোরো! বিয়ে কোর্ব্বো না, ও-সব পাগ্‌লামীর কথা বইত নয়। ও কথা ছাড়।

শীলা নিরুত্তর রহিল। এমন সময় বেলা হাসিতে হাসিতে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "মা! টেলিগ্রাম এসেছে, তাঁরা আজ আস্‌বেন।"

প্রভাতচন্দ্রের মা। তবে যাই আমি, সব খাবার উদ্যোগ দেখি গে; আমি ত আজ কিছুই কর্ত্তে দিই নি। আজ ত ঘরেও তেমন সুবিধার কিছুই নেই।

বেলা। তাঁরা কল্‌কাতা থেকে আস্‌ছেন, তাঁদের আবার কি দেবে? তাঁরা খুব খেয়েছেন। আর এক কথা, মাসীমার এক চিঠি পেলাম, তাঁর বড় অসুখ। হাঁপানিতে ৮ দিন শয্যাগত, উঠ্‌বার শক্তি নেই। তিনি আজ আমায় ও শীলাকে যেতে বলেছেন, কি লিখ্‌বো? তুমি কি যাবে?

প্রভাতচন্দ্রের মা। ট্রেণ কখন আসে?

বেলা। সেই ত বিকেলের দিকে আসে, এ বেলা তোমার খাবার তাড়া নেই।

প্রভাতচন্দ্রের মা। তা আমি আর যাব না, তোমরা ভাত খেয়ে দুপুরে যাও, একটুখানি থেকেই এসো। জান ত বাইরে থেকে এলে, বাড়ীতে না দেখ্‌লে প্রভাত রাগ করে।

বেলা হাসিয়া বলিলেন, "তুমি ত থাক্‌বে।"

প্রভাতচন্দ্রের মা। না বাছা, ও-সব হবে না। আজ ক' দিন বাদে ঘরে আস্‌বে, তোমার বাইরে বেড়ালে চল্‌বে না। আমার ত কিছুতেই যাওয়া হবে না; খেয়ে একটু না শুয়ে আমি নড়্‌তে পারি না। তা ছাড়া বিকেলে তাদের জল-খাবারের ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। মাসীমাকে বোলো, আমি কাল যাব।

এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন, বেলা শীলার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলেন, তাহার মনে খুব কষ্ট হইয়াছে। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে ভাই? মাসীমার বাড়ী যাবে?"

শীলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "হাঁ, যাব বইকি। আমি ত ভাব্‌ছিলাম, তিনি আমায় ভুলে গেছেন। কখন যাবেন?"

বেলা। খেয়ে-দেয়েই যাব। আবার ত এখানে এসে হাজির হতে হবে; না হলে যে খোঁটা খেতে খেতে প্রাণ যাবে। তোমার ত সে ভয় নেই। আর আমাদের ছোটবাবু বেশ ঠাণ্ডা লোক, তোমার সে ভয়ও থাক্‌বে না। (শীলার গলদেশ বাহু-দ্বারা বেষ্টিত করিয়া) তোমায় ভাই, এমন আপ্‌নার মনে হয় যে, এক মুহূর্ত্ত ছাড়্‌তে ইচ্ছে হয় না।

শীলার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। বেলার সরলতায় তাহার হৃদয় মুগ্ধ হইয়াছিল, সে তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে নাই। কিন্তু যদি তাঁহারা শুধু বন্ধুত্বেই সুখী হইতেন, তাহা হইলে কত ভাল হইত! তাহার নিজেকে এমন অসহায় মনে হইত না। সে যে কোন মতে তাহার মনের গতিকে ফিরাইতে পারিতেছে না। সুব্রতকে সে কোন মতে অন্য চক্ষে দেখিতে পারে না। যদি সুপ্রকাশকে না দেখিত, তাহা হইলে কে জানে কি হইত? কিন্তু এখন সে অন্য কাহারও কথা মনে আনিতে পারে না। সুপ্রকাশের সঙ্গে, বোধ হয়, আর ইহ জন্মে সাক্ষাৎকার হইবে না, তবু তাহাকে সে ভুলিতে পারে না। হায় প্রেম! তোমার কি গতি, তাহা বুঝিবার সাধ্য কাহারও নাই। প্রেমে মানব দেবতা হয়, আবার প্রেমেই দানব হয়!

(১৩)

বেলা আহারাদির পর শীলাকে লইয়া মিসেস্ ব্যানার্জ্জির বাটীতে গমন করিলেন। তখন দ্বিপ্রহর। গাড়ীতে বেলা বলিলেন, "শীলা ভাই, গিয়েই মাসীমাকে একবার দেখেই চলে আস্‌ব—কি বল? আবার কখন তাঁরা এসে পড়্‌বেন। যদিও মাকে বলে এসেছি অন্য গাড়ীটা পাঠিয়ে দিতে, তবু সময়ে ফেরা ভাল।

শীলা। আপ্‌নি যখন ফির্‌বেন আমি তখনই ফির্‌ব।

বেলা। তোমার ভাই, এখন এ-সব ভাবনা নেই। জান না ত বিদেশ থেকে বাড়ী ফিরে যদি সাম্‌নে না দেখ্‌তে পান, কি দুঃখ কি রাগ হবে! শেষে আমারই সাধাসাধির পালা পড়ে যাবে। একবার সে যে কাণ্ড—! তখন আম্‌রা কল্‌কাতায় ছিলাম্। বাপের বাড়ী গিয়েছি, সে সময় উনি জমীদারীর কাজে গিয়েছেন। যে দিন ফির্‌বেন সে দিন উনি-আমায় সংবাদ দিলেন। আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আস্‌তে চাইলাম, মা আস্‌তে দিলেন না; বল্লেন, "খাওয়া দাওয়া করে যাস্।" সে দিন আবার পিসীমাও এসেছিলেন, আমি লজ্জায় আর কিছু বল্‌তেও পারি নি। রাত্রে বাড়ী এসে দেখি কি কাণ্ড, সে মুখের কি ভাব! আমার ভয় হয়ে গেল। তারপর কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত নেই। আমি লজ্জায় ও ভয়ে সারা। সেই অবধি প্রতিজ্ঞা করেছি, আর এমন কর্ম্ম কখনো কোর্ব্বো না।

শীলা শুনিয়া হাসিল, কিন্তু তাহার মনের ভিতর যাহা হইতেছিল তাহা প্রকাশ করিবার নয়।

তাহারা দুইজনে মিসেস্ ব্যানার্জ্জির বাটীতে উপস্থিত হইল। বেলা একেবারে মিসেস্ ব্যানার্জ্জির শয়ন-কক্ষে গেলেন; দেখিলেন, তিনি অনেকগুলি বালিসের উপর ভর দিয়া শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। তখনও তাঁহার হাঁপানির ভাব রহিয়াছে। তিনি বেলাকে দেখিয়াই বলিলেন, "শীলা আসে নি?"

বেলা, "এসেছে বই কি ; ওকে ডেকে আনি।" —এই বলিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন। শীলা আসিলে মিসেস্ ব্যানার্জ্জি তাহাকে বসিতে বলিলেন। দু-চার কথার পর বেলা নিজের মণিবন্ধ-সংলগ্ন ঘড়িটির দিকে দেখিয়া একটু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন ও অবশেষে শীলাকে বলিলেন, "তুমি একটু বোস মাসীমার কাছে, গাড়ী কর্ত্তে বলে আসি।"

বেলা চলিয়া গেলে মিসেস্ ব্যানার্জ্জি শীলাকে বলিলেন, "তোমার চিঠি পেয়ে উত্তর দিতে পারি নি, বড় যন্ত্রণায় ছিলাম। তুমি এখনই যেওনা ; একটু থাক না ? বিকেলে আমার গাড়ী তোমাকে রেখে আসবে।"

শীলা। আপ্নি ওঁকে বলুন, আমার তো খুব ইচ্ছা করে আপনার কাছে থাকি।

বেলা আসিয়া সংবাদ দিলেন গাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে, শীলা গাড়ীতে উঠুক্!

মিসেস্ ব্যানার্জ্জির তখন শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হইতেছিল, তিনি ধীরে-ধীরে বলিলেন, "বেলা, ওকে একটু রেখে যাও না মা ! আমি ও-বেলা সন্ধ্যার পর পাঠিয়ে দেব।"

বেলা একটু ভাবিত হইয়া বলিলেন, "মা যে বলে দিয়েছেন সঙ্গে করে নিয়ে যেতে।"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। মাকে বোলো মাসীমা বল্লেন, "একলাটি কষ্ট পাচ্ছি, তাঁর উচিত ছিল এসে খবর নেওয়া। এতদিন তো একবারও তোমরা কেউ বাছা, একটু খোঁজ ও নাও নি ; বুড়ী মরেছে, কি বেঁচে আছে, তাও দেখ্তে আস নি। আমি ভাল থাকলে সাতবার হয়ে আস্তাম।"

বেলা লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "আপ্নি তো আমাদের খুবই করেন মাসীমা, আমরা তেমন পারি কই। জানেন তো আমাদের কত ঝঞ্ঝাট। আচ্ছা, আমি তবে যাই, আর থাক্লে চল্বে না।" তাহার পর শীলার প্রতি চাহিয়া বলিলে, "শীলা ! তা হলে ভাই, তুমি সন্ধ্যার আগেই ফিরো। তোমার কাকা আমাদের ওখানে তোমাকে রেখে গেছেন,—যদিএসে পড়েন।"

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। শীলার কাকার বাড়ী থেকে তো শীলা আমার কাছে এসেছে, তাঁরা তাতে আর কি মনে কোর্ব্বেন। তা বাছা, তোমাদের যদি অমত হয়, না হয় নিয়েই যাও।

শীলা। না, আমি এখন একটু থাকি ; আপ্নি এখন যান, আমি সন্ধ্যার আগেই যাব।

বেলা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আর দেরী করলে চল্বে না, মাসীমা, তবে চলুম, আবার শীগ্গির আস্ব, মাও আস্বেন। শীলার প্রতি "তবে ভাই যাই, তুমি শীগ্গির এসো তোমায় একদণ্ড ছেড়ে থাকতে ইচ্ছা করে না ; কি মায়াই তুমি জান !" এই বলিয়া বেলা হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

বেলা চলিয়া যাইবার পর শীলা যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। যদিও সে বেলাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিত, তবু সে জানিত বেলা তাহাকে এত ভালবাসা দেখাইতেছে, তাহাকে আত্মীয় করিবার জন্য। যখন সে জানিবে যে, শীলা সে বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চাহে না, তখন তাহার শীলার প্রতি যে বিশেষ ভালবাসার ভাব থাকিবে, তাহা ত মনে হয় না। কারণ, পৃথিবীর নিয়মই এই। সে ভাবিতেছিল যে মিসেস্ ব্যানার্জ্জিকে একবার বলে যে, তিনি কি কিছু দিনের জন্য দয়া করিয়া তাহাকে আশ্রয় দিবেন ? কিন্তু তাঁহার অসুস্থ অবস্থা দেখিয়া সে কিছু বলিতে সাহস করিল না। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, তাহার খুড়ীমা আসিলেই সে চলিয়া যাইবে ; এবং প্রভাত-বাবুর মাকে-সে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিবে যে, সে কোনও মতে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিবে

না। সে মিসেস্ ব্যানার্জ্জিকে তাঁহার দুধ খাওয়াইল, শয্যা-প্রান্তে বসিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া দিল, এবং তিনি যখন যাহা বলিলেন তাহাই করিতে লাগিল। তাহার প্রথম হইতেই মিসেস্ ব্যানার্জ্জির প্রতি বড় মায়া পড়িয়াছিল। তিনিও একাকিনী সেও একাকিনী।

সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে মিসেস্ ব্যানার্জ্জি শীলাকে বলিলেন, "আমার একটু ঘুম আস্‌ছে, একটু ঘুমাই। তুমি ড্রইং-রুমে কোন কাগজ বা বই নিয়ে পড়, না হয় বাজনা বাজাও!"

শীলা। বাজনার শব্দে আপ্‌নার ঘুম হবে না।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি। খুব হবে, তুমি ধীরে ধীরে একটি গান করগে। আমি শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়্‌বো। একটু তন্দ্রা আস্‌বে বই ত নয়। আমি তোমায় ঘুম থেকে উঠে পাঠিয়ে দেব।

শীলা ড্রইং-রুমে গেল। নিস্তব্ধ ঘরে কেহ কোথায় নাই। সে ধীরে ধীরে বাজনার কাছে গিয়া, বাজনা খুলিয়া মৃদুভাবে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া বাজাইতে লাগিল ও গাহিতে লাগিল—

"সম্মুখে আঁধার ঘোর,
আমি অসহায় অতি।
রক্ষা কর এ বিপদে
মোরে জগতের পতি!
কোন্ দিকে কোথা যাই,
কিছু না ভাবিয়া পাই,
স্রোতে ভাসি তৃণ-সম
হয়েছে আমার গতি।
পথ দেখাইয়া মোরে,
লয়ে চল হাত ধরে;
ধ্রুবতারা হয়ে থাক,
দাও মোরে শুভমতি।
রক্ষা কর, দয়া কর,
ও চরণে এ মিনতি॥"

ধীরে ধীরে করুণস্বরে এই গানটি বাজাইয়া সে গাহিতে লাগিল। তাহার মনের ভাব যেন এই কথার ভিতর সুস্পষ্টরূপে জাগিয়া উঠিল। তাহার দুইটি চক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ হইল। সে বাজাইতে বাজাইতে সহসা কাহার শব্দে চমকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল—সম্মুখে সুব্রত। তাহার প্রাণের ভিতর যেন শিহরিয়া উঠিল। সে বাজনা বন্ধ করিয়া দিল।

সুব্রতর মুখ পথশ্রমে মলিন। তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"কি সুন্দর আপ্‌নার বাজ্‌নার হাত! কি সুন্দর আপ্‌নি গান করেন! আপ্‌নার গান শুন্‌লে মনে হয়, যেন আর গান বন্ধ না হয়। আপ্‌নি ভাল আছেন ত? মাসীমা ত শুন্‌লুম ঘুমোচ্ছেন।"

শীলা। আপ্‌নি কি এখনই এলেন?

সুব্রত। আমাদের ট্রেণ আজ একটু সকাল সকালই এসেছে। বউদির আজ খুব মুস্কিল হয়েছিল, তাঁর গাড়ী ও আমাদের গাড়ী একসঙ্গেই বাড়ীতে পৌঁছে ছিল। মা আমায় আপ্‌নাকে নিয়ে যাবার জন্য পাঠিয়েছেন।

শীলা। আপ্‌নি আবার কষ্ট করে কেন এলেন? আমি তো এখনই যাচ্ছিলাম। আজ ট্রেন্ থেকে এসেছেন, এত কষ্ট করে না এলেই হত।

সুব্রত। কষ্ট করে আসা বল্‌ছেন? আজ এই এক সপ্তাহ যাকে একবার দেখ্‌বার জন্য ব্যাকুল ছিলাম, তাকে দেখ্‌বার জন্য কি আগ্রহ হয়, তা যদি আপ্‌নি আমার মত ভালবাস্‌তেন তাহলে

বুঝ্‌তে পার্ব্বেন। আমি আমার মায়ের প্রশ্নের উত্তর শুন্‌বার জন্যে নিজে এসেছি। আমি জান্‌তাম এ বাড়ীতে কেউ নেই, এখানে আমি আস্‌লে নির্জ্জনে আপ্‌নাকে এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারব। শীলা—শীলা—! (এই বলিয়া শীলার দুইটি হাত ধরিয়া) বল, একবার বল, তুমি আমার হবে কি না ? আমার জীবন সার্থক কোর্ব্বে কি না ?

শীলা ভয়-চকিত নেত্রে দ্বারের দিকে চাহিল—দ্বারপর্য্যন্ত রুদ্ধ রহিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি দুই হস্ত টানিয়া লইয়া বলিল, "মিঃ বসু ! আপ্‌নারা ভদ্রলোক, সেই জন্যে আপ্‌নাদের বাড়ীতে আছি। যদি এ প্রকার ব্যবহার করেন, আর আমি আপ্‌নাদের বাড়ী যেতে পারব না। আপ্‌নি বাড়ী ফিরে যান, আমি এখানেই থাক্‌ব।"

সুব্রত উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "কখনো তা হবে না। আপ্‌নার কাকা আপ্‌নাকে আমাদের বাড়ীতে রেখে গেছেন, আপ্‌নাকে আমার সহিত যেতেই হবে।"

শীলা। আমি কখনো যাব না। আপ্‌নি কি ভেবেছেন, এ দেশ অরাজক ? আপ্‌নি মনে করছেন আমি আপ্‌নার এই ব্যবহারে ভীত হয়ে যাব, বা আপ্‌নাদের ঐশ্বর্য্যের লোভে মুগ্ধ হব। যদি তা ভেবে থাকেন, বড়ই ভুল ভেবেছেন। আপ্‌নি বাড়ী ফিরে যান। আপ্‌নার মায়ের প্রশ্নের উত্তর যদি শুন্‌তে এসেছেন, তবে শুনে যান যে, সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হলেও আমি আপ্‌নাকে বিবাহ কোর্ব্বো না।

সুব্রত। (তীব্র কণ্ঠে) কেন কোর্‌বে না, তা কি আমি জানি না ? সেই দরিদ্র ভিখিরী সুপ্রকাশের জন্যে। সেই তোমায় ভুলিয়েছে। আমার প্রাণ যায় সেও স্বীকার, আমি কখনো তার সহিত তোমার বিবাহ হতে দেব না। যার জন্ম কথা কেউ জানে না, যে পরের দাসত্বে দিন কাটাচ্ছে, সেই তোমার প্রাণের উপযুক্ত ; আর তারই জন্যে আমি তোমার চক্ষে ঘৃণিত ! কেন, আমার অপরাধ কি ? আপ্‌নার পিতার মৃত্যুশয্যার অনুরোধ নিয়ে অন্নদাবাবু আমার মায়ের কাছে এসেছিলেন, তাই মা তোমায় দেখে পুত্রবধূ কর্‌তে চেয়েছেন। আমি ভাল বসছি—এই আমাদের অপরাধ ?

শীলা। কেন আর ও-বিষয় নিয়ে কথা বাড়াচ্ছেন ? আমার নিকট অন্য কাহারও নাম করবেন না। আপ্‌নি কোন্ অধিকারে একজন ভদ্র মহিলার সহিত এমন ভাবে কথা কইতেছেন ? আপ্‌নি পথ ছাড়ুন, আমি মিসেস্ ব্যানার্জ্জির কাছে চলে যাই—।

সুব্রত। পথ ছাড়্‌ব, তার পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা কর যে —সুপ্রকাশের সঙ্গে দেখা করবে না, তাকে বিবাহ করবে না।

শীলা। আপ্‌নি ভদ্রলোক বলে পরিচয় দেন, আমায় যেতে দিন। আমি আর আপ্‌নার একটি কথাও শুনব না।

সুব্রত। (সম্মুখে দাঁড়াইয়া) প্রতিজ্ঞা কর, পথ ছেড়ে দিতেছি।

শীলার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই দ্বার খুলিয়া একব্যক্তি আসিয়া সুব্রতর হস্ত ধরিয়া সরাইয়া দিলেন। সুব্রত উত্তেজিত ভাবে দৃঢ়মুষ্টি হইয়া ফিরিয়া দেখেন, —সুপ্রকাশ। তাঁহার চক্ষের তারা যেন জ্বলিয়া উঠিল, তিনি শীলাকে বলিলেন, "এই পথের ভিখারী, নামহীন, গৃহ-হীনের জন্যে আমায় এত অবহেলা ? এখনও বলছি, শীলা ! যদি নিজের মঙ্গল চাও—নিজের ভবিষ্যৎ নরক-তুল্য না করতে চাও—এর সংস্রব ছাড়।"

শীলার সমস্ত দেহ কাঁপিতেছিল। সুপ্রকাশকে দেখিয়া সে এত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল, এত আনন্দিত

হইয়াছিল যে, তাহার বাক্‌শক্তি যেন লোপ পাইতেছিল। সে দু-এক পদ অগ্রসর হইতে গিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িতেছিল, সুপ্রকাশ তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া নিকটস্থ সোফায় বসাইয়া দিলেন। সুব্রত কি করিবেন কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। আবার শীলার নিকট গিয়া বলিলেন, "এখনো প্রতিজ্ঞা কর, আমি চলে যাচ্ছি।"

সুপ্রকাশ। কি প্রতিজ্ঞা করবেন?

শীলা। (ব্যস্তভাবে) না, না, আপ্‌নি আর কোন কথা শুনবেন না। (সুব্রতকে) আপ্‌নি বাড়ী চলে যান, আমি যাব না।

সুব্রত। আচ্ছা আমি চল্‌লাম, কিন্তু বলে যাচ্ছি এখনও সময় আছে; যদি নিজের মঙ্গল চাও, যদি নিজের সর্ব্বনাশ কর্‌বার ইচ্ছা না থাকে, ঐ ভিখারীকে পরিত্যাগ কর।

এই বলিয়া তিনি সুপ্রকাশের প্রতি ঘৃণা-মিশ্রিত দৃষ্টিতে চাহিয়া চলিয়া গেলেন। সুপ্রকাশ শুধু হাসিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

কৃষক কামিনী।

কুটিরে করিয়া বাস কৃষক কামিনী,
কেমন সুখেতে আছে দিবস-যামিনী!
বিলাস-বাসনা তার উচ্চ অভিলাষ
মেঘাচ্ছন্ন করে না'ক হৃদয়-আকাশ;
শয্যা হ'তে উঠে প্রাতে বিহগের সনে,
গৃহকার্য্যে রত হয় আপনার মনে;
গৃহের প্রাঙ্গণ-আদি করি পরিষ্কার,
রানায় ব্যঞ্জন অন্ন হস্তে আপনার;
সুমিষ্ট তাহার স্বাদে পুলকিত মন,
কৃষক আপনি খায়, পুত্রকন্যাগণ;
অতিথি অভ্যাগত সে যদি আসে ঘরে,
খাওয়ায় তাহারে সুখে পরম আদরে;
সরলতা-ছবিখানি কৃষক কামিনী,
মরি কি সুন্দর দৃশ্য হৃদয়-তোষিণী!

মহাভারতের বচন-সংগ্রহ।

আদিপর্ব্ব।

রাগদ্বেষ-দ্বারা আত্মবিদ্ধ হয়।

মনুষ্য বিপন্ন না হইলে শ্রেয়োভাজন হইতে পারে না; কিন্তু বিপন্ন হইয়া যদি জীবিত থাকে, তবেই সৌভাগ্যশালী হইতে পারে।

দুর্ব্বলের পরমধর্ম্মও বিনষ্ট হয়। দুর্ব্বল হওয়াই অধর্ম্মের মূল কারণ।

বনপর্ব্ব।

জ্ঞান-দ্বারা মানসিক দুঃখের বিনাশ করিতে হয়। মনোদুঃখ প্রশমিত হইলে শারীরিক দুঃখও অন্তর্হিত হয়।

পুরুষ জীর্ণ হইলেও বাসনা জীর্ণ হয় না।

ইষ্টলাভ হইলে মনুষ্যের যে প্রীতি জন্মে, তাহারই নাম কাম।

গৈরিক বস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা হয়।

জ্ঞানদ্বারা কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি স্বপ্নবৎ অলীক বোধ হইলে, কর্ম্মমাত্রই অকর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

বুদ্ধির পরক্ষণেও যে জ্ঞানের উপলব্ধি হয়, তাহাই বুদ্ধি হইতে পৃথক্ জীবাত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ। মন ও বুদ্ধির লক্ষণ-নিরূপণ করাইয়া অধ্যাত্মবিৎ পণ্ডিতগণের প্রধান কার্য্য। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হইলেই বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। মন স্বতঃই উৎপন্ন হইয়াছে।

মনুষ্যেরা সুখে আসক্ত হইলেই ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া থাকে। পতিত হইয়া চৈতন্য প্রাপ্ত হইলে, অপরকেও সচেতন করিয়া দিতে পারে।

যে ব্যক্তি দিবস-গণনায় উদ্বিগ্ন হয় না, সেই চিরজীবী।

সমস্ত দিবস উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে ভোজন করা উত্তম ব্রত।

নিষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি কামনাত্যাগ-দ্বারাই লোক-সকলকে বিনশ্বর বলিয়া জানিতে পারেন, এবং পরিশেষে সর্ব্বত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষমার্গে উপনীত হন।

আত্মা জীবরূপে স্বয়ং চেষ্টমান হন, এবং ঈশ্বর-রূপে সকলকে চেষ্টিত করান।

যোগ যে কি পদার্থ তাহা গুরুও যখন দেখাইতে পারেন না, তখন বিষয়-ত্যাগই লক্ষণা-দ্বারা যোগনাম প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব সন্ন্যাসকেই ব্রহ্মযোগ বলিয়া জানিবে।

পরম তপস্যার অর্থ, আত্মালোচনাত্মক নিরুপাধিক ধ্যান।

শোক হইতে বিপদ্ উপস্থিত হয়; শোকাকুল হইয়া কেবল শত্রুগণেরই আনন্দ বর্দ্ধন করা হয়।

ক্লেশ-পরম্পরা স্মরণ হইলে মনের শান্তি এক-কালে তিরোহিত হইয়া যায়; জ্ঞান-দ্বারাই বিস্মরণ জন্মে।

জ্ঞানযোগকেই সনাতন ধর্ম্ম বলে। অজ্ঞানই শোক।

যাঁহার অতীত ও অনাগত, সুখ ও দুঃখ এবং প্রিয় ও অপ্রিয় উভয়েই তুল্য, তিনিই সর্ব্বধনের অধিকারী।

বিরাট পর্ব্ব।

দৈব যাহার অর্থ-সিদ্ধির ব্যাঘাত করে, সে অর্থকামনা ত্যাগ না করিলে নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন হয়; অতএব দৈবের উপর নির্ভর করিলে প্রায় শোচনীয় অবস্থা হয় না।

যদি পরকৃত অপকারের প্রতিকার-চিন্তা দূর করা না যায়, তাহা হইলে অনেক সময়ে নিজের কার্য্যোদ্ধারের ব্যাঘাত ঘটে।

উদ্যোগপর্ব্ব।

যজ্ঞে গোবধ-বিষয়ে বেদোক্ত মন্ত্র আছে। ঋষিগণ মুক্তকণ্ঠে গোমেধ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

যে ব্যক্তি ধনাঢ্য হইয়াও কৃপণ হয়, বা দৈববিড়ম্বিত হইয়াও ত্যাগপরায়ণ না হয়, সে অতিনরাধম।

সন্তাপে রূপ, বল ও জ্ঞান নষ্ট হয়, সন্তাপে ব্যাধি উৎপন্ন হয়।

শোক-দ্বারা অভিলষিত বস্তু লাভ করা যায় না; ইহাতে কেবল শরীর পরিতপ্ত হয় এবং শত্রুগণ হৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব শোক উপস্থিত হইলে বীর ব্যক্তি কদাচ শোকের বশীভূত হইবেন না।

ক্রোধ বিষম ব্যাধিস্বরূপ; ইহা শিরোরোগের কারণ।

কপটের সহিতও কপট ব্যবহার করিবে না।

বিজয়াভিলাষী বিজয়-লাভের পর বৈরনির্যাতনের

সংহার না করিলে স্বয়ং বিনষ্ট হয়। অতএব বিষয়ানুরাগের হেতুরূপ অজ্ঞান-নামক মহাশত্রুকে জ্ঞান-দ্বারা অপনয়ন করা উচিত।

মান ও মৌন একত্র বাস করিতে পারে না; ইহলোক মানের, আর পরলোক মৌনের।

পরমাত্মার নামই মৌন। যে পদ বাক্য ও মনের অগোচর,তাহা প্রাপ্ত হইতে মৌনের প্রয়োজন। পরব্রহ্মের ভাবনা-দ্বারাই মৌনাবলম্বন সিদ্ধ হইয়া থাকে।

বেদ-সকল অধ্যাত্মারোপ-প্রসঙ্গে দৃশ্য ও অদৃশ্য সমস্ত বিশ্বকে ব্রহ্মরূপেই নির্দ্দেশ করেন, এবং অপবাদ-প্রসঙ্গে বিশ্ব হইতে ব্রহ্মের বৈলক্ষণ্যও ব্যক্ত করেন।

সত্যের অজ্ঞানতা-হেতু উপাস্য-সকল কল্পিত হইয়াছে।

জ্ঞানই প্রত্যক্ষফলপ্রদ এবং তপস্যা পরোক্ষফলপ্রদ হইয়া থাকে। শোকমোহাদি-নিবৃত্তিরূপ জ্ঞান-ফল ইহলোকেই দৃষ্ট হয়।

ধ্যানকালে মনে-মনেও অন্য কোন চিন্তা করিবে না।

মন পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া যে অনির্ব্বচনীয় অবস্থায় উপস্থিত হয়, তাহা ব্রহ্মচর্য্য-দ্বারাই লাভ করা যায়।

সম্পত্তির বিনাশ পুরুষের পক্ষে মরণ অপেক্ষাও গুরুতর ক্লেশ। তখন শাস্ত্রপ্রভাবেও তাহার দুঃখ দূর হয় না।

বীজ ও ক্ষেত্রের ন্যায়, দৈব ও পুরুষকার এই উভয়ের সমন্বয়ে ফল সিদ্ধ হয়।

যে কোন উপায়ে হউক, সঞ্চিত কোপ বিনষ্ট করিয়া শান্তিলাভ করা মনুষ্যের ধর্ম্ম।

স্বাস্থ্যলাভ-কামনায় দক্ষিণপার্শ্বে শায়িত ও নিদ্রিত হইবে।

ভীষ্মপর্ব্ব।

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।"

বীরগণ শস্ত্রাঘাতে সন্তাপিত হইয়াও ধৈর্য্যগুণে বেদনা-সংবরণপূর্ব্বক কেবল ভুজঙ্গের ন্যায় নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকেন।

বাসুদেব অত্যন্ত দৃঢ়ব্রত ছিলেন; তিনি সঙ্কল্প-সাধনের নিমিত্ত ধন, শরীর, পুত্র, স্ত্রী ও যশ পরিত্যাগ করিতে পারিতেন।

শোকে কার্য্যহানি হইলেও উহাতে জ্ঞানের অনুকূলতা হয়।

শরণাগত-রক্ষার্থও মিথ্যা কথা বলিলে পাতক হয়; এরূপ স্থলেও মিথ্যাবাক্য-প্রয়োগে সত্যের অপলাপ হয়।

ক্রোধরূপ অগ্নি প্রজাপতির ধর্ম্মযজ্ঞ হইতে সম্ভূত হইয়াছে।

প্রাণিগণকে ধারণ অর্থাৎ রক্ষা করে বলিয়া ধর্ম্ম এইনামে নির্দ্দিষ্ট হয়। অতএব যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম। পরদারাপহরণাদি-কার্য্য লোক-ধ্বংসকর। অতএব যাহাতে প্রাণিদিগের জীবনের প্রতি ধিক্কার জন্মে তাহা ঘোরতর অধর্ম্ম।

মাননীয় ব্যক্তির অপমানই জীবন্মৃত্যু; গুরুজনকে 'তুমি' বলিলে তাঁহাকে বধ করা হয়,বেদেই এইরূপ নির্দ্দিষ্ট ও বিহিত আছে।

নিষ্ঠুর বাক্যে তেজস্বীকেও বলহীন করে।

স্বয়ং আপনার গুণকীর্ত্তন করিলে আত্মবিনাশ করা হয়। এইরূপে যে আত্মঘাতী হয়, তাহার ভ্রাতৃবধ অপেক্ষাও ঘোরতর পাপ হয়।

সৌপ্তিকপর্ব্ব।

মনুষ্যমাত্রেই স্ব-স্ব বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য নির্দ্ধারণ করিয়া তাহাতে পুরুষকারের প্রবর্ত্তন করিয়া থাকে।

সুতরাং, বুদ্ধিকেই পুরুষকারের প্রবর্ত্তক বলিতে হইবে। কিন্তু সেই বুদ্ধির প্রেরণা মনুষ্য-দ্বারা হইতে পারে না, ভগবান্‌ই উহার প্রেরক। সুতরাং সকলই দৈব।

শোকাভিভূত হইলেও কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিরত হইবে না; ইহাই নিষ্কাম কর্ম্মের শাসন।

শান্তিপর্ব্ব।

(রাজ-ধর্ম্ম)

ব্রাহ্মণ শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিতে অপটু, কিন্তু মানসিক ক্লেশে সহিষ্ণু; ক্ষত্রিয় তাহার বিপরীত।

জয়লাভ-জনিত সুখই পুরুষের সুখ;—ক্ষত্রিয়ের শত্রুর উপর জয়লাভ, এবং ব্রাহ্মণের নিজের উপর জয়লাভ।

ঐশ্বর্য্য স্বতঃ ত্যাগ করিলে সুখ হয়, কিন্তু অন্যে বলপূর্ব্বক তাহা অপহরণ করিলে, অপহারককে ক্ষমা করিতে পারা যায় না।

যে ব্যক্তি অতীত দুঃখ স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হয়, সে দুঃখ দ্বারা দুঃখই লাভ করে।

যিনি শরীরস্থ পঞ্চভূতকে একাকার আত্মা হইতে উৎপন্ন এবং আত্মায় বিলীন বলিয়া বুঝিতে পারেন, তিনিই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

ক্রোধদ্বারা মন দূষিত হইলে সাধুভাব-দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে।

অবীরা স্ত্রীর অন্ন আয়ুর হানি করে।

ভৃত্যদিগের সহিত পরিহাস করা বিধেয় নহে। কারণ, তাহা করিলে তাহারা প্রভুর অন্তঃপুরধর্ম্ম নষ্ট করিতে উৎসুক হয়।

যে ব্যক্তি সহাস্যবদনে সম্ভাষণ করে, সে সকলের প্রিয় পাত্র হয়। শান্তভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক দান করিলে, তাহা ব্যঞ্জনবিহীন অন্নের ন্যায় লোকের প্রীতিকর হয় না। আর মধুর বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক লোকের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিলেও সর্ব্বস্বাপহারীর একমাত্র নম্রতা-গুণে লোকে তাহার বশীভূত হইয়া থাকে। অতএব দণ্ড-বিধান-কালেও শান্তভাব অবলম্বন করা অবশ্যকর্ত্তব্য। তাহাতে অনেক কার্য্য সাধিত হয় এবং চিত্তও কখন অসন্তুষ্ট হয় না।

মহর্ষিগণ ত্যাগকেই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলিয়া গণনা করিয়াছেন। সকল ত্যাগের মধ্যে কলেবর ত্যাগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ক্ষত্রিয়গণ সমরক্ষেত্রে কলেবর ত্যাগ করিতেও পরাঙ্মুখ হন না।

শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছিলেন যে, জ্ঞাতিবর্গের দুর্ব্বাক্যই তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিত।

বণিক-দিগের মঙ্গল-বিধান করা অনায়াস-সাধ্য, অথচ তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই।

প্রত্যক্ষ বস্তুরও সবিশেষ পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। খদ্যোতকে অগ্নির ন্যায় দেখায়, কিন্তু তাহাতে বাস্তবিক অগ্নি নাই।

তপঃপরায়ণ বনবাসী মুনিদিগেরও শত্রু, মিত্র ও উদাসীন এই তিন পক্ষ উৎপন্ন হয়। আর এই ভূমণ্ডলে প্রায়ই নির্দ্দোষ লোকেরা দোষীদিগের, বলবানেরা দুর্ব্বলদিগের, ধার্ম্মিকেরা অধার্ম্মিক-দিগের এবং সুরূপেরা কুরূপদিগের বিদ্বেষ-ভাজন হইয়া থাকে।

মানব-মাত্রেরই অন্তঃকরণে আশা জন্মিয়া থাকে। এবং উহা বিফল হইলেই তাহার পর্ব্বতসদৃশ মহাদুঃখ উপস্থিত হয়, সন্দেহ নাই।

যে যেরূপ ব্যবহার করিবে, তাহার সহিত সকল সময়ে সেইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি মায়াবী, তাহার সহিত শঠতাচরণ করিবে না; কিন্তু সাধু অসাধু সকলের সহিত সরল ব্যবহার করাই যুক্তিসিদ্ধ।

কেহ নিন্দা করিলে তাহাতে ক্রুদ্ধ না হইয়া বরং স্বীয় দোষ সংশোধন করাই উচিত। কোন ব্যক্তিই

সকলের প্রশংসাভাজন হয় না, এবং কোন ব্যক্তিই সকলের নিন্দাভাজন হয় না।

অপ্রিয় ব্যক্তির প্রতি বিরক্তি-প্রকাশ এবং প্রিয় ব্যক্তির প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ প্রদর্শন করা কদাপি বিধেয় নহে।

মনুষ্যকে মধুর বাক্যে সমাদর করিলে সে পুত্র-কলত্র, এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হয় না।

পাপাত্মারা সর্ব্বগুণান্বিত প্রিয়বাদী প্রভুরও অনিষ্ট করে।

যে সময়ে লোকের লোভজনিত আশা বিফল হয়, সেই সময়ই অজ্ঞানোৎপত্তির কাল।

যাঁহাদের অনিত্য-সুখ-লাভে তৃপ্তি হয় না, তাঁহারাই জ্ঞানী; জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সংসারাসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মসাধন করিয়া ব্রহ্ম লাভ করিতে সমর্থ হন।

(মোক্ষধর্ম্ম)

লোকে যে বিষয়ের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হয়, তাহাই তাহার শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হয়। জ্ঞানে অনুরক্ত হইলে দেহাদি তৃণের ন্যায় তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

যিনি যে পরিমাণে কাম ত্যাগ করেন, তাহার সেই পরিমাণে সুখ লাভ হয়।

লোকে কেবল তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে পঞ্চভূতকে পৃথক্ মনে করে; কিন্তু বস্তুতঃ অগ্নি, বায়ু, সলিল, পৃথিবী ও আকাশ—সকলই পরব্রহ্মের অন্তর্ভূত।

ইহলোকে বস্তুতঃ বর্ণের প্রভেদ নাই।

গুণ-সকল আত্মাকে অবগত হইতে পারে না, কিন্তু আত্মা গুণ-সমুদায়কে অবগত হইতেছেন।

যখন জ্ঞানের উদয় হয়, তখন সমুদায় বিষয় স্বপ্নের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকে; তৎকালেই ব্রহ্ম লাভ হয়।

যাঁহারা জ্ঞানী হইয়াও ত্যাগ-পরাঙ্মুখ হন, তাঁহাদিগকে সতত ক্লেশভোগ করিতে হয়।

বৈরাগ্য ব্যতিরেকে কদাপি সিদ্ধি লাভ করা যায় না।

সন্ন্যাস চতুর্থ আশ্রম; উহাতে সকলেরই অধিকার আছে।

যোগিগণ ঈশ্বর ব্যতীত মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই বলেন। কিন্তু সাংখ্যমতাবলম্বীরা বলেন যে, যিনি সমুদায় তত্ত্ব অবগত হইয়া বিষয়-বাসনা হইতে মুক্ত হন, তিনি দেহ-নাশের পর নিশ্চই মুক্তিলাভ করিতে পারেন।

সকল বর্ণেরই বেদপাঠে ও বেদ শ্রবণে অধিকার আছে।

অনুশাসনপর্ব্ব।

যে পরের সৌভাগ্যে ঈর্ষা করে তাহার আয়ুঃক্ষয় হইয়া থাকে।

অশ্বমেধ-পর্ব্ব।

সকলেই ঈশ্বর-কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া আপন আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তার একতা অনুভবেরই নাম শান্তি।

ধৈর্য্যশীল ব্যক্তি শমাদি-গুণদ্বারা অন্তঃশত্রু বিনষ্ট করিবেন।

মনোরূপ রাজ্যে রাজত্ব লাভের চেষ্টা করিবে। এই রাজত্বই যথার্থ রাজত্ব; স্বয়ং আত্মাই এই রাজ্যের রাজা।

যিনি দেহের সহিত আত্মার ভিন্ন ও অভিন্ন ভাব দর্শন করেন, তাঁহার দুঃখ থাকে না।

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়কেই পুরুষ হইতে অভিন্ন জানিবে।

যাহার পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অভেদজ্ঞান হয়, তাঁহার নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ হয়।

যেমন স্বপ্নে বিবিধ বিষয় ভোগ করিয়া স্বপ্নাবসানে তৎসমুদায় অলীক বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ সত্ত্বগুণের প্রকাশ হইলে জগতের সমুদায় পদার্থই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া জ্ঞান জন্মে।

আশ্রমবাসিকপর্ব্ব।

সাধু ব্যক্তিরা অন্যকৃত অপকার স্মরণ না করিয়া উপকারই স্মরণ করিয়া থাকেন।

স্বর্গারোহণপর্ব্ব।

জ্ঞানোপার্জ্জনে তৎপর হওয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্য। জীব নিত্য কিন্তু জীবের শরীর উপাধি-স্বরূপ ও অনিত্য; ইহাই মহাভারতের সারোপদেশ।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ স[illegible]।

বিবিধ তত্ত্ব।

ছবির গিল্টি করা ফ্রেম মলিন হইলে জলে পেঁয়াজ সিদ্ধ করিয়া সেই জল দ্বারা উহা ধুইয়া ফেল, ফ্রেম নূতনের মত হইবে।

অয়েল ক্লথ শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। উহা দীর্ঘ-কাল-স্থায়ী করিতে হইলে প্রথমতঃ গরম জলে উহা প্রক্ষালন কর। সাবধান, সাবান ব্যবহার করিও না। উহা শুষ্ক হইলে দুধে একখণ্ড নেকড়া ভিজাইয়া উহার উপর ঘর্ষণ কর, তারপর উহা মসৃণ করিয়া লও।

কাঠের হাতায় দ্বারা রান্না করা উত্তম। ইহাতে কোন খাদ্যদ্রব্য কলঙ্কিত হয় না।

ইস্পাতের দ্রব্যে মরিচা ধরিলে উহাকে মিষ্ট অয়েল দ্বারা ভিজাইয়া খুব ঘর্ষণ করিতে হয়। ইহার ৪৮ ঘণ্টা পরে চূণের খুব মিহি গুঁড়া দ্বারা উহাকে ঘর্ষণ করিলে মরিচা উঠিয়া যাইবে।

গালিচা বিবর্ণ হইলে উহা কোন স্থানে ঝুলাইয়া উহাতে লাঠি দ্বারা খুব আঘাত করিতে হয়। তাহার পর উহা বুরুষ করা উচিত। ইহার পর হাতে [illegible] এমন গরম জলে দশ ছটাক ভিনিগার মিশাইয়া ঐ জলে কাপড় ভিজাইয়া ঐ কাপড় দ্বারা গালিচার সর্ব্বত্র ঘর্ষণ করিতে হয়। তখন দেখা যাইবে গালিচা যেন নূতন হইয়াছে।

যখন কাচের একটা গ্লাসের মধ্যে আর একটা এমন আটিয়া যায় যে টানিয়া বাহির করা যায় না,

তখন ভিতরকার গ্লাসে ঠাণ্ডা জল দিয়া বাহিরের গ্লাস গরম জলে কিয়ৎকাল ডুবাইয়া রাখিও, দেখিবে ভিতরকার গ্লাস সহজেই বাহির হইবে।

জাপানী ট্রে মলিন হইলে কখনও গরম জল দ্বারা ধুইও না। গরম জল ব্যবহার করিলে উহার ভার্ণিস উঠিয়া যায়। উহার উপর অলিভ অয়েল ঘসিয়া, তারপর ফ্লানেল দ্বারা উহা পরিষ্কার কর।

(গৃহীত)

কেন ?

তোমাতেই আছি মিশে,
ব্যাকুল পরাণ মোর
কেন তবু চায় ?

হৃদয়-মাঝারে আছ,
কত দূরে কোথা তুমি—
কেন মনে হয় ?

বাহিরে না দেখে শুধু
কেন করে হাহাকার
অবোধ হৃদয় ?

আকুল এ হৃদি মোর
কেন তৃপ্ত নয় শুধু
ধ্যান-ধারণায় ?

ধ্যানের মাঝারে আছ,
হৃদয়ের স্বামী মোর !—
বাহিরে তো নাই !

বাহিরে ভিতরে আমি
হে মোর অন্তর্যামি !
কেন নাহি পাই ?

শ্রীচারুমতি দেবী।

প্রায়শ্চিত্ত।

(গল্প)

নেহাৎ যদি না ছাড়, তবে বলি শোন। কিন্তু শুনে বড় আনন্দ পাবে না। শোন, আমার জীবনের সুখ-দুঃখের কথা সবই শোন।

আমি যখন বি. এ পড়ি, তখন সুজন-নামে একজন সহপাঠীর সহিত আমার খুব বন্ধুত্ব হয়। লোকে বলে, শুনেছি, আমার চেহারাখানা নাকি নেহাৎ মন্দ নয়; তা সেই সুজনকুমারকেও দেখিতে ভাল। দুইজনের আমাদের গলায় গলায় ভাব, তাই আর সব ছেলেরা আমাদের জোড়া-কার্ত্তিক বলিয়া তামাসা করিত। আমি সুজনকে যথার্থই ভাল বাসিতাম। আমার ভাই বোন কেহই ছিল না; সে স্নেহ যে কেমন তাহাও ইহার পূর্ব্বে কোন দিন এমন করিয়া বুঝি নাই। সেও আমায় খুবই ভাল বাসিত।

আমার বাবা জমীদার। তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, দূরদর্শী ও কড়া মানুষ ছিলেন। আমাদের বাড়ী

শ্রীরামপুর, কিন্তু আমরা কলিকাতায় থাকিতাম। কারণ, বাবা আমায় কলিকাতায় একাকী ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছুক নহেন। কি জানেন, যদি তাঁহার একমাত্র বংশধর কলিকাতায় কুসঙ্গীদিগের হস্তে পড়িয়া বাঁদর হইয়া যায়। বাবা তাঁহার পুত্রকে মানুষ করিবার জন্য অনেক চেষ্টাই করিয়াছিলেন, কিন্তু হায় ভগবান্! এত করিয়াও তিনি আমায় কুসঙ্গীদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই। গত জন্মে অনেক পুণ্য করিয়া তবে আমি তাঁহার পুত্র হইয়াছিলাম। আর তিনি গত জন্মে অনেক পাপ করিয়া তবে আমায় তাঁহার একমাত্র পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যখন বলিতে আরম্ভই করিয়াছি, তবে সকলই বলি শোন।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি স্বজনের সহিত আমার অত্যন্ত বন্ধুত্ব। শুধু স্বজনের সঙ্গেই বা বলি কেন? স্বজনের সহিত বন্ধুত্ব উপলক্ষে তাহাদের বাড়ী যাওয়া-আসার সুযোগে তাহার ভগিনী কনকলতারও সহিত আমার কতকটা বন্ধুত্ব জন্মায়। ক্রমেই সেই বন্ধুত্ব গাঢ় হইতে গাঢ়তর ও ক্রমে গাঢ়তম হইবার পথে অগ্রসর হইতেছিল।

কনকলতা মেয়েটি বড়ই লাজুক। আমি প্রায়ই তাহাদের বাড়ী যাইতাম, কনকের মাতা আমাকে খুবই আদর-যত্ন করিতেন, নিজের হাতের নানা-রকমের খাবার-দাবার করিয়া খাওয়াইতেন।—তোমার মনে হয়ত, প্রশ্ন উঠিয়াছে,—"কেন? কনকের মাতার কি তোমায় দেখিয়া জামাই করিবার সাধ গিয়াছিল?" হ্যাঁ ভাই, সেই রকমই কোন একটা সাধই, বোধ হয়, কনকের মাতার মনে উদিত হইয়াছিল। তাহা না হইলে অত খাতির কি কেহ কাহাকেও অনর্থকই করে? আমি তাঁহাদের বাড়ী যাইলে, সকলে শশব্যস্ত হইয়া উঠিতেন।—"কনকের মা!"—তুমি এখনই হয়ত বলিয়া বসিবে, "কনকের মা কেন? স্বজনের কি তিনি কেউ নয় নাকি?" সত্য তিনি দুইজনেরই মা, কিন্তু কনক-নামটি আমার কাছে বড় মিষ্ট, বড় মধুর, তাই তাঁহাকে "কনকের মা" বলিয়াই বারংবার উল্লেখ করিতেছি। কনকের মাতা আমায় এত অধিক স্নেহ করিতেন যে, মাতৃহীন আমি সে-যত্নে মাতৃস্নেহের অনাস্বাদিতপূর্ব্ব মধুর স্বাদ প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিতাম। বাটীতে নিজের কোন ছোট বা বড় বোন, অথবা অন্য কোন মেয়ে ছিল না, নিজেও তখন জামাই হই নাই; জানিতাম না, জামাই-আদর কাহাকে বলে। কিন্তু মনে হইত জামাই-আদরও এত বেশী নয়। কনকের মার কাছে হাজারবার "বাবা, বাবা" শুনিতে শুনিতে লজ্জায় মাথা নত হইয়া আসিত। মনে করিতাম, পরের নিকট হয়ত এতটা লওয়া উচিত নয়—আর যাইব না। কিন্তু না গিয়াও ত থাকিতে পারিতাম না। কনকের লজ্জানম্র আরক্ত মুখখানি না দেখিলে, তার মুখের দু'একটি কথা না শুনিলে সে দিনটা যেন বৃথা মনে হইত। সে কিন্তু ইদানীং বড় একটা আমার সম্মুখে বাহির হইত না। কখন কখন তাহার ভ্রাতার নিকট ডৎসিত হইয়া জল বা পানের ডিবা লইয়া আসিত। স্বজনও আমাদের মত আজকালকারই ছেলে; সেও তার ছোট বোনটির এতটা লজ্জার অর্থ বুঝিতে পারিত না। হায়রে, বিংশ-শতাব্দীর বৈদেশিক-শিক্ষা-মদ-গর্ব্বিত যুবক! লজ্জা নারীর যে কি ভূষণ, তুমি তাহার কি বুঝিবে? পুরুষের যেমন বিদ্যা, নারীরও তেমনই লজ্জাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। আমরা মনে করি, 'হিল-সু' পায়ে দিয়া খট্‌মট্ করিয়া চলিলেই এবং ফড়্‌ফড়্ করিয়া খুব খানিকটা ইংরাজী বলিতে পারিলেই স্ত্রী-শিক্ষার চরম হইয়া গেল! লজ্জা-সম্ভ্রম সে সব সেকালে-পনা—এ কালে ও-সব শোভন নয়। এমনই দুরবস্থাই আমাদের মনে ঘটিয়াছে। যা কাজ

তাহা সর্ব্বকালেই ভাল, এটা আমরা বুঝি না।

সুজনের পিতা নাই। অবস্থাও তেমন ভাল নয়! কনকেরও বয়স হইল। দেখিয়া শুনিয়া কনকের মা আমাকেই সৎপাত্র বিবেচনা করিলেন। আমি সৎপাত্র! হা ভগবান্! অসৎপাত্র তবে আর কে? সুজন আমার পিতাকে এই বিষয় জানাইল; বলিল, "এ বিয়ে আপনাকে দিতেই হবে।" আমার বাবা একটুখানি আপত্তি করিয়াছিলেন,—"সে কোন নামজাদা বড় ঘরের মেয়ে নয়; আমাদের বংশ বনিয়াদি।" কিন্তু কনককে দেখিয়া সব আপত্তি নিমেষে তাঁহার মন হইতে দূরে চলিয়া গেল। এখন মনে হয়, না গেলেই বুঝি ভাল হইত। তখন মনে করিয়াছিলাম, আমি ত কনকের অনুপযুক্ত নই, কেন তাহাকে পাইব না? কিন্তু এখন বুঝিতে পারিতেছি, আমি তাহার একান্তই অনুপযুক্ত। সে দেবীপ্রতিমা! আর আমি আধুনিক যুগের পরানুকরণপ্রিয় বাসনার ক্রীতদাস সামান্য মানবমাত্র!

নব-বসন্ত-সমাগমে বৃক্ষ-লতা সব নব-পত্রাভরণে সুসজ্জিত, বন-প্রান্ত কোকিল পাপিয়া প্রভৃতির কুহু-কুহু ও পিউ-পিউ ইত্যাদি সুস্বর-তরঙ্গে তরঙ্গিত। বসন্ত-সমাগমে প্রকৃতি যেন নবজীবনের পরিপূর্ণ ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন! আমার হৃদয়ও সে দিন এমনি ভাবেই পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে দিন যে আমার বিবাহ! সে দিন চারিদিক যেন উজ্জ্বল আলোকে ভরিয়া উঠিয়াছিল। সাহানার সুর সে দিন আরও মিষ্ট, আরও মধুর বলিয়া মনে হইতেছিল! কত মধুর সেই অতীত স্মৃতি! কি সুন্দর সেই দিনে যে দিন কনকপ্রতিমা কনকলতাকে আমার নিজের করিয়া পাইয়াছিলাম! কিন্তু হায়, কেনই পাইলাম? না পাইলেই, হয় ত, ভাল হইত! কে জানে কি হইত? কিছু বুঝিতে পারি না। কি ভাল, কি মন্দ তাহা কেই বা জানে? সেই দিন হইতে, আমার জীবনের সেই ভয়ঙ্কর দিন হইতে, আমার সবই যেন গোল-মাল হইয়া গিয়াছে;—কিছুই যেন ঠিক পাই না! উঃ! সে কি ভীষণ দিন!

কনকের সঙ্গে আমার বিবাহ হইয়া গেল। আমি সর্ব্বদাই বলিয়া আসিয়াছি, বিবাহ হইলে নববধূকে পর্দার মধ্যে রাখিব না—পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিব। এখনি সুযোগ পাইয়া, কিছুদিন পরে আত্মীয়-বন্ধুবর্গ ধরিয়া বসিলেন, "নববধূকে সঙ্গে করে চলো একবার একটু বেড়িয়ে আসা যাক্; সাহেবেরা যেমন মধু-বাসরে যায়। কিন্তু আমাদেরও সঙ্গে নিতে হবে।"

আমিও ভাবিলাম, এ বড় মন্দ কথা নয়। কিন্তু এ কথা বাবাকে বলি কেমন করিয়া? আমি বন্ধুদের নিকট যতই স্বাধীনতা দেখাই না কেন, তাঁহার প্রকৃতি ত আমার ভালরূপই জানা আছে। একথা শুনিলে আর আমার রক্ষা থাকিবে না।

হায়, একবার যদি বাবাকে বলিতাম, তাহা হইলে কি আর আজ আমাকে এ কথা লিখিতে হইত! না আমার জীবনটা তাহা হইলে এমন করিয়া অকালে ঝলসিয়া যাইত? বেড়াইতে যাওয়া বন্ধ হইলে যে আমার জীবন সুখের হইবে, তাই বেড়াইতে যাওয়া বন্ধ হইল না। বাবাকে না বলিয়া, লুকাইয়া, কনকের মাকে এক রকমে বুঝাইয়া দিয়া, কনককে লইয়া আমরা ছয় সাত জন আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব কোন একটা নির্জ্জন পার্ব্বত্য স্থান মনোনীত করিয়া যাত্রা করিলাম। যাইবার পূর্ব্বের দিন, নানা-রকমের জুতা, মোজা, বিলাতী ও জাপানী সিল্কের পোষাকের রাশি, সৌখীন সৌখীন হীরা-মুক্তার গহনা বন্ধুদের কাছে টাকা ধার করিয়া কিনিয়া লইয়া আসিলাম। আমি জমীদার-পুত্র—ভাবী জমিদার, কিন্তু আমার হাতে টাকা-কড়ি বড়

একটা থাকিত না। বাবা আমার হাতে বেশী টাকা দিতেন না। যাহাও বা খরচের মত দিতেন, সঙ্গে সঙ্গে হিসাব লইতেন। পাছে টাকা-কড়ি হাতে পাইলে অযথা ব্যয় করিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ি, এই তাঁহার ভয়! কিন্তু আমি, তাঁহার গুণধর পুত্র, আমি টাকা ধার করিয়া তাঁহার অপছন্দ মত জাপানী জিনিষের রাশি কিনিয়া আনিলাম। সেগুলি দেখিয়া কনক বলিল, "এ সব আমার জন্যে? কেন? আমার তো ও সব কিছুই দরকার ছিল না। আমার তো অনেক আছে!"

আমি উত্তর দিলাম, "তোমার দরকার না থাকৃতে পারে, কনক! কিন্তু আমার তোমাকে দেবার দরকার আছে। তুমি কি এগুলো নেবে না?"

পাছে আমি দুঃখিত হই, সেই ভয়ে সে বলিয়াছিল, "না, না, নেব না কেন?" কিন্তু তাহার এ তুচ্ছ জিনিষের উপর একটুও লোভ ছিল না। আজন্ম দারিদ্র্যে প্রতিপালিতা সে সামান্য বেশে থাকিতেই ভালবাসিত।

সকালের ট্রেনে আমরা বাহির হইলাম। কনক জানিল, আমরা বাবার কাছে মত লইয়াই তাহাকে লইয়া বেড়াইতে যাইতেছি। একবার সে কেমন করিয়া শুনিয়াছিল যে, আমরা লুকাইয়া যাইতেছি; তখনই সে যাইবে না বলিয়া আপত্তি করিয়াছিল। আবার মিথ্যা করিয়া তাহাকে ভুলাইয়া দিলাম; বলিলাম, "বাবার কাছে মত নিয়েছি। পাগল! তা না হলে কখন যেতে পারি?" সরলা বালিকা আমার মিথ্যা বাক্যে অবিশ্বাস করিল না—বিশ্বাসই করিল।

সেখানে একটা বাড়ী ভাড়া করা ছিল। আমরা যাইয়া তাহাতে উঠিলাম। কনক কলিকাতা হইতে খালি পায়ে আসিয়াছিল। এখানে আসিতেই তাহাকে জুতা পরিবার জন্য জিদ্ করিলাম। সামান্য গৃহস্থ ঘরের মেয়ে সে, জুতা পরা তাহার অভ্যাস নাই। সে জুতা পরিয়া চলিতে পারিবে না ইত্যাদি অনেক রকমে আপত্তি করিল। কিন্তু জুতা না পরিলে আমার বন্ধুগণ আমায় অসভ্য বলিবে, এই জন্য জোর করিয়াই স্ত্রীকে জুতা পরাইলাম।

আমাদের দেশের মেয়েদের যে জুতার চাইতে আল্তাতেই বেশী মানায় তাহা আমরা এখন দেখিতে পাই না। অন্ততঃ তখন তো পাই নাই। কনকের জুতা পরিয়া চলা অভ্যাস নাই। আমার আত্মীয় বন্ধুবর্গ তাহার চলনের অশোভনতা লইয়া খুবই তামাসা করিতে পারিলেন। লজ্জায় সে অর্দ্ধমৃত হইয়া গেল।

পূর্ব্বে যখন আমি কনকদের বাড়ী যাইতাম, সে আমার সাম্নেই বাহির হইত না; যদিই বা বাহির হইত, লজ্জায় লাল হইয়া অনর্গল ঘামিয়া পলাইতে পারিলেই বাঁচিত। আর তাহাকে আমি নিজের হাতে পাইয়া, ইহার মধ্যেই এমনভাবে রাস্তায় বাহির করিয়াছি! কনক আমার আত্মীয় বন্ধুবর্গের ঠাট্টায় তাহার আনতনেত্র একবারও তুলিতে পারে নাই,—মাটির সঙ্গে তাহার মাথা ক্ষণে ক্ষণে মিলিতে চাহিতেছিল। একদিকে বিদ্রূপ এবং অপর পক্ষে তিরস্কার সে লাভ করিল। নিষ্ঠুর আমি সেই কয় ঘণ্টা আমার নিজের হাতে তাহাকে পাইয়া কি কষ্টই না দিয়াছি! লোকে বলিত, আমার হৃদয়ে নাকি দয়া-মায়া আছে; মানুষের ব্যথা আমি নাকি বুঝিতে পারি। হা ঈশ্বর! আমি যদি মানুষের ব্যথা বুঝি, তবে বোঝে না কে? একান্ত গৃহ-কোটরে প্রতিপালিতা কনকলতাকে অকস্মাৎ তাহার সমস্ত লজ্জা-বরণ মুক্ত করিয়া এতগুলি তীক্ষ্ণ সমালোচকের চক্ষের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া তাহাকে কি আমি কম কষ্টটাই দিয়াছি? কনকলতাও তাহার স্বামীকে এত

বড় হৃদয়হীন দেখিয়া, হয়ত মনোমধ্যে কত দুঃখই পাইয়াছিল ?

আমরা যেখানে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, সে জায়গাটা দেখিতে খুব সুন্দর। চারিদিকেই ছোট ছোট পাহাড়। কত ক্ষুদ্রক্ষুদ্র গিরিনদী ঝুর্‌ঝুর্ করিয়া বহিয়া যাইতেছে! কত প্রকারেরই বনফুল, কত রকমেরই পাখীর ডাক! সেখানে গিয়া প্রথম দিন আমরা একটা পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সে পাহাড়টী আমার চিরদিন মনে থাকিবে। উঃ, সে কি ভুলিবার কথা? এজন্মে তো নয়, পরজন্মে—জন্মান্তরেও ভুলিব কিনা জানি না।

আমরা সকলেই 'সাইকেলে' ছিলাম, কনকলতা ছিল রিক্‌সেতে। বাবাকে না বলিয়া আসিয়াছি, মনটা মাঝে মাঝে কেমন কেমন করিতেছিল। কিন্তু প্রকৃতির সে মনোরম দৃশ্য দেখিয়া হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠিতেছিল। পাহাড়ের রাস্তাগুলি কোথাও ২৫ ফিট ৩০ ফিট নীচে নামিয়া গিয়াছে, আবার ততখানি উঁচু হইয়া উঠিয়াছে! রাস্তার দুই ধারে ইউক্যালিপ্‌টাস্ বৃক্ষের সারি বাতাসে মস্তক আন্দোলিত করিতেছে! দূরস্থিত পাহাড় ও শাল-বনগুলি যেন সুনিপুণ চিত্রকর-কর্ত্তৃক অঙ্কিত একখানি চিত্রের মত দেখাইতেছিল! বড় সুন্দর সে চিত্র! যদি চিত্রকর হইতাম তবে আমিও সেই দৃশ্যগুলি হইতে চিত্র অঙ্কিত করিতাম। কবি হইলে কবিতায় সে ভাব ফুটাইয়া তুলিতাম। কিন্তু আমার এ সব কোনও শক্তি নাই। কোন শক্তি নাই কেন বলিতেছি? আছে বৈকি—আছে। তবে এ সব শক্তি নয়। সে শক্তি শুধু নিজে কাঁদিবার ও অপরকে কাঁদাইবার। নিজে সারাজন্ম কাদিতেছি; আমার পিতাকে ও কনকের মাকেও কাঁদাইয়াছি। শোন, নারীহত্যাকারীর মর্ম্ম-যন্ত্রণা শোন। প্রথমেই বলিয়াছি আমার কাহিনী শুনিয়া আনন্দ পাইবে না, আচ্ছা, তবুও শোন।

আমরা সকলে পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। অতিশয় সঙ্কীর্ণ পথ। দু'পাশে কাঁটা গাছে হাত-পা ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইতেছিল, তবু আমরা দু'হাতে গাছ ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম। ক্রমে ক্রমে আমরা আটশত ফিট উচ্চে উঠিলাম। এতক্ষণ একটুও বসিবার স্থান পাই নাই। একদিকে দুর্ভেদ্য শালবন এবং অন্যদিকে গভীর পর্ব্বত-গহ্বর। কোন রকমে পা পিছ্‌লাইয়া পড়িয়া গেলে নিশ্চয় মৃত্যু। আমার আত্মীয় বন্ধুদের ঠাট্টা-বিদ্রূপে এবং তাহাদের নৈকট্যে কনক ক্ষণে ক্ষণে লজ্জায় জড়-সড় হইতেছিল। আমারও প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতেছিল। মসৃণ পাথরে তাহার অনভ্যস্ত জুতা-পরা পা হড়্‌কাইয়া যাইতেছিল। আমার বুকের মধ্যেও দুশ্চিন্তার আঘাত পড়িতে-ছিল। দু'একবার মনে হইল যে বলি, "জুতা খুলিয়া ফেল;" কিন্তু বন্ধুবর্গের ভয়ে কিছু বলিলাম না। এখনি হয় ত তাহারা হাসিয়া বলিবে, "যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে।" তারপর জুতাটা বহিবেই বা কে? আমি বহিলে পাঁচকথা শুনিতে হইবে, তাহাকে দিয়ে বহানটাও পুরুষোচিত হয় না। সভ্যতার সে অঙ্গও হয় না।

এতক্ষণ পরে একটু বসিবার স্থান পাইয়া সকলে নীচের দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। বড় বড় শাল-বনগুলা ঠিক মাঠের মত সমতল মনে হইতেছিল। আমরা অন্যমনস্ক হইয়া চারিদিকে দেখিতেছিলাম। হঠাৎ পশ্চিম দিকে দৃষ্টি পড়িল। সূর্য্যদেব অস্তগতপ্রায়। সূর্য্যের না হয়, অস্ত যাইবার সময় হইয়াছে তাই যাক্। কিন্তু একি! সারা আকাশ যে মেঘে ছাইয়া গিয়াছে! এখন উপায়? সকলেই তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে নীচে নামিতে আরম্ভ করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে গাছপালা যেন মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "পারবে না—পারবে

না; আমাদের সঙ্গে কি তোমরা পার?" কড়্ কড়্ শব্দে অমনি মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সেই বন্ধুর পথ দিয়া সকলে প্রায় দৌড়িয়াই নামিতেই লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে ধূসর মেঘে ধূসর পর্ব্বতের বক্ষের অন্ধকার জমাট হইয়া আসিতে লাগিল।

আমাদের জুতা পরা অভ্যাস আছে। সেই বৃষ্টিবারি-সিক্ত পিচ্ছিল পথেও আমরা দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম। কিন্তু বাঙ্গালী, হিন্দু ঘরের মেয়ে, জীবনে যে জুতা পায়ে দেয় নাই, তাহার পক্ষে এ অবস্থায় বিপদ্ বড় কম নয়। অথবা আমাদের জন্য প্রাণপণে তাহাকেও দ্রুত চলিতে হইতেছিল। আমরা তো তাহার জন্য একবারও ভাবি নাই! অকস্মাৎ নূতন জুতার মসৃণ চামড়ায় ও পাহাড়ের বৃষ্টিবারির দ্বারা সদ্যোধৌত মসৃণ প্রস্তরে পিছ্‌লাইয়া কনক কক্ষচ্যুত তারকার মত নিমেষে সেই গভীর খাদের ভিতর পড়িয়া গেল। হায় ভগবান! আকাশে কি তোমার বজ্র ছিল না। সেই দুর্য্যোগ-ময়ী নিশীথে আকাশের একটী বজ্র আসিয়া সেই মুহূর্ত্তে আমার মস্তকে পড়িলেই বা তোমার কি ক্ষতি হইত? হাঁ, তা একটু হইত বইকি। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিত কে? আমিও সেইখানে লাফাইয়া পড়িতে গেলাম, কিন্তু কে যেন আমায় বাধা দিল। তারপর কি হইল কিছুই মনে নাই।

যখন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল চোখ চাহিয়া দেখিলাম, আমি কোনও অপরিচিত গৃহের অচেনা শয্যায় শুইয়া আছি। পরে জানিলাম এটা সেই পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী কোন ভদ্রলোকের বাসগৃহ। আরও জানিলাম, এখন বেলা ১০টা; আমার বন্ধু-বান্ধবেরা ইতঃপূর্ব্বেই লোকজন সঙ্গে করিয়া আমার কনকের চূর্ণ-বিচূর্ণ মৃত দেহ কুড়াইয়া লইয়া আসি-য়াছেন। এতক্ষণ তাহার শেষ কার্য্য সম্পাদন-করণার্থ লইয়া যাইতে পারিত, শুধু আমার জন্য হয় নাই। আর অপেক্ষা করিতে হইল না। আমার কনকপ্রতিমা কনকলতাকে নিজ হস্তে চিতা-শয্যায় শোয়াইয়া দিয়া, তাহার চিতাভস্ম জলে ধুইয়া, রাত্রি নয়টার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। স্বজন অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। আমার যে কি হইয়াছিল, আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই। বুঝিবা পাগল হইয়া গিয়া থাকিব।

আমার আত্মীয়বন্ধুদের মধ্যে একজন গিয়া বাবাকে টেলিগ্রামে সব জানাইয়া আসিলেন। তাহার পরের দিন কেমন করিয়া যে কাটিয়া গেল, কিছু বুঝিতে পারি নাই। সন্ধ্যাবেলা একখানা টেলিগ্রাম পাইলাম। পড়িয়া হাত-পা অবশ হইয়া আসিল। হা ভগবান্! এতও এ অভাগার অদৃষ্টে ছিল। পিতা সঙ্কটাপন্ন পীড়িত, শীঘ্র যাইতে হইবে। সন্ধ্যার ট্রেণে কনকপ্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া সকলে বাড়ী ফিরিলাম। বাড়ী না ফিরিলেই ভাল হইত।

বাড়ী যাইতেই সকলে আমার দিকে বিস্মিত ও বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়াছিল। আমি কোনও দিকে না চাহিয়া বাবার ঘরে চলিয়া গেলাম। ঘরে প্রায় কলিকাতার সব বড় বড় ডাক্তারই ছিলেন। আমায় দেখিয়া বলিলেন, "আপ্‌নি রোগীর কে হন?

আমি উত্তর দিলাম, "আমি এঁর পুত্র।"

ডাক্তার বিস্মিত নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপ্‌নি এঁর ছেলে? আমি ত শুনলাম রোগীর পুত্রটী সস্ত্রীক পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিল, সেখানে পাহাড় থেকে পড়ে রোগীর পুত্রটী মারা গিয়াছে। তাই শুনেই তো এঁর এমন অবস্থা। বুক খুব দুর্ব্বল ছিল, আকস্মিক আঘাতটা বড়ই লেগেছে।

আমি কোন কথা না বলিয়া বাবার পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার পায়ে মাথা রাখিলাম। চম-কিয়া তিনি চোখ চাহিলেন, ও অবশ হাত-দুইখানা

বাড়াইয়া সস্নেহে আমায় কাছে ডাকিলেন। আমি কাছে গিয়া বসিলাম। তখন অতিকষ্টে মৃদুস্বরে তিনি বলিলেন, "আমায় না বলে চলে গিয়েছিলে বলে রাগ করেছিলাম; তাই ক্ষমা চাইতে এসেছ? আমি তোমায় ক্ষমা করেছি। চল, যেখানে তুমি যাচ্ছ, সেখানে আমায় নিয়ে চল। বৌমার কি হলো? আহা! কে দেখ্‌বে তাকে?"

আমি কাঁদিয়া বাবার বুকে মাথা রাখিলাম, বলিলাম, "সে নেই বাবা! সেই চলে গেছে। আমি মহাপাতকী—আমি কোথা যাব? তুমিও চলে যেও না।"

কে আমার সে ব্যাকুল ক্রন্দন আর শুনিবে? তাঁহার পুণ্যাত্মা তখন এ সংসারের হাসি-কান্নার অনেক ঊর্দ্ধেই চলিয়া গিয়াছিল।

প্রায়শ্চিত্ত পাপের কতগুণ অধিক করিতে হয়, তাহার কি কোন হিসাব-নিকাশ আছে? ইহার 'এরিথ্‌মেটিক্' শুধু চিত্রগুপ্তই জানে—আর কে বলিতে পারিবে!

শ্রীমতী কল্পনা দেবী।

জগদ্ধাত্রী।

কে তুমি ললনা, বালার্ক-বরণা
কেশরী-আসনোপরে—
সুপট্ট-বসনা, সুস্মিত-আননা
নয়নে করুণা ঝরে,
বদন-মণ্ডলে, সতত উথলে
শান্ত স্নিগ্ধ ভাতি,
শঙ্খ-চক্র করে সহ ধনুঃশরে
বিতরি বিমল জ্যোতি?—
মণ্ডিত ভূষণে, কমল-চরণে
কোটী-রবিকর-আভা!
মুখ শতদল, অধর প্রবাল
দশন মুকুতা-লোভা!
কম্বু-কণ্ঠ পরে, রত্ন থরে থরে
সুবাহু মৃণাল-দলে।
ক্ষীণ-কটি-মাঝে কিঙ্কিনী বিরাজে
মালতীর মালা গলে!
অর্দ্ধচন্দ্র-শোভা, ভালে মনোলোভা
শিরেতে মুকুটমণি।
কুন্তল কুঞ্চিত, আজানু-লম্বিত
বিরাজিত কালফণী!
সিন্দুর-চন্দনে শোভা অতুলনে
ধরিয়ে মধুর মূরতি,
বিরাজিতা বঙ্গে হের কিবা রঙ্গে
জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী।

শ্রীমতী সরলা বালা বিশ্বাস।

সন্ধ্যা—কাঠজুড়ী-পারে।

আকাশে বসেছে সন্ধ্যা—অস্ত গেছে রবি
ও পারেতে দিগন্তের কোলে—
সন্ধ্যারই সে সোনা-খচা আঁচলের তলে!
আসন বিছাল বুকে নদী তার তরে,
ঊর্দ্মিঘাতে করে টলমল্—
সোনার কিরণে রচা রক্ত-শতদল!
রাঙা পা রাখিয়া সন্ধ্যা বসিবে সেথায়,
নত হয়ে জলের মুকুরে
দেখিবে সুন্দর মুখ, এলায়ে চিকুরে।
চিকুর এলায়ে দিল—ঢেকে গেল সবই
মধুমুখ, রঙিন চাহনি!
চৌদিকে আঁধার ঘিরে ঢাকিল ধরণী,
কোলাহল আসে থেমে;—ওড়নার মত
ঘুম-অলস তন্দ্রা আসে ছেয়ে,
অতন্দ্র ঝিঁঝিঁর ওই 'ঝিঁ ঝিঁ' ডাক বেয়ে!

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়।

আলু।

"শীত গ্রীষ্ম বারো মাস; খোসা নাই তার শুধুই শাঁস"।—এ হেন আলুর পরিচয় আর কাহাকেও নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। ২০।৩০ বৎসর পূর্ব্বে আলুর এত প্রচলন ছিল না; আজ-কাল কিন্তু এমন গৃহস্থ নাই, যাঁহার গৃহে আলু নিত্য ব্যবহৃত না হয়। পূর্ব্বে শীতকালে যখন দুই চারি পয়সায় এক সের আলু বিকাইত, তখনই সকল গৃহস্থ আলু ব্যবহার করিতেন। তার পরে চৈত্র বৈশাখ মাসে সস্তায় বাজারে লোকে আলু কিনিয়া ঘরে রাখিত; নিতান্ত প্রয়োজন হইলে, বর্ষায় তরকারীর অভাব ঘটিলে—সেই সঞ্চিত আলু ব্যবহৃত হইত।

তখন হুগ্‌লী এবং বর্দ্ধমান জেলার কতকাংশে আলু উৎপন্ন হইত, আর এখন বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থান হইতে প্রচুর আলু আমদানী হইতেছে। লোকেও এখন আলু অত্যধিক ব্যবহার করিতেছে। এখন বারমাসই আলু চলিতেছে। তিন আনা, চারি আনা আলুর সের, তথাপি আলু না হইলে এখন আর চলে না। এরূপ আলু-প্রচলনের একটা কারণ বোধ হয় যে, পূর্ব্বাপেক্ষা শাক-সব্জীর অভাব ও দুর্ম্মূল্যতা। তিন চারি আনায় এক সের বেগুণ, পটোল কুমড়া—শাকের পড়্তা সম্ভবতঃ এইরূপই হইবে; কাজেই লোকে এখন খায় কি? শাক, বেগুন, কুমড়াও যখন সস্তা নহে, তখন লোকে দুর্ম্মূল্য হইলেও আলু ব্যবহার করে। কিন্তু আলুর ব্যবহার যেমন বাড়িতেছে, উৎপত্তি তেমন বাড়িতেছে না।

এ বৎসরের মত দুর্ব্বৎসর বাঙ্গালায় বহুদিন দেখা যায় নাই। সহরের কথা ছাড়িয়া দাও, পল্লীগ্রামেও এবার লোকের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। মাছ নাই, তরকারী নাই, শুধু ভাত ত খাওয়া চলে না। আলুই এখন প্রধান তরকারী। এখন যদি লোকে এই আলুর চাষে মনোযোগী হয়,

তবে তরকারীর জন্য আর একটা ভাবিতে হয় না। প্রতি-পল্লীতে যদি আলুর চাষ হয়, তবে আলুর মূল্যও কমিবার আশা করা যায়। উপযুক্তভাবে উৎপন্ন করিতে পারিলে, প্রতি বিঘায় ৯০।৯৫ মণেরও বেশী আলু জন্মিতে পারে। অনভিজ্ঞতার জন্য কম আলু জন্মিলেও বিঘা প্রতি ৪০।৪৫ মণ আলু সহজেই উৎপন্ন হইতে পারে। নিতান্ত আঠাল মাটি না হইলে প্রায় সকল জমিতে আলু জন্মিয়া থাকে। যদি চেষ্টা করা যায়, তবে সকলেই অনায়াসে দু'এক কাঠা জমিতে আলুর চাষ করিতে পারেন; ইহাতে কাহাকেও অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হয় না, ব্যয়ও বেশী হয় না। এইরূপ জমিতে চাষ করিলে যদি একান্ত আলু না জন্মে, তবে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইবারও আশঙ্কা নাই। কিন্তু একটু চেষ্টা করিলে, একটু আলস্য ত্যাগ করিলে যে আলু একেবারেই উৎপন্ন হইবে না, ইহা কখনও সম্ভব নহে। এইরূপে অল্প জমি লইয়া চাষ আরম্ভ করিলে ক্রমে ক্রমে অসুবিধা এবং বিঘ্ন দূর হইয়া অভিজ্ঞতা জন্মিলে, তখন অনায়াসে বেশী জমি লইয়া চাষ চালাইতে পারা যাইবে এবং লাভও বেশী হইবে। মোট কথা, অল্প জমি লইয়া একটু যত্নপূর্ব্বক চাষ করিলে লাভ ব্যতীত ক্ষতি কখনও হইবে না, ইহা নিশ্চয়।

"কিরূপে আলুর চাষ করিতে হইবে" বলিয়া বিশেষ ভাবিবার কারণ নাই। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসই আলু বসাইবার সময়। নির্দ্দিষ্ট জমিতে কিছু রেড়ীর খৈলের সার দিয়া উত্তমরূপ চাষ দিয়া, মাটী আলগা করিয়া লইয়া, মই দিয়া লইয়া বা হাত দিয়া জমিটাকে চৌরস বা সমতল করিয়া লইয়া, সারি দিয়া বীজ আলু আধ হাত, তিন পোয়া অন্তর বসাইয়া মাটী দিয়া আলুর গোড়াগুলি ঢাকিয়া একটু চাপিয়া দিতে হইবে। একহাত অন্তর এক একটী সারি দিতে হয়। পরে গাছগুলি একটু বড় হইলে পার্শ্ব-স্থিত জমি হইতে মাটী লইয়া অল্পে অল্পে (গাছ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে) দাঁড়া বাঁধিয়া দিবে। মাটি রসশূন্য হইলে মধ্যে মধ্যে জল দিবে। গাছগুলি ক্রমশঃ সতেজ হইলে, ৫।৬ সপ্তাহের মধ্যেই গাছের মূলে আলু ধরিতে আরম্ভ করে। জমি, সার এবং বীজ আলুর তারতম্য অনুসারে আলু ছোট বড়, বা কম-বেশী উৎপন্ন হয়। দুই একবার চাষ করিলেই সে-সম্বন্ধে বেশ অভিজ্ঞতা জন্মিতে পারে। তখন জমি, সার এবং বীজের তারতম্য বুঝিয়া চাষ করিয়া লাভবান হওয়া যাইবে। কিছু না জানা থাকিলেও পূর্ব্বকথিত মত মোটামুটী হিসাবে আলুর চাষ করিলে যে লোক্সান হইবে না, একথা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। চাই কেবল একটু যত্ন আর একটু উদ্যম। তবে একটা চলিত কথা আছে—"কুড়ের শিয়রে গঙ্গা। তবু কুড়ে গঙ্গা পায় না।" আমাদের এখন সেই রোগে ধরিয়াছে কি না, ভাই!—বাঙ্গালী।

শিশুর হাসি।

কিবা শোভা দেখ ওই শিশুর অধরে,
প্রফুল্ল গোলাপ যেন সিকত শিশিরে!
অপূর্ব্ব সরল কিবা অমিয় দেখিতে,
কি মাধুরী খেলে আহা সেইত হাসিতে!
সে হাসি হেরিলে আর নাহি থাকে দুখ,
সব চিন্তা দূরে গিয়ে মনে হয় সুখ।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে বর্ষার মিহির,
কখন কি ভাবে থাকে নাহি হয় স্থির।
স্বর্গীয় মাধুরী তায় খেলে অবিরত,
শিশু-মুখ হাসি-মাখা থাকয়ে নিয়ত।
সুন্দর অধরটুকু ক'রে বিকশিত
কি সুন্দর হাসি তায় হয় প্রস্ফুটিত!
সে হাসি বর্ণিতে মম নাহিক শকতি,
যে হাসি হেরিলে তুষ্ট হয় দেবপতি।

শ্রীমতী বিনোদিনী সেনগুপ্তা।

পূজার কথা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় খণ্ড।

সতী।

(১)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহামায়াকে সতী ও গৌরী-রূপে আরও দুইবার দেহ ধারণ করিতে হইয়াছিল। সেই দুই অবতারের কথাও এই সঙ্গে উপহার দিব।

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার পুত্রদিগের মধ্যে প্রজাপতি দক্ষ ছিলেন তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম সন্তান। ব্রহ্মা তাঁহাকে অত্যধিক আদর-দানে দাম্ভিক করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং সকল দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম করিবার জন্য তাঁহাকে ভূলোকের অধীশ্বর করিয়া দিয়াছিলেন।

দেব-সমাজের মধ্যে বিষ্ণু ও শিব ছিলেন ব্রহ্মার সমকক্ষ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিনে মিলিয়াই ভগবানের পূর্ণ বিকাশ;—ভিন্ন ভিন্ন লীলা প্রকটনের জন্যই এই তিন অংশে তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই জন্য, কেবল এই বিষ্ণু ও শিবের উপরে প্রিয় পুত্রের আসন স্থাপিত করিতে ব্রহ্মা কৃতকার্য্য হইলেন না। নতুবা অন্যান্য দেবতারা বা ঋষিরা সকলেই দক্ষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

দক্ষের দাম্ভিকতা, ব্রহ্মার এই পক্ষ-পাতিত্বে এরূপ বর্দ্ধিত হইল যে, দেবতাদিগের ও ঋষিদিগের মধ্যেও অনেকে তাহা দেখিয়া শুনিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। জগৎপালক বিষ্ণু, ব্রহ্মার এই চিত্ত-বিভ্রম দেখিয়া একটু হাস্য করিলেন। একমাত্র

মহামায়াই এই ভ্রম দূর করিতে সক্ষম—এই বুঝিয়া তিনি একদিন মহামায়াকে স্মরণ করিলেন।

ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠাবতার বিষ্ণুর স্মরণে মহামায়া আসিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। সকল বিষয় শুনিয়া মহামায়া কহিলেন, "আমি অদ্যই দক্ষ-গৃহে যাইতেছি; তাঁহার কন্যারূপেই আমি এ বিভ্রম দূর করিব—অপরভাবে সম্ভব হইবে না। পৌত্রী ভিন্ন কাহার বিঘ্ন-সংঘটনে ব্রহ্মা নিশ্চেষ্ট থাকিবেন?" এই বলিয়া মহামায়া সত্য-সত্যই দক্ষের ঘরে আসিয়া কন্যা হইয়া জন্মিলেন। দক্ষ কন্যার নাম রাখিলেন সতী।

দক্ষের অনেক কন্যা ছিল;—কিন্তু সতী এত রূপ লইয়া আসিল কোথা হইতে? সতীর জন্ম-রহস্য ভগবান্ বিষ্ণু ভিন্ন অপর কেহই জানেন না। সুতরাং, কেহই জানিলেন না যে, এ মহামায়ারই অবতার। দক্ষজায়া প্রসূতি কন্যারত্ন সতীকে পাইয়া সকল ভুলিয়া গেলেন। দক্ষপুরী একটী ক্ষুদ্র বালিকার সুষমায় অপরূপ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল!

দিন দিন সতীর রূপরাশি উছলিয়া পড়িতে লাগিল। কয়েক বৎসর পরে, দক্ষরাজ তাঁহার বিবাহের চিন্তায় কাতর হইলেন। কিন্তু দৈবের বিড়ম্বনা! এমন রূপসী বালিকাটী শেষ-কালে পড়িল কিনা ভাঙ্-ধুতুরা-সেবী একটী নেশাখোরের হাতে! শিবের চর্ম্মবাস, শিবের মৌতাত, শিবের ত্রিশূল, শিবের সর্প, জটা ও ঝুলি, সর্ব্বোপরি শিবের এলোমেলো মূর্ত্তিটী দক্ষের নিতান্তই বিদ্বেষের সামগ্রী ছিল। কিন্তু আর উপায় নাই। শিবের সম্ভ্রম লাভ করিতে হইলে সতীকে তাঁহার করে দিতেই হইবে, নারদ এই বুদ্ধি শিখাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং, দারুণ বিদ্বেষ সত্ত্বেও দক্ষ প্রিয়তমা কন্যাকে শিবের গৃহিণী করিয়া দিলেন।

'গৃহিণী' কথাটী এস্থলে একটু অন্যায্য হইল। শিবের কি গৃহ ছিল? দেবতাটী শ্মশানে শ্মশানে পড়িয়া থাকিতেন, আর সিদ্ধির ধূমে নেশা জমাইয়া সকল ভুলিয়া, জগতের কল্যাণ-কামনায় কি এক অতিগভীর সাধনায় মগ্ন থাকিতেন! সিদ্ধির ভারটীও তাঁহার নিজের ছিল না। প্রিয়ানুচর নন্দী-ভৃঙ্গী তাহার তত্ত্বাবধান করিত। কিন্তু এখন সতীকে বিবাহ করিয়া শিবের যথার্থই একটী আশ্রমের দরকার হইল।

হিমালয়ের এক অতিমনোরম প্রদেশে, এক অতি অপূর্ব্ব পার্ব্বত্য উপত্যকায় শিব আশ্রম নির্ব্বাচিত করিলেন। সে পর্ব্বতের নাম কৈলাস। কৈলাস-পর্ব্বতের সৌন্দর্য্য দেখিয়া সতী মুগ্ধ হইয়া গেলেন! অট্টালিকায় তাঁহার কি হইবে? এখানে ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরণা ছুটিয়াছে, দূর্ব্বাদলের চারি পার্শ্বে শেফালি পুষ্প পড়িয়া কেমন আস্তরণ বিছাইয়া দিয়াছে! সরোবরে কুমুদ-কহ্লারের অপরূপ সৌন্দর্য্য!—এই সব দেখিয়া সতী ভাবিলেন, এর কাছে কি লোকালয়? বিল্ব, হরীতকী, আমলকী ও ধুস্তুর-বৃক্ষাদির সজীব শ্যামল মূর্ত্তি দেখিয়া সতী আনন্দে আত্মবিস্মৃত হইয়া আপনাকে বারংবার ভাগ্যবতী মনে করিতে লাগিলেন।

কিন্তু আনন্দের সর্ব্বপ্রধান কারণটী ছিল, বোধ হয়, ভিতরে। সতীর অন্তরের আনন্দ তাঁহার বাহিক দৃষ্টিতে মায়াময় স্পর্শ ছড়াইয়া, চারিদিক্ রঞ্জিম করিয়া তুলিয়াছিল; সেই জন্যই বোধ হয়, সকলই তাঁহার নিকট দ্বিগুণ মনোরম বোধ হইতেছিল। শিবের অপরূপ সৌন্দর্য্য একমাত্র সতীর চক্ষেই পূর্ণ-রূপে ধরা পড়িয়াছিল।

বিবাহের ফল সতীর পক্ষে যাহাই হউক, দক্ষের পক্ষে কোন প্রকারেই সন্তোষজনক হইল না। দক্ষ অনেক আশা-ভরসা করিয়াই প্রাণের প্রিয়তমা কন্যা সতীকে তদ্রূপ জামাতার হস্তে সমর্পণ করিয়া-

ছিলেন; কিন্তু সব আশায় তাঁহার ছাই পড়িল। জামাতা হইবার পরও শিব দক্ষকে বড় একটা মান্ত দেখাইলেন না।

জামাতা না হওয়া পর্যান্ত, শিবের ঔদাসীন্ত দক্ষের কোনওরূপে সহ্য হইতেছিল; কিন্তু জামাতা হইয়াও শিব যে শ্বশুরকে সম্ভ্রম করিবেন না, এইটা দক্ষের নিকট অসহ্য। "তবে তো ইচ্ছা করিয়াই শিব আমাকে এতদিন অবজ্ঞা করিতে চায়! কি স্পর্দ্ধা! আচ্ছা, দেখা যাক!" এইরূপ মনে করিয়া দক্ষ সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন সে সুযোগও উপস্থিত হইল।

ভৃগু-প্রজাপতির গৃহে একদিন মহাযজ্ঞে যাইয়া দক্ষ দেবতা ও ঋষিদিগের প্রায় সকলের নিকট হইতেই সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু সে-দিনও শিব বিষ্ণু ও ব্রহ্মার সহিত আসন ছাড়িয়া উঠিলেন না, বা শ্বশুরকে কোনও প্রকার সম্মান দেখাইলেন না। তিনি যেমন বসিয়াছিলেন তেমনই বসিয়া থাকিয়া উদাসীনভাবে শুধু স্বচিন্তায় বিভোর হইয়া রহিলেন। দক্ষের অন্তর ইহাতে জ্বলিয়া গেল। সেইদিন যজ্ঞভঙ্গেই দক্ষ-প্রজাপতি চরাচরে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, অতঃপর কোনও যজ্ঞে আর শিবকে কেহ নিমন্ত্রণ করিতে পারিবেন না, বা শিব কোন প্রকার যজ্ঞভাগ পাইবেন না। ব্রহ্মার কৃপায় চরাচর দক্ষের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, সুতরাং তাঁহার আদেশ উপেক্ষিত হইল না।

কিন্তু শিবকেও কেহ অমান্ত করিতে সাহসী হইলেন না। কাহাকে অবজ্ঞা করিবেন? যিনি চরাচরের মঙ্গলের কারণ, বিশ্বের মঙ্গলেরই জন্যই যাঁহার এ অদ্ভুত সন্ন্যাস—বিশ্বের মঙ্গলের নিদান বলিয়াই যাঁহার নাম হইয়াছে—শিব, তাঁহাকে কে অমান্ত করিতে পারে? যিনি ভগবানেরই প্রকাশ—বিশেষ, তাঁহাকে অমান্ত করা আর ব্রহ্মাকে অপমান করা যে এক! সকলে চিন্তা করিয়া যজ্ঞ করাই এককালে বন্ধ করিয়া দিলেন। জগতে অতি ভীষণ কাণ্ড সংঘটিত হইল।

যজ্ঞ ব্যতীত সংসার রক্ষা হয় কিরূপে? শুধু দেবতাদিগের নহে, জগতেরও কিছুরই সার রক্ষা হয় না। অল্পদিনের মধ্যেই চারিদিকে হাহাকার, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত হইল—জগৎ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। প্রজা নষ্ট হয় দেখিয়া দক্ষই ব্যতিব্যস্ত হইয়া গেলেন। তখন দক্ষের রাগ আরও বর্দ্ধিত হইল।

"কিছুতেই কি এ পাগলটাকে জব্দ করা যায় না? আচ্ছা, অপেক্ষা কর!" এই ভাবিয়া দক্ষ প্রধান প্রধান দেবতাদের ও মানবদের ডাকিয়া আনিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে বলিলেন। কিন্তু কেহই ইহাতে স্বীকৃত হইলেন না। সকলেই বলিলেন, "আগে কেউ পথ প্রদর্শন করেন, তবে আমরা পারি। সর্ব্বাগ্রে শিবহীন যজ্ঞ কে করিতে যাইবে?"

'কাপুরুষ!' এই বলিয়া দক্ষ দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিলেন, তারপর অপর কাহাকেও না পাইয়া নিজেই সর্ব্বাগ্রে শিবহীন যজ্ঞ সংঘটন করিবেন, স্থির করিলেন।

একদিন নারদকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "নারদ, আমি পক্ষান্তরেই শিবহীন যজ্ঞ করিব,—তুমি বীর পুরুষদের নিমন্ত্রণ করিয়া আইস। কিন্তু সাবধান কৈলাসে যাইও না। সিদ্ধিখোর পাগল শিবটাকে বাদ দিয়া যে যেখানে আছে সকলকে বলিয়া আইস, শিবহীন যজ্ঞ কি করিয়া করিতে হয়, তাঁহারা যেন এ দীনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা দেখিয়া যান।"

নারদ কার্য্যটীর বিবরণ দেখিয়া, "যে আজ্ঞা" বলিয়া অতিশয় উৎসাহের সহিতই ভার গ্রহণ করিলেন; এবং সর্ব্বাগ্রেই যাইয়া কৈলাসে উপস্থিত হইলেন। সে-দিন তাঁহার বীণাটী এমন উচ্চৈঃস্বরে এবং মধুরভাবে

থাকিতে লাগিল যে, শিব এবং সতী উভয়েই অচিরে জানিতে পারিলেন যে, নারদ আসিয়াছেন।

একটী বিল্ববৃক্ষমূলে ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিস্তৃত করিয়া তদুপরি বসিয়া শিব নন্দীর হস্তে সিদ্ধি খাইতেছিলেন, নারদের বীণার তান শুনিয়া ভৃঙ্গীকে পাঠাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলেন। শিব বলিলেন, "কি বাছা নারদ, এমন আত্মহারা হইয়া কোন্ দেশে যাইতেছ? —গোলকে শ্রীহরির কাছে বুঝি?"

নারদ শিবকে অভিবাদন করিয়া বীণাটী একটী গাছের গায় ঠেস দিয়া রাখিয়া ক্ষুব্ধভাবে বলিলেন "আজ্ঞে না, তেমন বরাত কি আমার হবে? পরের খাটুনি খাটুতে খাটুতেই দিন গেল। এই দেখুন না, আবার এক কি ফ্যাসাদ্ জুটেছে! কিন্তু সর্ব্বনাশ! এ কোথায় এসেচি? কৈলাসে যে আমার আস্‌তে মানা! থাঃ—চোক্ বুজে বীণা বাজাতে বাজাতে শেষকালে প্রথমেই কৈলাসে এসে উপস্থিত!"

নারদের ছল বুঝিতে পারিয়া মহাদেব সস্নেহে মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিলেন। একটু পরে প্রশান্তভাবে কহিলেন, "নারদ, সংবাদ কি? ত্রিলোকের মঙ্গল তো? কে তোমাকে কৈলাসে আসিতে নিষেধ করিল? কৈলাসের বিরুদ্ধে এত বিদ্বেষ কাহার?"

নারদ অনেক আপত্তি জানাইয়া থতমত খাইয়া ও বলিবার অনিচ্ছা দেখাইয়া, শেষকালে কিন্তু বেশ রঙ্ ফলাইয়া দক্ষ-যজ্ঞের কথাটা জ্ঞাপন করিলেন। শুনিয়া পশুপতি চুপ করিয়াই রহিলেন।

নারদ মনে করিয়াছিলেন, এখনই একটা মহামারী ব্যাপার লাগিয়া যাইবে, আর তিনি বীণাধ্বনি করিতে করিতে মজা করিয়া স্বকার্য্যে প্রস্থান করিবেন। কিন্তু কৈ? শিবের এই নিশ্চল অটল ভাব তাঁহার মনটা বিশেষ করিয়াই দমাইয়া দিল। এখানে সুবিধা হইবে না বুঝিয়া, নারদ এইবার সতীর অনুসন্ধানে চলিলেন।

রাঙা জবাফুলের মত তাঁহার পা-দু'খানি দোলাইয়া সতী একটী প্রকাণ্ড সিংহীর পৃষ্ঠে বসিয়া তাহার কেশরগুচ্ছ লইয়া খেলিতেছিলেন, আর সিংহীটা প্রকাণ্ড একটা হা মেলিয়া মধ্যে মধ্যে পদ্ম-কোরক-তুল্য দেবীর হাতখানি কামড়াইয়া দিতে চাহিতেছিল; এমন সময় নারদ আসিয়া দেবীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। দেবী কহিলেন, "নারদ, আমি যে তোমার কথাই ভাবিতেছিলাম। কোথা হইতে আসিলে, বল দেখি? আমার পিত্রালয়ের কোন সংবাদ রাখ কি?"

নারদ বলিলেন, "রাখি বৈ কি মা? আজ্ কাল্ যে সেখানে হুলুস্থুল্! আমি যে সেখান হতেই নিমন্ত্রণের ভার লয়ে যেতেছি!"

সতী শুনিয়া অবাক্! নিমন্ত্রণ! তিনি বলিলেন, "কিসের নিমন্ত্রণ বাছা নারদ?"

নারদ তখন উৎসাহিত হইয়া, বেশ সাজাইয়া গুজাইয়া দক্ষের প্রকাণ্ড যজ্ঞের কথা বলিলেন; সেখানে যে ত্রিলোকের লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছে, সে কথাও জ্ঞাপন করিলেন। তারপর ক্ষোভ জানাইয়া, একটু ঢোক্ গিলিয়া, একটু এ-ও-তা করিয়া মন্তব্য কাটিলেন,—"এমন যজ্ঞ মা, জগতে আর কোথাও হয় নাই; ত্রিভুবনের লোক নিমন্ত্রিত হইবে, সমস্ত দেবগণ সেখানে উপস্থিত থাকিবেন, শুধু শিবেরই সেখানে নিমন্ত্রণ হয় নাই। কিন্তু তুমি যাচ্ছ তো?"

সতী শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। শিবহীন যজ্ঞ হইবে নাকি? সতী কহিলেন, "নারদ, তুমি কি পাগল হইয়াছ? স্বয়ং আশুতোষ অনুপস্থিত—তবে যজ্ঞ হইবে কিরূপে?"

নারদ কহিলেন, "সেটাই তো দক্ষরাজ দেখাইতে চান। শিবহীন যজ্ঞ করিতে কেহ সাহসী হইবেন

না ; রাগ করিয়া পিতা তোমায় তাই নিজেই সে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন।"

অভিমানে সতীর চক্ষে জল আসিতে চাহিল শৈশবে দক্ষরাজ তাঁহাকে সকল সন্তান অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন। সেই স্নেহের কি এই পরিণাম?

সতী কহিলেন, "নারদ, পিতা কি তবে আমাকেও নিমন্ত্রণ করেন নাই?"

নারদ কহিলেন, "তুমি তাঁর কন্যা, তোমাকে আবার নিমন্ত্রণ কি মা? তুমি আবার নিমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখিবে নাকি? ত্রিভুবনের লোককে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে—তার উপর আবার আপনকে জনকেও যদি নিমন্ত্রণ করিতে হয়, তাহা হইলে ত বেচারীর আর আহার-নিদ্রা ঘটিয়া উঠে না!"

সতী কহিলেন, "নারদ, গোপন করিও না, জামাতার প্রতি অভিমানে পিতা আমাকেও বিস্মৃত হইয়াছেন, বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু আমি যাইব। কন্যা আমি, অকার্য্য করিয়া পিতাকে অকল্যাণে নিমজ্জিত হইতে দিতে পারি না।"

নারদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। তিনি আর কাল-ব্যয় না করিয়া, আর দু'একটী কথার পরই বিদায় গ্রহণ করিলেন। সতী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

নারদ চলিয়া গিয়াছেন। ভোলানাথের সে কথা আর মনেও নাই,—জগৎ ভুলিয়া তিনি জগতের কল্যাণ-চিন্তাতেই ব্যস্ত,—এমন সময় সতী আসিয়া কাছে দাঁড়াইলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।

সংবাদ-সংগ্রহ।

১। আমেরিকার কংগ্রেস-সভায় এতদিন কোনও রমণী প্রবেশ করেন নাই। সম্প্রতি নিউইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ যে, শ্রীমতী জিয়ানেটি ব্যাঙ্কিন্স উক্ত "কংগ্রেস"-সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

২। ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রীগণের পদক-ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রীগণের মধ্যে যাহারা প্রতিবৎসর মার্চ্চমাসে গৃহীত স্কুলের টেষ্ট্ পরীক্ষায় স্ব-স্ব শ্রেণীস্থ অন্য ছাত্রীগণ অপেক্ষা সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংখ্যা প্রাপ্ত হইবে, তাহাদিগের প্রত্যেককে ১৩৲ (তের টাকা) মূল্যের এক একটী রৌপ্য পদক প্রদান করা হইবে। পদক-প্রার্থিনী প্রত্যেক ছাত্রীকে শত করা অন্ততঃ ৬৬ সংখ্যা রাখিতে হইবে। ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রীগণের মধ্যে ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগ-নির্ণয়-বিদ্যায় যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সংখ্যা প্রাপ্ত হইবে, তাহাকে ১৩৲ টাকা মূল্যের একটী পদক প্রদত্ত হইবে। পদক-প্রার্থিনীর অন্ততঃ শতকরা ৭৫ নম্বর পাওয়া আবশ্যক।

৩। লর্ড ও লেডি কারমাইকেল, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীটের হিন্দু-বালিকা-বিদ্যালয়ের নূতন গৃহ প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াছিলেন। বক্তৃতাকালে লর্ড কারমাইকেল মহোদয় বলেন যে, তাঁহার ও বঙ্গদেশের অনেক নেতাদিগের বিশ্বাস যে যতদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকেরা শিক্ষিতা হইয়া পুরুষের সঙ্গে কার্য্য করিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর সামাজিক ও রাজনৈতিক পূর্ণ উন্নতি হইবে না। সমাজের সে অবস্থায় উপনীত হইতে অনেক বিলম্ব হইতে পারে, কিন্তু আর এক পুরুষে সমাজ সেই পথে অনেকটা অগ্রসর হইবে।

৪। শুনা যাইতেছে যে, আগামী বৎসর সাহাজান-

পুরের অন্তর্গত চাঁদপুরের ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত মুন্সী প্যারীলাল শ্রীবাৎস্যব মহাশয়ের পৌত্রী স্বয়ম্বরা হইবেন। বিবাহার্থী যুবক বৈদিক-আচারনিষ্ঠ যে কোনও শ্রেণীর কায়স্থ হইলেই চলিবে।

৫। শ্রীমতী আনি বেশান্তের মধ্য-প্রদেশান্তর্গত বরারে থিওসফিকেল সোসাইটীর সভায় যাইবার কথা ছিল। কিন্তু ভারত-রক্ষা-আইন-বলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মধ্যপ্রদেশের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। বোম্বাই প্রদেশের ন্যায় মধ্যপ্রদেশও শ্রীমতী বেশান্তের পক্ষে নিষিদ্ধ হইল।

৬। আমেরিকার ধনী রমণীগণের পোষাকের ব্যয় শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। চিকাগো নগরে ৩টী রমণী আছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের পোষাকে বার্ষিক ব্যয় সওয়া দুই লক্ষ টাকা ও তাহার উপর ১০০ জনের প্রত্যেকের পোষাকে বার্ষিক ব্যয় গড়ে দেড় লক্ষ টাকা, ১০ হাজার জনের প্রত্যেকের ব্যয় ১৫ হাজার টাকা। যে সকল রমণী পোষাকের জন্য বার্ষিক দেড় হাজার হইতে সাড়ে চারি হাজার টাকা ব্যয় করেন, তাহারা গণনায় বহু লক্ষ।

৭। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত হর্ণেল সম্প্রতি বরিশালের নূতন হিন্দু-বালিকা-বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়-বাটী-নির্ম্মাণে ৩৯১৮৫ টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহার মধ্যে ২৮৪৫০ টাকা গবর্ণমেণ্ট প্রদান করিয়াছেন।

৮। যুদ্ধের খরচ বাঁচাইবার জন্য ইটালিয়ান্ রমণী-গণ অনেক ত্যাগস্বীকার করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহারা টুপি পরিত্যাগ করিয়াছেন।

৯। বাঙ্গালী পল্টনের কোনও কোনও সৈনিকের জননী তাঁহার পুত্রকে দর্শন করিবার জন্য নৌসেরায় গমন করিতেছেন।

১০। আমাদিগের বাঙ্গালী যুবক সৈনিকগণ ৪৬ সংখ্যক পাঞ্জাবী-সেনাদল-ভুক্ত হইয়াছেন। উক্ত সেনাদলের অধিনায়ক কর্ণেল সি, এচ্, মোকলার সাহেব তাঁহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"বাঙ্গালী যুবকগণ অপর সাধারণ অপেক্ষা বুদ্ধিমান্। তাঁহা-দিগের আচার-ব্যবহার ও চরিত্র অতি উত্তম। শিক্ষার পর প্রায় সকলেই সমতল-ভূমির কার্য্যে কৃতিত্ব দেখাইবেন। পাহাড়ে উঠিবার কার্য্যে কিরূপ পারিবেন, তাহা বলা যায় না। আমার ধারণা, বাঙ্গালীরা যুদ্ধকার্য্যে অনুরাগী, আচার-ব্যবহারেও অতিশয় উত্তম এবং অধিক কৃতিত্ব দেখাইতে আগ্র-হান্বিত।" চন্দননগর হইতেও যে-সকল বাঙ্গালী যুবা ফরাসী-সেনাদলে যোগদান করিয়াছেন, তাঁহারাও কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছেন।

১১। বঙ্গদেশের মত ব্রহ্মদেশেও সৈনিক-সংগ্রহের আদেশ হইয়াছে। ব্রহ্মবাসীদিগের অনুরোধে ভারত গবর্ণমেণ্ট একটী ডবল কোম্পানী মঞ্জুর করিয়াছেন। এই সৈনিকেরা আপাততঃ ব্রহ্ম-দেশেই থাকিবে। যতদিন তাহাদের নিজেদের শিক্ষিত অধ্যক্ষ না হয়, সে পর্য্যন্ত বর্ম্মা মিলিটারি পুলিসের শিখ ও পাঠান অধ্যক্ষগণ এই সৈনিকদিগের অধ্যক্ষতা করিবেন।

১২। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ডাঃ জীবনরতন ধর এম, বি, ভারতীয় মেডি-কেল সার্ব্বিসে লেফ্টেনাণ্টের পদ পাইয়া বাসোরাতে গমন করিয়াছেন।

১৩। বাঙ্গালী সৈনিকদলে অনেক বাঙ্গালী যুবাই যোগদান করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু অনেক বাঙ্গালী যুবককে সওদাগরি আফিসে বা রেলে কার্য্য করিয়া সংসার প্রতিপালন করিতে হয়; এজন্য তাহারা যদি কার্য্য ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতে গমন করেন, তবে তাঁহাদের সংসার অচল হয়। সম্প্রতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল পথের সুযোগ্য মহানুভব

এজেণ্ট সার রবার্ট হাইয়েট মহোদয় নিয়ম করিয়াছেন যে, যদি ঐ রেল-কোম্পানির কোনও বাঙ্গালী কর্ম্মচারী সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করেন, তবে রেল-কোম্পানি তাঁহাকে ছুটি দিবেন এবং তিনি যে টাকা বেতন পাইতেন, সেই টাকা তাঁহার পরিবারবর্গকে মাসে মাসে প্রদান করিবেন।

১৪। গবর্ণমেণ্ট ভারতের কারাগার-সমূহ হইতে কতকগুলি কয়েদীকে মেসোপোটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রমজীবি-রূপে প্রেরণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। লাহোর জেল হইতে ঐরূপ আট শত বন্দী বসোরা-নগরে গমন করিয়াছে। কাহাকেও বলপূর্ব্বক অথবা প্রলোভন-মুগ্ধ করিয়া পাঠান হয় নাই। সকলেই স্বেচ্ছায় আগ্রহ-সহকারে গিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে সকলেই পাঁচ বৎসরের অনধিক কালের জন্য কারাগারে প্রেরিত হইয়াছিল। কয়েদী ওয়ার্ডার ও মেট্‌দিগের মধ্য হইতে একটু উচ্চতর শ্রেণীর কর্ম্মচারী নির্ব্বাচিত হইয়াছে। ওয়ার্ডারগণ মাসিক ৩০ টাকা, মেটগণ ১৫ টাকা ও সাধারণ শ্রমজীবিগণ ১০ টাকা করিয়া পাইবে। বসোরাতে জাহাজ হইতে মাল নামান প্রভৃতি কার্য্যে ইহাদিগকে নিযুক্ত করা হইবে। "ইষ্টারণ ক্রনিকেল"-পত্রে প্রকাশ, করিমগঞ্জের কারাগার হইতে প্রায় একশত জন কয়েদীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। তাহারা সমর বিভাগের রসদবিভাগে কার্য্য করিবার জন্য মেসোপোটেমিয়ায় যাইবে, এই সর্ত্তে তাহারা মুক্তি পাইয়াছে। যাহাদিগকে পাঠান হইয়াছে, তাহারা যে-দিন হইতে জাহাজে আরোহণ করিয়াছে, সেই দিন হইতে তাহারা কারামুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু যদি মেসোপটেমিয়ায় তাহাদিগের আচরণ অসন্তোষজনক হয়, তাহা হইলে মুক্তির আদেশ রহিত হইবে।

১৫। শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক বাঙ্গালী সৈনিক বসোরা হইতে তাঁহার জনৈক বন্ধুকে যে পত্র দিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই :—

সকাল ৭ টায় ঘর হইতে বাহির হই। আমরা দুই ঘণ্টা ড্রিল করি। অপরাহ্নে বেলা ৪ টা হইতে ৬ টা পর্য্যন্ত 'ড্রিল' হয়। মোটের উপর ৭ ঘণ্টা আমাদিগকে 'ড্রিল' করিতে হয়। শিখ সুবেদারগণ আমাদিগকে 'ড্রিল' শিখাইতেছেন। তাঁহারা আমাদিগকে বেশ ভালবাসেন। আমাদের সেনাপতি ইংরেজ, তিনি অতিশয় সজ্জন।

১৬। জয়পুরের মহারাজ যুদ্ধের যে কোনও সাহায্যের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের হস্তে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা অর্পণ করিয়াছেন।

১৭। ভারত-গবর্ণমেণ্টের ইস্তাহারে (কমিউনিকে) প্রকাশ যে, ময়ূরভঞ্জের নাবালক মহারাজ গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের জন্য একখানি এরোপ্লেন দিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট আনন্দের সহিত মহারাজের দান গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

১৮। লণ্ডন গেজেটে প্রকাশ যে, ভারতবর্ষের বৈদ্যুতিক কোম্পানীর (Electric Company) লাভের উপর শতকরা সাতটাকা এবং অন্যের পক্ষে আট টাকা কর (tax) ধার্য্য হইয়াছে।

১৯। ভারতবর্ষে টেলিগ্রামের মূল্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। এতদিন নিয়ম ছিল যে, Ordinary টেলিগ্রামে ঠিকানা সমেত প্রতি ১২ কথায় ছয় আনা মাত্র মাশুল লাগিবে। কিন্তু এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী ১লা ডিসেম্বর হইতে Ordinary টেলিগ্রামে ঠিকানা সমেত প্রতি বার কথায় ৬ আনার স্থলে আট আনা মাত্র মাশুল লাগিবে। ১২ টীর অধিক প্রত্যেক শব্দের জন্য পূর্ব্ববৎ অর্দ্ধআনা মাত্র দিতে হইবে। Express টেলিগ্রামের মূল্য ঠিক আছে।

২০। যুদ্ধের জন্য অর্থাভাবে ব্যবসায়াদির বাহাতে

ক্ষতি না হয়, এই জন্য গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকার নোট প্রস্তুত করিতে সংকল্প করিয়াছেন। এখন হইতে ১২ কোটী টাকার স্থলে মোট ১৮ কোটী টাকার নোট প্রস্তুত করা হইবে।

২১। যে ব্লীচিং পাউডার বা সাদা করিবার গুঁড়া দ্বারা কাগজের বর্ণ সাদা করা হইত, তাহা প্রধানতঃ সুইডেন হইতে আসিত; কিন্তু কি বিবাদ হওয়ায় সুইডেন তাহা ইংলণ্ডের নিকট বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। অন্যান্য দেশ হইতে ঐ গুঁড়া যাহা ইংলণ্ডে আমদানী হয়, তাহার অধিকাংশ যুদ্ধের উপকরণ প্রস্তুতের জন্য গবর্ণমেণ্ট লইতেছেন, অবশিষ্ট অতি সংসামান্য ইংলণ্ডের বাজারে যাইতেছে। তাহাতে সেখানকার কাগজের একাংশের জন্যও কুলাইবে না, ভারতে আসিবে কিরূপে? এজন্য ইংলণ্ড হইতে ভারত সেক্রেটারী ভারত গভর্ণমেণ্টকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, আগামী বৎসর রেলওয়ে ও সমস্ত সরকারী আফিসে সাদা কাগজের যতদূর সম্ভব কম খরচ করিয়া যেন বাদামী কাগজে কার্য্য চালান হয়।

২২। ফ্রান্স এবং জর্ম্মণী হইতেই এতদিন জাপানে পার্চমেণ্ট কাগজের আমদানী হইত। এক্ষণে জাপান-কাগজ-কল-ওয়ালারা কলে অত্যুৎকৃষ্ট পার্চমেণ্ট কাগজ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

২৩। ইউরোপের মহাসমরের জন্য আপাততঃ মার্কিণ ও জাপ ব্যবসায়ীরাই বাণিজ্যক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের বাজার জাপানী পণ্য-দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে। আমেরিকারও বাণিজ্য কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার পরিচয়:—১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন তারিখে যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই বৎসরে ২৪০৫ খানি মার্কিণ ষ্টীমার ১০৭৬১৫২ টন মাল লইয়া আমেরিকা হইতে বিদেশে গমন করিয়াছিল। আর বিগত ৩০ শে জুন তারিখে যে বৎসরই শেষ হইয়াছে, সেই বৎসরে ৩১৪৫ খানি ষ্টীমার ২১,৯৪,৪৭০ টন অর্থাৎ দ্বিগুণ মাল লইয়া বিদেশে গমন করিয়াছে। ১৯১৫-১৬ সনে বহির্দ্দেশ হইতে বঙ্গে ৪১ লক্ষের অধিক টাকার কাঁচের বাসন এবং ৩ লক্ষের অধিক টাকার মাটির বাসন আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ববৎসরের তুলনায় এই উভয় দ্রব্য যথাক্রমে উল্লিখিত বর্ষে শতকরা ১৩৲ ও ১৪৲ টাকা বেশী মূল্যে এদেশে আমদানি হইয়াছে। জিনিষের মূল্যবৃদ্ধি হওয়াতেই টাকার পরিমাণ বাড়িয়াছে; কাঁচের বাসন অধিকাংশই জাপান হইতে আসিয়াছে।

২৪। কলিকাতার পথে "বেলওয়ারী চুড়ী চাই" বলিয়া ফিরিওয়ালারা হাঁকিত; এখন সে ডাক আর শুনিতে পাওয়া যায় না। তাহার কারণ, বেলওয়ারী চুড়ী অষ্ট্রিয়া হইতে আসিত, যুদ্ধের পর আমদানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যুক্তপ্রদেশে স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ ফিরোজাবাদে চুড়ী প্রস্তুত হয়; কিন্তু অষ্ট্রিয়ার মত উৎকৃষ্ট বেলওয়ারী চুড়ী প্রস্তুত হয় না। ইন্‌ডাষ্ট্রীয়াল কমিশন ফিরোজাবাদে গিয়া চুড়ীর কারখানা দেখিয়া আসিয়াছেন। যাহারা চুড়ী তৈয়ার করে, তাহাদিগকে শিহগর বলে। যুদ্ধের পর ইহারা অষ্ট্রীয়ার মত বেলওয়ারী চুড়ী তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। একশ্রেণীর লোকেরা কাঁচ তৈয়ার করে, আর শিহগরেরা চুড়ী প্রস্তুত করে। এই দুই দলে বিবাদ হইয়াছিল, স্যার টমস হলণ্ড তাহাদিগকে বুঝাইয়া ঝগড়া মিটাইয়া দিয়াছেন।

২৫। অষ্টীয়া ও হঙ্গারির চিরদুঃখী সম্রাট্ ফ্রান্সিস্ জোসেফের ৬৮ বৎসর রাজত্ব করিবার পর, ৮৬ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার কোনও সন্তানাদি হয় নাই। তাঁহার পরম রূপবতী ও গুণবতী একমাত্র মহিষী এলিজেবেথ অ্যানার্কিষ্টের হস্তে নিহত হন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র যুবরাজ সস্ত্রীক আড়াই বৎসর পূর্ব্বে নিহত হন ও তাহাতেই এই যুদ্ধের সূত্রপাত। আর্চ্চ-ডিউক কারল ফ্রান্সিস্ জোসেফ, এখন সম্রাট্ ঘোষিত হইয়াছেন। ইনি মৃত আর্চ্চডিউক ফার্ডিনাণ্ডের কনিষ্ট ভ্রাতার পুত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 640. December, 1916.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি. এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৪ বর্ষ। ৬৪০ সংখ্যা।	অগ্রহায়ণ, ১৩২৩। ডিসেম্বর, ১৯১৬।	১১শ কল্প। ১ম ভাগ।

নমিতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

নিকটে আসিয়া সুশীল পুনশ্চ ডাকিল—"দিদি!"

কিন্তু নমিতা কোনও উত্তর দিল না। বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ দিদিকে নিজের মুখ-পানে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া, সুশীলও একটু বিস্মিত হইল। সন্দিগ্ধভাবে নিজের মুখের উপর হাত বুলাইয়া একবার উত্তম-রূপে পরীক্ষা করিল, সেখানে কোন বিস্ময়োদ্দীপক বস্তু আছে কি না; তারপর কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "তুমি কি দেখ্‌ছ দিদি?"

"এ্যাঁ কি দেখ্‌ছি!" মনে-মনে এই বলিয়া চকিত দৃষ্টিতে নমিতা একবার সন্ত্রস্তভাবে চারিদিকে তাকাইল, তারপর আত্ম-সংবরণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া দুশ্চিন্তান্বিত-বদনে চাহিয়া সুশীল সংশয়পূর্ণ স্বরে বলিল, "বল্‌বে না? বল-না দিদি!"

মৃদু নিঃশ্বাসের সহিত ক্ষীণভাবে একটু হাসিয়া, নমিতা কতকটা যেন আপন-মনেই বলিল, "আমি —দিদি?—সত্যই দিদি?"

আশ্চর্য্যজনকভাবে সুশীল বলিল, "বাঃ, তবে তুমি কি?"

"কিছু না।" এই বলিয়া জোর করিয়া নিজেকে সচেতন করিয়া তুলিয়া, নমিতা ভাল করিয়া সুশীলের মুখের উপর অত্যন্ত সহজভাবে দৃষ্টিক্ষেপ কা।ল ও লঘু কৌতুকের হাসি হাসিয়া বলিল, "হ্যারে সিসিল, আমায় দিদি বোলে খাতির

"কেন হবে না ?"—গম্ভীর-বদনে সুশীল বলিল, "দিদির মত দিদি হোলে নিশ্চয় ভাল লাগে ; কিন্তু ঐ ছোড়্‌দি হুঁপীড়্‌টার মত দিদিকে—!"

"আবার !" অসহিষ্ণু নমিতা অপ্রসন্নভাবে বলিল, "নাঃ, সুশীল, তুই ভয়ঙ্কর বেয়াড়া হয়েছিস ! —ওকি ! সে তোর বড় বোন, তার সম্বন্ধে যা মুখে আস্‌বে, তাই বল্‌বি ? ভারী অন্যায় তোর !"

চায়ের পাত্র হাতে করিয়া সমিতা ঘরে ঢুকিল। সে আসিতে আসিতে বাহির হইতে সুশীলের কথা-গুলা কিছু কিছু শুনিতে পাইয়াছিল ; দিদির ভৎর্সনা-বাক্যগুলাও অবশ্য তাহার কর্ণ অতিক্রম করিল না। মনে মনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া খুসীর হাসি হাসিয়া, ঘরে ঢুকিয়াই সে তাহার দিদিকে বলিল, "তুমি বকো দিদি, কিন্তু সাধ্‌ কোরে কি র সঙ্গে আমার বনে না ?—শুন্‌ছ তো ?"

সুশীলের দিকে চাহিয়া কর্ত্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠে সমিতা বলিল,"কেমন, এইবার সকাল-বেলাকার সেই কথাটা বলে দিই ? কি বল,—বোল্‌ব ?"

তিরস্কৃত সুশীল একেই ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর ছোটদিদির হাসি-ভরা মুখ ও খুসী-ভরা দৃষ্টি দেখিয়া এবং সকালবেলার সেই কথাটার—বনাম দুর্ব্ব্যবহারের বিবরণ—এখন দণ্ডাই অভিযোগাকারে ব্যক্ত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া, তাহার সমস্ত মনটাই অত্যন্ত দমিয়া গেল ; ক্ষুণ্ণভাবে ভূম্যবলম্বি-দৃষ্টিতে চাহিয়া, ঘাড় চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিল,—"সে বুঝি, আমি তোমাকে ?"

চায়ের পাত্র টেবিলের উপর বসাইয়া সমিতা সোজা হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "আমাকে বল নি ? তবে কাকে বলেছ ? আমার পিঠের চাম্‌ড়াটাকে ?"

ঢোক্‌ গিলিয়া সুশীল বলিল, "হুঁ, তাই নাকি আমি বলেছি———?"

"বল নি ?—আচ্ছা দিদি, তুমি বল তার মানেটা কি হয় ?"—এই বলিয়া সমিতা ফিরিয়া চাহিল ; কিন্তু পরক্ষণে চায়ের পেয়ালার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই ঈষৎ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তোমার চা-টা আগে খেয়ে নাও দিদি ! জুড়িয়ে যাবে এখুনি—!"

কথাবার্ত্তার গোলমালে নমিতা এতক্ষণ চায়ের পেয়ালার দিকে লক্ষ্য করিবার অবকাশ পায় নাই ; সমিতার বাক্যে আকৃষ্ট-চিত্তে সেই দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "এর মধ্যে চা কোরে এনেছিস্‌ ?—এত বেলায় চা কেন—?"

সমিতা। সকাল-বেলায় উনুন ধর্‌তে দেরী ছিল ; তাড়াতাড়িতে তুমি কিছু না খেয়েই চলে গেছ্‌লে, মা তাই খুত্‌-খুত্‌ কর্‌তে লাগ্‌লেন ; সেই জন্যে আমি সমস্তই গুছিয়ে ঠিক কোরে রেখে দিয়েছিলুম্‌। তুমি আস্‌তেই তাড়াতাড়ি চায়ের জলটা ফুটিয়ে নিয়ে চা তৈরী করে নিলুম।

নমিতা। তোরা চা খেয়েছিস্‌ ত ?

সমিতা। হুঁ, কিন্তু চা তৈরী কোরে তোমার জন্যে ভারী মন কেমন কর্‌তে লাগ্‌ল।

হাসিয়া নমিতা বলিল, "আচ্ছা ভাই দাঁড়া, আমি শীগ্রী হাত-মুখ ধুয়ে আসছি।"

নমিতা বাহির হইয়া যাইতেই, সুশীল বিনয়-নম্র বচনে বলিল, "আচ্ছা ভাই ছোড়্‌দি ! তুমি যে ভাই, দিদির কাছে ঐ কথাগুলো বল্‌তে চাইছ, আচ্ছা, বলে তোমার কি লাভটা হবে, আমায় বল দেখি ভাই !"

দায়গ্রস্তের মুখে এতগুলা সকরুণ অনুনয়ের "ভাই" শুনিলে কি কেহ হাসি চাপিয়া রাখিতে পারে ? নমিতার কণ্ঠের ভিতর উচ্ছ্বসিত হাসির রাশি ঠেলা-

কিন্তু অভিযোগের উত্তমেই বিচারপ্রার্থী এরূপ-ভাবে প্রতিবাদীর সাম্‌নে হাসিয়া 'খেলো' হইলে মাম্‌লা টেকা অসম্ভব ; সুতরাং, অতিকষ্টে কষ্ট-সৃষ্ট হাঁচি ও কাশির অন্তরালে কোনও মতে নিজের পদ-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, টেবিলের উপরিস্থ নমিতার 'মেটেরিয়া মেডিকা' বইখানা খুলিয়া, অনাবশ্যক আগ্রহে তাহার উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া সমিতা গম্ভীর ঔদাস্যে বলিল, "আচ্ছা দিদি আসুক ত, তারপর লাভ-লোক্‌সান বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

নমিতা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "তারপর কি হয়েছে বল, শুনি।"

নমিতা চা খাইতে বসিল। উৎসাহের ঝোঁকে সমিতা চায়ের চিনির আন্দাজটা ঠিক রাখিতে পারে নাই। চায়ে চুমুক দিয়াই নমিতা বলিল, "এ কি রে? বড় মিষ্টি হয়ে গেছে যে, সরবৎ তৈরী করেছিস্!"

স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান সুশীল সুযোগ পাইয়া ঔৎসুক্যে কি একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া, সমিতা ততোধিক ক্ষিপ্রতার সহিত বলিয়া উঠিল, "চিনিটা ভিজে ডেলা বেঁধে গেছ্‌ল দিদি! আমি তাই অন্তে মাপ ঠাওর কোর্ত্তে পারি নি।"

নমিতা। ওঃ, আচ্ছা যাক্, তারপর সকাল-বেলার কথাটা কি?

সমিতা উপস্থাপিত মাম্‌লার যথাযথ হাল্‌বয়ানে উদ্যোগী হইলে, সুশীল নিঝুমভাবে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ক্ষুব্ধ-করুণ দৃষ্টিতে তাহার মুখ-পানে চাহিয়া রহিল। সমিতা সে দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া সোৎসাহে বলিতে লাগিল, "সকাল-বেলা পড়্‌বার পর ওর তো আধ্ ঘণ্টা খেলার ছুটি!—ও কিন্তু আজ পূরো এক ঘণ্টা খেলা করেছে। ছাগল-ছানার পায়ে ঘুঙুর বেঁধে, তার ঠ্যাং ধরে নাচ শেখান হচ্ছিল, জান দিদি! তারপর আমি নাওয়ার জন্যে ওকে ধরে নিয়ে আসি, তারপর—। (সুশীলের দিকে চাহিয়া) বল্‌ব সে কথা?"

হা ঈশ্বর! মানুষ এত নিষ্ঠুর! বিপদে-কাটা ঘাড়ে বিড়ম্বনার নুনের ছিটা হানিতে মানুষের এতটুকুও দুঃখ বোধ হয় না! ক্ষোভে ও দুঃখে সুশীলের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না,—সে গুম্ হইয়া রহিল।

সুশীলের সাড়া-শব্দ কিছু না পাইয়া সমিতা গম্ভীরভাবে বলিল, "বেশ, তবে আমার দোষ নেই। তারপর জান্‌লে দিদি, চৌবাচ্ছার কাছে দাঁড়িয়ে সাবান মাখান হচ্ছিল। পা-দুখানি কি রকম ধুলোয় ভর্ত্তি হয়ে থাকে, জান ত? আমি হেঁট্ হয়ে বসে পায়ে সাবান মাখিয়ে দিচ্ছিলুম, আর উনি ওর সেই নিউটন রিডারের সেই যে গরুর ছবি দেওয়া পাতায় সেই একটা কবিতা আছে—সেই 'লিসনটু মি নাউ' বলে—।"

নমিতা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "বুঝেছি, তারপর।"

সমিতা। আমি ওঁর পায়ে সাবান মাখাচ্ছিলুম, আর উনি আমার পিঠ চাপ্‌ড়ে আওড়াচ্ছিলেন কি জান?—

'উইদাউট্ হ্যাট্ হোয়াট্ গুড উই ডু
ফর্ এভ্‌রি সোল'স্ ক্রম্ বুট এ্যাণ্ড শূ?'—

অর্থাৎ আমি গরু, আমার পিঠের চামড়ায় উনি জুতো তৈরী কোর্‌বেন, বুঝ্‌লে দিদি? (সুশীলের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া) কেমন—বল নি?

সুশীল স্বীকার না করিলেও অস্বীকার করিতে পারিল না। নত-নয়নে আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিল, "কিন্তু—কিন্তু সত্যি বল্‌ছি, সে আমি আদর কোরে বলেছিলুম্!"

সমিতা। এরই নাম—আদর!—শুনছ কথাগুলো?

"হুঁ!" চায়ের পেয়ালা নামাইয়া নমিতা সুশীলের

মুখ-পানে চাহিয়া বলিল, "কেমন ? তুমি এই কথা ছোড়্‌দিকে বলেছ ?"

সুশীলের মুখ শুকাইয়া গেল ; মাথা চুল্‌কাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "বলেছি, কিন্তু— ।"

নমিতা বাধা দিয়া বলিল, "দোষ ঢেকো না ; স্বীকার কর, দোষ হয়েছে ।"

সুশীল । দোষ হয়েছে—।

নমিতা । ছোড়্‌দিকে বল, 'ক্ষমা কর ।'

কাশিয়া, ঢোক্‌ গিলিয়া, আরক্ত-মুখে অস্ফুট স্বরে সুশীল বলিল, "ছোড়্‌দি, ক্ষমা কর ।"

কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি নাই । নমিতা পুনশ্চ বলিল, এইবার নিজের দোষের জন্যে নিজের কান মলো ।"

সুশীল বিনা-বাক্যে কান মলিল । দুরন্ত বালককে এতগুলা কড়া শাসনের মধ্যে খাটাইয়া নমিতার মন কেমন করিতে লাগিল । কিন্তু তাহা মানিতে গেলে চলিবে না, অশিষ্টতার উপযুক্ত শাস্তি চাই ; তাই কাশিয়া নমিতা বলিল, "ছোড়্‌দির সাম্‌নে এইখানে নাক ক্ষর দাও । আচ্ছা, কি সেটা আজ্‌কের মত মুলতুবি রইল ; কিন্তু এইবার যেদিন কোন অভদ্রতার কথা শুন্‌তে পাব, সেই দিন মনে রেখ—বুঝ্‌লে ?"

সুশীল ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিল, বুঝিয়াছে । প্রবল হাস্যাবেগ সমিতার বুকের মধ্যে তুমুল বিপ্লবের হুড়াহুড়ি বাধাইয়া তুলিয়াছিল । কিন্তু এই বিচার ও শাস্তির মধ্যে সেরূপ অসঙ্গত চাপল্য-প্রকাশ মোটেই যুক্তি-সঙ্গত ব্যবস্থা নহে বুঝিয়া, অতিকষ্টে আত্ম-দমন করিয়া টেবিলের অন্তদিক্‌ হইতে নমিতার নেপোলিয়ান বোনাপার্ট-খানা টানিয়া লইয়া, যথেচ্ছভাবে তাহার পাতাগুলা উল্টাইয়া,জলন্ত সেতুর উপর দিয়া সৈন্যাগ্রবর্ত্তী নেপোলিয়ানের অশ্ব-ধাবন-চিত্রখানা বাহির করিয়া সকৌতুকে বলিল, "ছাখ দিদি ! নেপোলিয়ানের বীরত্ব শুন্‌লে আশ্চর্য্য লাগে, কিন্তু ওঁর ভুরু কোঁচ্‌কান মুখখানা দেখলে আমার ভারী হাসি পায় ।"—এই বলিয়া সমিতা হাসিয়া ফেলিল ।

সুশীলের মনটা ভাল ছিল না, কাজেই সে চুপ করিয়া রহিল । কিন্তু সমিতার কথায় তৎক্ষণাৎ তাহার মনের মধ্যে একটা শক্ত উত্তর উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল,—নেপোলিয়নের মত লোকের ভ্রূকুঞ্চন যে কেমন করিয়া হাস্যোদ্দীপক হইল, তাহা সে মোটেই বুঝিতে পারিল না । কিন্তু সদ্যঃ অপমানের অগ্নি-দাহে এখনও কর্ণমূল জ্বালা করিতেছিল, সুতরাং কোন প্রশ্ন করিল না—নীরব রহিল । কিন্তু ছোটদিদির বুদ্ধি-বিবেচনার উপর তাহার মন একে-বারেই শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িল ।

মাতা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন । তাঁহার শরীর বেশ ভাল ছিল না । গতকল্যরাত্রি হইতে হাঁপানির ঝোক্‌টা কিছু বাড়িয়াছিল । মাতাকে দেখিয়া নমিতা তাড়াতাড়ি উঠিয়া একটা বেতের মোড়া টানিয়া সরাইয়া দিয়া বলিল, "এখন কেমন আছেন মা ?"

"ভাল আছি ।" এই বলিয়া মাতা বসিলেন ও নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "নতুন বর্ষা আস্‌ছে, কাল বৃষ্টি হয়েছিল কিনা রাত্রে, তাই ও-রকম কষ্ট হয়ে-ছিল । এখন ও-রকম বরাবরই চল্‌বে মা ! এখন কি আর ও ভাল হবে ?

চিন্তিতভাবে নমিতা বলিল, "আমার ভাবনা হচ্ছে ; এই বর্ষার সময়টা আপনাকে কোথাও সরিয়ে দিতে পার্‌লে ভাল হ'ত কিন্তু—।" দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নমিতা থামিল । একটু ইতস্ততঃ করিয়া পুনরায় বলিল, "হরেন-বাবুরা ওয়াল-টেয়ার যাচ্ছেন, আমায় লিখেছিলেন সে-দিন আপনার জন্যে—।"

মাথা নাড়িয়া মাতা বলিলেন, "না মা, সময় মন্দ

হ'লে কারুর আশ্রয়ে গিয়ে, কাউকে জ্বালাতন কর্‌তে নেই। আর তা ছাড়া সবাই তোম্‌রা ছেলে-মানুষ এখানে থাক্‌বে, কোথাও গিয়ে আমার কি মন স্থির হয়? এইখানেই থাকি, সুস্থ না হ'লেও স্বস্তিতে থাক্‌ব।" কথাটা উল্টাইয়া লওয়ার দরকার বুঝিয়া ঈষৎ ব্যগ্রতার সহিত তিনি বলিলেন, "অনিলের চিঠি এল?"

"হ্যাঁ,—এই বলিয়া নমিতা চিঠিখানি পড়িয়া মাতাকে শুনাইল। মাতা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কত দিনেই যে শেখা শেষ হবে, কত দিনেই যে বাড়ী ফির্‌বে! আর যেন পেরে ওঠা যাচ্ছে না!"

নমিতা মাটির দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, সমিতা আপন-মনেই বলিয়া উঠিল, "তাই বটে বাপু, দাদা দেশে ফির্‌লে হাঁপ ছেড়ে বাঁচা যায়; দিদির কষ্ট আর দেখ্‌তে পারা যাচ্ছে না।"

"আমার কষ্ট!"—নিতান্তই লঘুহাস্তে সকৌতুকে সমিতার মুখ-পানে তাকাইয়া নমিতা বলিল, "দূর পাগল!"

কিন্তু পরক্ষণেই মাতার মুখ-পানে চাহিতেই নমিতার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল; দেখিল, তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ-মলিন দৃষ্টিতে নমিতার পানে চাহিয়া আছেন। নমিতা বুঝিল, সমিতার কথা মাতার আহত চিত্তের উপর নূতন আঘাতে নবীন করিয়া বেদনা জাগাইয়াছে। সে নিজের মধ্যে একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। ব্যাপারটা শুধ্‌রাইয়া লইবার জন্য ঈষৎ গম্ভীরভাবে স্মিত-বদনে বলিল, "আমার কষ্ট নয়, বরং ভালই হোল; ভাল করে সব শিখে নেওয়া হচ্ছে। দাদা আসুক্, দেখি যদি সুবিধা কর্‌তে পারি ত ইচ্ছে আছে ফের পড়্‌তে ঢুক্‌ব। বাস্তবিক বল্‌ছি,আমার এ সব কাজে খাট্‌তে কষ্ট হয় না, ভারী আনন্দ হয়; তবে সময়-সময়—।" তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "পড়াটা ছাড়ার জন্যে একটু দুঃখ হয়, এই যা—।"

হাঁটুর উপর দাঁড়ির ভর রাখিয়া নমিতা অন্য-মনস্কভাবে টেবিলের পায়ার দিকে চাহিয়া, কি যেন ভাবিতে লাগিল; মাতাও খানিক ক্ষণ বিষণ্ণভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তারপর কোন কথা না বলিয়া ধীরে-ধীরে উঠিয়া গেলেন।

মাতা কিছু না বলিলেও নমিতা তাঁহার বিমর্ষ বেদনাক্রান্ত মুখচ্ছবি দেখিয়া অনেক কথা বুঝিয়া লইল। খানিকটা নিস্তব্ধ থাকিয়া শেষে মুখ তুলিয়া চাহিল ও সমিতার পানে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া একটু ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "সেলুন, বড় হচ্ছিস্ ভাই, জ্ঞান-বুদ্ধি হচ্ছে,—দেখছিস্ তো মার অবস্থা, একটু বুঝে চলিস্। আমরা উপায়হীন অবস্থায় যখন দাঁড়িয়েছি, তখন দুঃখ-কষ্টের জন্যে হাহুতোশ করাই ভুল। যখন যে অবস্থাই আসুক্, শুধু উপযুক্ত ব্যবস্থার চেষ্টা-টুকু কোরে মানুষের তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এ কথাটি মনে রাখিস্। মার মনে যাতে কষ্ট হয়, এমন কথা অনর্থক বল্‌বার দরকার কি? একটু সাবধানে কথাবার্ত্তা কোস্।"

সুশীল জানালার ধারে শুষ্ক-ম্লান-মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। নমিতা তাহার কাছে আসিয়া তাহাকে আদর করিয়া বলিল, "সিসিল্ দাদু,—রাগ কোরো না; দোষ করেছিলে, সেইটুকু বুঝিয়ে দেবার জন্যেই—আমি—।"

মাথা নাড়িয়া সাগ্রহে সুশীল বলিল, না, সে রাগ করে নাই।

(৯)

তাহার পর কয় দিন কাটিয়া গিয়াছে, হাস-পাতালের বুড়ী মক্‌বুলের মা সুস্থ হইয়া সম্প্রতি বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এখনও সে বড় দুর্ব্বল।

নমিতা প্রত্যহ গিয়া তাহার খোঁজ-খবর লইবার জন্ত প্রতিশ্রুত হইয়াছিল বটে, কিন্তু দুই-তিন দিন হইতে অবিশ্রাম বারি-বর্ষণের জন্য, অতিকষ্টে এক হাঁস-পাতাল ছাড়া আর কোথাও বাহির হওয়া তাহার পোষাইয়া উঠে নাই। মনে-মনে সে বড়ই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইতেছিল,—"আহা! গরীব অসহায় প্রাণী! শক্তি ও সামর্থ্যানুসারে তাহাদের যথাসাধ্য সাহায্য না করিতে পারার মত আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে?" আজ নমিতা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে-রূপেই হউক, সে পনের মিনিটের জন্যও একবার তাহাদের বাড়ী যাইবে।

বৈকালে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই নিদ্রাত্যাগ করিয়া উঠিয়া নমিতা হাত-মুখ ধুইয়া, কাপড়-চোপড় পরিয়া ছাতা লইয়া বাহির হইল। আকাশের সর্ব্বাঙ্গ তখন ধূসর রঙের পোষাকে ঢাকা,—টিপ্‌টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, সদ্যোধৌত বৃক্ষপত্রের মর্-মর্ গালি খাইয়া বাদ্‌লা বাতাস শির্ শির্ করিয়া বহিয়া যাইতেছিল; বৃষ্টি এবং বাতাসে মিলিয়া ষড়যন্ত্র করিয়া বেশ মিঠে-কড়া গোছের শীত জমাইয়া তুলিয়াছিল।

বৃষ্টির জন্য বাহিরের বারেন্দায় বাড়ীর কেহ আজ ছিল না, কিন্তু নমিতা বিস্মিতা হইয়া দেখিল, বারেন্দার অপর পার্শ্বে এক ছিন্ন-মলিন বস্ত্রে আপাদ-মস্তক মণ্ডিত করিয়া কে একজন লোক শুইয়া মৃদু কাতরোক্তি করিতেছে ও কাঁপিতেছে। নমিতার অনুমান হইল সে পীড়িত!

নমিতা নিকটে আসিয়া ডাকাডাকি করিতে, সে মুখের কাপড় সরাইয়া চোখ মেলিয়া চাহিল। নমিতা দেখিল, সে একজন পনের-ষোল-বৎসরবয়স্ক হিন্দুস্থানী বালক; তাহার মুখ শুষ্ক, ঠোঁট অসাড়, চক্ষু আরক্ত ও স্ফীত, দৃষ্টি যেন বিকারের ঝোঁকে ঢুলিতেছে। বালক যে রীতিমত পীড়িত সে-সম্বন্ধে নমিতার কোনই সন্দেহ রহিল না। প্রশ্ন করিয়া জানিল, সে ডাক্তার প্রমথ-মিত্রের পাচক-ব্রাহ্মণ। কয়দিন হইতে তাহার শরীর অসুস্থ ছিল, এজন্য ডাক্তারের পত্নী তাহাকে কাজ করিতে দেন নাই। আজ দ্বিপ্রহরের পর হাঁসপাতাল হইতে ফিরিয়া গিয়া, বাড়ীর লোকের উপর রাগ হওয়ায়, খামখেয়াল ডাক্তারবাবু জ্বরাতিসারে উত্থানশক্তি-রহিত পাচককে আহার্য্য প্রস্তুতের হুকুম দেন; কিন্তু পাচক শয্যাত্যাগ করিতে সমর্থ হয় নাই বলিয়া, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কান ধরিয়া উঠাইয়া, গালে থাবড়া মারিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছেন। নিরুপায় হতভাগ্য বেশী দূর যাইতে পারে নাই, অগত্যা এইখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

বারেন্দার স্তম্ভগাত্রে ঠেস্ দিয়া, গালে হাত রাখিয়া নমিতা স্তব্ধভাবে কথাগুলি সব শুনিল। কথা কহিতে কহিতে পীড়িতের চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল, কথাগুলা জড়াইয়া যাইতেছিল। নমিতা স্থিরনয়নে নীরবে তাহার মুখ-পানে চাহিয়া রহিল। কথা শেষ করিয়া হতভাগ্য ক্লান্তভাবে ঘন-কম্পিত নিঃশ্বাসে হাঁপাইতে হাঁপাইতে হিন্দীতে বলিল, "আমার কেউ নেই, ডাক্তারের স্ত্রী বড় ভাল লোক, দয়া করে তিনি আমায় রেখেছিলেন, রান্না-বান্না সব শিখিয়েছিলেন; বাঁকীপুর থেকে ওঁদের সঙ্গে অমি এখানে চলে এসেছিলাম, কিন্তু এখানে আমার চেনা লোক ত কেউ নেই; কোথায় যাব? হাঁস-পাতালে একটু জায়গা করে দিতে পারবেন কি? না হলে, বাঁচ্‌তে পারব না—।"

নমিতা চুপ করিয়া বসিয়া একটু ভাবিল, তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আচ্ছা, তুমি একটু সবুর কর, আমি আস্‌ছি।"

নমিতা বাটীর ভিতর ঢুকিল। গ্রীষ্মাবকাশ-প্রাপ্ত বিমল পাঠগৃহে বসিয়া পড়া মুখস্থ করিতেছিল,

সুশীলও সেইখানে আট্‌কান ছিল; পার্শ্বের ঘরে দুয়ার-জানালা বন্ধ করিয়া অসুস্থা জননী শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, সমিতা তাঁহার সেবা করিতেছিল। নমিতা ঘরে ঢুকিয়া চৌকাঠের উপর বসিল ও আশ্রয়হীন পীড়িত বালকটির কথা যথা-সম্ভব সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া, তাহার ব্যবস্থা-সম্বন্ধে মাতার মতামত জানিতে চাহিল। 'ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়া'-নামক প্রবাদানুসারে ডাক্তারের গৃহ-তাড়িত পাচককে লইয়া গিয়া, সে যদি মধ্যস্থ হইয়া হাঁসপাতালে ভর্ত্তি করিয়া দেয়, তাহা হইলে সেটা ভদ্রলোক প্রমথবাবুর বড়ই অপমান-জনক, এবং নমিতার পক্ষেও সমীচীন ব্যবস্থা নহে। এ অবস্থায় নমিতার কর্ত্তব্য কি ?

সমিতা ঈষৎ অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, "ডাক্তার মিত্তির কোথাকার আহাম্মুখ লোক দিদি ?"

"আমাদেরই দেশের," নমিতা সস্মিত বদনে বলিল, "আমাদের স্বগোত্র—সম্পর্কে দাদা হন্ রে !"

কথাটা মৃদু রহস্যের সুরে আরম্ভ হইলেও শেষ-পর্য্যন্ত তাহার তাল ঠিক রহিল না। নমিতা আপনা হইতেই কেমন ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িল। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া ধীরে ব্যথিতভাবে বলিল, "অমন সুশিক্ষিত কাজের লোক, কিন্তু মেজাজটির দোষে সব মাটি হয়ে গেছে। রাগ্‌লে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান রাখেন না, এই বড় দুঃখ !—যাক্‌গে ছেলেটিকে নিয়ে কি করা যায়, বলুন দেখি মা !"

কি করা যায়, মাতাও বোধ হয়, সেই কথাটাই ভাবিতেছিলেন। কন্যার প্রশ্নে চট্ করিয়া কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, মৃদুস্বরে শুধু বলিলেন, "তাইত; বাইরের ঘরে যদি—।"

নমিতা। না মা, যে রকম শুন্‌লুম, অসুখটা 'টাইফো-ম্যালেরিয়ায়, বোধ হয়, দাঁড়াবে। ও সব নেই। আচ্ছা, বিমলের পড়্‌বার ঘরটা খালি করে দিলে হয় না ? বিমল তা হলে আমার শোবার ঘরে দিন-কতক পড়ার আড্ডা করুক। এর পর ছেলেটি ভাল হলে——।"

সমিতা বলিল, "ছোঁয়াচে অসুখ বল্‌ছ দিদি, বাড়ীর ভেতর রাখবে ?"

চিন্তিতভাবে নমিতা বলিল, "না হলে উপায় কি ? ছেলেটা মারা যাবে ?" খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া নমিতা আবার ভাবিল, তারপর মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "পর,—তাই ভাব্‌তে হচ্ছে ;—কি করা যায়—? কিন্তু ও যদি আমাদের আপনার লোক হ'ত, ধর আমরাই কেউ হতুম, তা হ'লে ওকে কোথায় আম্‌রা বিসর্জ্জন কর্‌তুম্ ?"

কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া নমিতা পুনশ্চ বলিল, "আমাদের দেশের লোকের, আপনার লোকের বাড়ী থেকে, এমন নির্দ্দয়ভাবে তাড়িত বিপন্ন লোকটাকে"—(একটু কুণ্ঠিতভাবে) "একি পারা যায় ? না মা, আপনি বলুন, বিমলের ঘরের জিনিস-পত্র বার করে নিয়ে, ওকে ঐ খেনে রাখ্‌বার বন্দোবস্ত করি। আমার নিজের যদি অসুখ হ'ত, তা'হলে আমি কোথায় যেতুম ? ঐ ঘরেই তো আমায় থাক্‌তে হ'ত ?"

মাতা কষ্টেসৃষ্টে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "তা বৈ কি,—ঈশ্বরের জীব, যখন এসেছে তখন— !"

ঈষৎ বেগের সহিত নমিতা বলিল, "বলুন্ দেখি মা, এ যে মহাপাপ ! আমার আশ্রয় থাক্‌তে অসহায় নিরাশ্রয়কে কোথায় ফেল্‌ব ?"

মাথা নাড়িয়া সমিতা বলিল, "সে ত নিশ্চয়, কিন্তু তোমাদের হাঁসপাতালের ডাক্তারবাবুর কি অন্যায় দিদি ?—"

নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল, ব্যথিত দৃষ্টিতে সমিতার

—কে কোথায় কেন কি করেছে, সে কথার নিষ্ফল বিচার-বিতর্কের অধিকার আমাদের নেই। তবে চোখের সাম্‌নে আমাদের যে ভুলগুলো পড়ে, আর হাতের সাম্‌নে যে কাজগুলো আটক্ খেয়ে দাঁড়ায়, সেইগুলো প্রাণ দিয়ে সংশোধন করে, সকলের অশান্তি-অসুবিধা দূর করাই মানুষের কর্ত্তব্য, বাজে কথার আলোচনায় লাভ কি ?”

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

মায়া।

মায়া!
অসীম শকতি তব এ বিশ্ব-ভুবনে.
করেছ মানবে অন্ধ অজ্ঞানে গোপনে।
অনন্ত প্রতাপ তুমি ধর এ নিখিলে,
সংসার শ্মশান হয় তোমারে ত্যজিলে।
কাহারে হাসাও তুমি, কাহারে কাঁদাও,
কাহারে বা দিয়ে আশা অনন্তে ভাসাও!
ধন্য তব শকতি সে মোহিনীর প্রায়,
লোকের না বুঝা কষ্ট—কি ভাবে সে যায়।
তুমিই কাঁদাও যত জগতের জীবে ;—
এত কষ্ট দেখ তবু আছ এক ভাবে!
আমি ত সামান্য প্রাণী কি বর্ণিব তোমা,
মহাকবিগণও তব না পান তুলনা!

শ্রীমতী বিনোদিনী সেনগুপ্তা।

গীতিকুঞ্জ।

সখা, এতই ভালবাস তুমি
আমায় জন্ম-জন্ম-কাল!
তোমার বুঝি আঁখি ঝরে নিমেষ তরে
কর্‌তে আমায় চোখের আড়াল।
নিশিদিন তারার মত,
অনিমেষে অবিরত
কি মধুর প্রাণের টানে, চেয়ে আছ আমার পানে,
চেয়ে থাকি সন্ধ্যা-সকাল।
আমি হাস্‌লে হাস, কাঁদ্‌লে কাঁদ,
মান কর্‌লে কত সাধ ;
করি দোষ পলে-পলে, উড়িয়ে দাও হেসে ছলে ;
তোমার মতন এমন ধারা আপন-হারা
পাইনা খুঁজে বিশ্ব বিশাল।
আমি যখন ঘুমিয়ে থাকি,

থাক তুমি সদা সজাগ ; কেন তোমার
এই অনুরাগ,
আনন্দে আমি তোমার ধারায় জগৎ-সারায়
ফেল্‌তে শিখি প্রেমের জাল।

(২)

প্রভু! আমায় ভিড়ের মাঝে
একলা হবার দাও হে বল।
পদ্ম-পত্র-জলের মতন
আমার এ মন যে চঞ্চল!
যখন তোমায় ভাব্‌তে বসি হে নির্জ্জনে,
তখন যত ভাবনা পশি আমার মনে
বিষম গোলে ক্ষেপিয়ে তোলে,
কি ভীষণ সেই কোলাহল!
প্রভু! আমায় ভিড়ের মাঝে
একলা হবার দাও হে বল।
যেন তোমা ছাড়া অন্য কথায় হই হে বধির,
তোমার রূপ দেখ্‌তে যেন হই হে অধীর,
তোমার ধ্যানে তোমার জ্ঞানে,
এ মন আমার হয় অমল।
প্রভু! আমায় ভিড়ের মাঝে
একলা হবার দাও হে বল।
যেন সকল সাধ ছোটে আমার তোমায় পানে,
ভরে যায় এ প্রাণ আমার তোমায় গানে,
তোমার সুরে বিশ্ব ঘুরে
দেখে নয়ন করি সফল।
প্রভু! আমায় ভিড়ের মাঝে
একলা হবার দাও হে বল।

(৩)

প্রভু! তুমি ঐ শ্রীকরে গড়েছ আমায়,
এ কথা মনে হ'লে মন যে গলে
কেমন পাগল হয়ে যাই!
গড়েছিলে মনের মতন করে যতন,
সাজিয়েছিলে কতই তুমি দিয়ে রতন,
সে রতন গেছে চুরি সদাই ঝুরি,—
এমন কাঙাল আর ত নাই!
সাজান ছিল বাগান ফলে ফুলে,
আমি কি বুঝে হায় সে সব তুলে,
কি কুক্ষণে কাঁটা-বনে
ভরিয়ে দিয়েছি হে তাই!
এখন সে কাঁটার আঘাত বিষম বাজে,
সে ব্যথা কইতে তোমায় মরি লাজে ;
তুমি এলে কাছে দেখ পাছে,
এই ভয়েতে দূরে পালাই।
যদি তুমি ভয় ভেঙ্গে দাও হে আশ্বাসে,
তবে আমি আস্‌তে পারি তোমার পাশে।
আমার নাইকো আশা, নাইকো বাসা,
মন পুড়ে হয়েছে ছাই!

(৪)

প্রভু! আমি আমি বল্‌তে গেলেই
হই যেন হে মূক।
তোমার নীরব আঘাত আমার প্রাণে
খুব জোরে বাজুক।
আমি-কথা অস্‌তে মুখে,
পাষাণ যেন চাপে বুকে,
তোমার হাতে শাস্তি পেলেই
শোধ্‌রাবে এ বুক।
হাস্‌চি আমি, কাঁদ্‌চি আমি,
ভাঙ্‌চি আমি, গড়্‌চি আমি—
আমার মাঝে কোন্‌টা আমি
বল্‌বে কে বলুক।
তোমার সত্তায় দিতে চেনা

আর ত আমার প্রাণ মানে না,—
কত দিন আর বলবে বল
হায় আমি অমুক ?
পড়েছি হায় বিষম পাকে,
আর কতদিন থাকবে ফাঁকে ?—
স্বতন্ত্র হয়ে যে-জন ডাকে
তায় হবে বিমুখ ?

শ্রীদেবকণ্ঠ বাগচী।

গানের স্বরলিপি।

(গান)

পরজ—ঝাঁপতাল।

পবিত্র জ্ঞান-মন্দিরে নিষেধ নাই প্রবেশ,
ব্রাহ্মণ, শূদ্র, স্ত্রী, পুরুষ জাতি-নির্ব্বিশেষ।
যে দেশে জন্মিয়াছিল, বিদুষী-রমণীকুলে,
খনা, লীলাবতী, গার্গী—সেই কি এই দেশ ?
"স্ত্রীলোকেরে শিক্ষা দিলে, কেবল কুফল ফলে"—
এ কথা বলেন যাঁরা, নাইকো বুদ্ধির লেশ।
বীরজায়া, বীরমাতা, শিক্ষা বিনা হয় কোথা ?
স্ত্রী-শিক্ষা বিনে ভারত-মাতার এই বেশ !
নিজ-হিত যদি চাও, নারীগণে শিক্ষা দাও,
দেশের গৌরব বাড়াও স্মরি পরমেশ। *

---

* এই সঙ্গীতটী "সমাজ-সঙ্গীত"-রচয়িতা শ্রীযুক্ত হরকালী সেন কর্তৃক বিরচিত। সুরও তাঁহারই।

স্বরলিপি।

II ২´ না সা | ৩ না র্সর্রা র্সা | ০ র্সা না | ১ দা I পা I
প বি ত্র ০০ জ্ঞা ন ম ন্ দি রে

I ২´ ঋা পা | ৩ জ্ঞা পদা পা | ০ ঋা গা | ১ ঋা I সা I
নি ষে ধ ০০ না ই প্র বে ০ শ

I ২´ সা সা | ৩ গা গা গা | ০ ঋা । | ১ দা না সা I
ব্রা হ্ম ণ শূ দ্র স্ত্রী ০ পু রু ষ

I ২´ না র্সা | ৩ ঋা । না | ০ না । | ১ দা ঋা দা II
জা তি নি র্ বি শে ০ ষ ০ ০

II ২´ ঋা দা | ৩ না র্সা র্সা | ০ র্সা র্সা | ১ র্সা । র্সা I
যে দে শে ০ জ ন্মি যা ছি ০ ল
শ্রী লো কে ০ বে শি ক্ষা দি ০ লে
বী র জা ০ যা বী র মা ০ তা

I ২ সা সা | ৩ সা ঃ না | ০ সা ঋনা | ১ দা ঃ ঋা I

বি দু ষী ০ র ম ণী০ ভূ ০ লে

কে ব ল ০ কু ফ ল০ ফ ০ লে

শি ক্ষা বি ০ না হ য়০ কো ০ থা

না রী গ ০ ণে শি ক্ষা০ দা ০ ও

I ২ গা গা | ৩ মা ঃ মগা | ০ মা দা | ১ না র্সা র্সা I

খ না লী ০ লা০ ব তী গা ০ র্গী

এ ক ধা ০ র০ সে ন যা ০ রা

স্ত্রী শি ক্ষা ০ বি০ নে ভা র ০ ত

দে শে র ০ গৌ০ র ব বা ড়া০ ও

I ২ না র্সা | ৩ র্গা র্ঋা র্সা | ০ র্ঋা না | ১ না দা ঋদা II

সে ই কি এ ই দে ০ ০ শ ০০

না ই কো বু দ্ধির লে ০ ০ শ ০০

যা তা র এ ই বে ০ ০ শ ০০

স্ম রি প র ০ মে ০ ০ শ ০০

দ্রষ্টব্যঃ—আজ্ কাল দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপির আদর কিছু কমিয়া গিয়াছে। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মাসিক-পত্রিকাগুলিতে আকার-মাত্রিক স্বরলিপিই প্রকাশ হইতে দেখা যায়। অতএব উপরি উক্ত আকার-মাত্রিক স্বরলিপি-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিম্নে দিলাম; যথা—

(১) সা, রা, গা, মা, পা, ধা, না, সা,—সপ্তক—সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা।

(২) দা—কোমল ধ; হ্মা—কড়ি মা; ঋা—কোমল রে।

(৩) স্বরের মাথায় রেফ—উচ্চ সপ্তকের চিহ্ন।

(৪) ঃ—এক মাত্রা। সপ্তকের প্রত্যেক অক্ষর—এক মাত্রা। সপ্তকের দুই অক্ষর একত্রে, যথা—মগা—প্রত্যেকটি অর্দ্ধমাত্রা, অর্থাৎ দুইটী মিলিয়া এক মাত্রা।

(৫) I—অর্থাৎ তালের এক ফেরা হইয়া গেল। II—আরম্ভ ও শেষ।

(৬) ২, ৩, ০, ১—তালি ও ফাঁকের অঙ্ক; অঙ্কের মাথায় রেফ—সম্।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 640. December, 1916.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি. এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৪ বর্ষ। ৬৪০ সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ, ১৩২৩। ডিসেম্বর, ১৯১৬। | ১১শ কল্প। ১ম ভাগ।

নমিতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

নিকটে আসিয়া সুশীল পুনশ্চ ডাকিল—"দিদি!"

কিন্তু নমিতা কোনও উত্তর দিল না। বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ দিদিকে নিজের মুখ-পানে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া, সুশীলও একটু বিস্মিত হইল। সন্দিগ্ধভাবে নিজের মুখের উপর হাত বুলাইয়া একবার উত্তম-রূপে পরীক্ষা করিল, সেখানে কোন বিস্ময়োদ্দীপক বস্তু আছে কি না; তারপর কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "তুমি কি দেখ্‌ছ দিদি?"

"এ্যাঁ কি দেখ্‌ছি!" মনে-মনে এই বলিয়া চকিত দৃষ্টিতে নমিতা একবার সন্ত্রস্তভাবে চারিদিকে তাকাইল, তারপর আত্ম-সংবরণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কি দেখ্‌ছি, আন্দাজ কর!"

দুশ্চিন্তান্বিত-বদনে চাহিয়া সুশীল সংশয়পূর্ণ স্বরে বলিল, "বল্‌বে না? বল-না দিদি!"

মৃদু নিঃশ্বাসের সহিত ক্ষীণভাবে একটু হাসিয়া, নমিতা কতকটা যেন আপন-মনেই বলিল, "আমি —দিদি?—সত্যই দিদি?"

আশ্চর্য্যজনকভাবে সুশীল বলিল, "বাঃ, তবে তুমি কি?"

"কিছু না।" এই বলিয়া জোর করিয়া নিজেকে সচেতন করিয়া তুলিয়া, নমিতা ভাল করিয়া সুশীলের মুখের উপর অত্যন্ত সহজভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করিল ও লঘু কৌতুকের হাসি হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁরে সিসিল, আমায় দিদি বোলে খাতির কোর্ত্তে তোদের ইচ্ছে হয় ভাই?"

"কেন হবে না ?"—গম্ভীর-বদনে সুশীল বলিল, "দিদির মত দিদি হোলে নিশ্চয় ভাল লাগে ; কিন্তু ঐ ছোড়্‌দি ষ্টুপীড্‌টার মত দিদিকে—!"

"আবার !" অসহিষ্ণু নমিতা অপ্রসন্নভাবে বলিল, "নাঃ, সুশীল, তুই ভয়ঙ্কর বেয়াড়া হয়েছিস ! —ওকি ! সে তোর বড় বোন, তার সম্বন্ধে যা মুখে আস্‌বে, তাই বল্‌বি ? ভারী অন্যায় তোর !"

চায়ের পাত্র হাতে করিয়া সমিতা ঘরে ঢুকিল। সে আসিতে আসিতে বাহির হইতে সুশীলের কথাগুলা কিছু কিছু শুনিতে পাইয়াছিল ; দিদির ভৎ'সনা-বাক্যগুলাও অবশ্য তাহার কর্ণ অতিক্রম করিল না। মনে মনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া খুসীর হাসি হাসিয়া, ঘরে ঢুকিয়াই সে তাহার দিদিকে বলিল, "তুমি বকো দিদি, কিন্তু সাধ্‌ কোরে কি ওর সঙ্গে আমার বনে না ?—শুন্‌ছ তো ?"

সুশীলের দিকে চাহিয়া কর্ত্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠে সমিতা বলিল, "কেমন, এইবার সকাল-বেলাকার সেই কথাটা বলে দিই ? কি বল,—বোল্‌ব ?"

তিরস্কৃত সুশীল একেই ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর ছোটদিদির হাসি-ভরা মুখ ও খুসী-ভরা দৃষ্টি দেখিয়া এবং সকালবেলার সেই কথাটার—বনাম দুর্ব্ব্যবহারের বিবরণ—এখন দণ্ডাই অভিযোগাকারে ব্যক্ত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া, তাহার সমস্ত মনটাই অত্যন্ত দমিয়া গেল ; ক্ষুণ্ণভাবে ভূম্যবলম্বি-দৃষ্টিতে চাহিয়া, ঘাড় চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিল,—"সে বুঝি, আমি তোমাকে ?"

চায়ের পাত্র টেবিলের উপর বসাইয়া সমিতা সোজা হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "আমাকে বল নি ? তবে কাকে বলেছ ? আমার পিঠের চাম্‌ড়াটাকে ?"

অভিমান-ছল্‌ছল্‌ দৃষ্টিতে সমিতার দিকে চাহিয়া, ঢোক্‌ গিলিয়া সুশীল বলিল, "হুঁ, তাই নাকি আমি বলেছি———?"

"বল নি ?—আচ্ছা দিদি, তুমি বল তার মানেটা কি হয় ?"—এই বলিয়া সমিতা ফিরিয়া চাহিল ; কিন্তু পরক্ষণে চায়ের পেয়ালার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই ঈষৎ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তোমার চা-টা আগে খেয়ে নাও দিদি ! জুড়িয়ে যাবে এখুনি—।"

কথাবার্ত্তার গোলমালে নমিতা এতক্ষণ চায়ের পেয়ালার দিকে লক্ষ্য করিবার অবকাশ পায় নাই ; সমিতার বাক্যে আকৃষ্ট-চিত্তে সেই দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "এর মধ্যে চা কোরে এনেছিস্‌ ?—এত বেলায় চা কেন—?"

সমিতা। সকাল-বেলায় উনুন ধর্‌তে দেরী ছিল ; তাড়াতাড়িতে তুমি কিছু না খেয়েই চলে গেছ্‌লে, মা তাই খুত্‌-খুত্‌ কর্‌তে লাগ্‌লেন ; সেই জন্যে আমি সমস্তই গুছিয়ে ঠিক কোরে রেখে দিয়েছিলুম্‌। তুমি আস্‌তেই তাড়াতাড়ি চায়ের জলটা ফুটিয়ে নিয়ে চা তৈরী করে নিলুম।

নমিতা। তোরা চা খেয়েছিস্‌ ত ?

সমিতা। হুঁ, কিন্তু চা তৈরী কোরে তোমার জন্যে ভারী মন কেমন কর্‌তে লাগ্‌ল।

হাসিয়া নমিতা বলিল, "আচ্ছা ভাই দাঁড়া, আমি শীগ্রী হাত-মুখ ধুয়ে আস্‌ছি।"

নমিতা বাহির হইয়া যাইতেই, সুশীল বিনয়-নম্র বচনে বলিল, "আচ্ছা ভাই ছোড়্‌দি ! তুমি যে ভাই, দিদির কাছে ঐ কথাগুলো বল্‌তে চাইছ, আচ্ছা, বলে তোমার কি লাভটা হবে, আমায় বল দেখি ভাই !"

দায়গ্রস্তের মুখে এতগুলা সকরুণ অনুনয়ের "ভাই" শুনিলে কি কেহ হাসি চাপিয়া রাখিতে পারে ? নমিতার কণ্ঠের ভিতর উচ্ছ্বসিত হাসির রাশি ঠেলা-ঠেলি করিয়া উপর দিকে উঠিবার উপক্রম করিল।

কিন্তু অভিযোগের উদ্যমেই বিচারপ্রার্থী এরূপ-ভাবে প্রতিবাদীর সামনে হাসিয়া 'খেলো' হইলে মামলা টেকা অসম্ভব; সুতরাং, অতিকষ্টে কষ্ট-সৃষ্ট হাঁচি ও কাশির অন্তরালে কোনও মতে নিজের পদ-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, টেবিলের উপরিস্থ নমিতার 'মেটেরিয়া মেডিকা' বইখানা খুলিয়া, অনাবশ্যক আগ্রহে তাহার উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া সমিতা গম্ভীর ঔদাস্যে বলিল, "আচ্ছা দিদি আসুক ত, তারপর লাভ-লোক্সান বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

নমিতা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "তারপর কি হয়েছে বল, শুনি।"

নমিতা চা খাইতে বসিল। উৎসাহের ঝোঁকে সমিতা চায়ের চিনির আন্দাজটা ঠিক্ রাখিতে পারে নাই। চায়ে চুমুক দিয়াই নমিতা বলিল, "এ কি রে? বড় মিষ্টি হয়ে গেছে যে, সরবৎ তৈরী করেছিস্!"

স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান সুশীল সুযোগ পাইয়া ঔৎসুক্যে কি একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া, সমিতা ততোধিক ক্ষিপ্রতার সহিত বলিয়া উঠিল, "চিনিটা ভিজে ডেলা বেঁধে গেছ্‌ল দিদি! আমি তাই জন্যে মাপ্ ঠাওর কোর্ত্তে পারি নি।"

নমিতা। ওঃ, আচ্ছা যাক্, তারপর সকাল-বেলার কথাটা কি?

সমিতা উপস্থাপিত মামলার যথাযথ হাল্‌বয়ানে উদ্যোগী হইলে, সুশীল নিঃশব্দভাবে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ক্ষুণ্ণ-করুণ দৃষ্টিতে তাহার মুখ-পানে চাহিয়া রহিল। সমিতা সে দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া সোৎসাহে বলিতে লাগিল, "সকাল-বেলা পড়্‌বার পর ওর তো আধ্ ঘণ্টা খেলার ছুটি!—ও কিন্তু আজ পূরো এক ঘণ্টা খেলা করেছে। ছাগল-ছানার পায়ে ঘুমুর বেঁধে, তার ঠ্যাং ধরে নাচ শেখান হচ্ছিল, জান দিদি। তারপর আমি নাওয়ার জন্যে ওকে ধরে নিয়ে আসি, তারপর—। (সুশীলের দিকে চাহিয়া) বল্‌ব সে কথা?"

হা ঈশ্বর! মানুষ এত নিষ্ঠুর! বিপদে-কাটা ঘাড়ে বিড়ম্বনার নুনের ছিটা হানিতে মানুষের এতটুকুও দুঃখ বোধ হয় না! ক্ষোভে ও দুঃখে সুশীলের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না,—সে গুম্ হইয়া রহিল।

সুশীলের সাড়া-শব্দ কিছু না পাইয়া সমিতা গম্ভীরভাবে বলিল, "বেশ, তবে আমার দোষ নেই। তারপর জান্‌লে দিদি, চৌবাচ্ছার কাছে দাঁড়িয়ে সাবান মাখান হচ্ছিল। পা-দুখানি কি রকম ধুলোয় ভর্ত্তি হয়ে থাকে, জান ত? আমি হেঁট্ হয়ে বসে পায়ে সাবান মাখিয়ে দিচ্ছিলুম, আর উনি ওঁর সেই নিউটন রিডারের সেই যে গরুর ছবি দেওয়া পাতায় সেই একটা কবিতা আছে—সেই 'লিসন্‌টু মি নাউ' বলে—।"

নমিতা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "বুঝেছি, তারপর।"

সমিতা। আমি ওঁর পায়ে সাবান মাখাচ্ছিলুম, আর উনি আমার পিঠ চাপ্‌ড়ে আওড়াচ্ছিলেন কি জান?—

'উইদাউট্ হ্যাট্ হোয়াট্ গুড উই ডু
ফর্ এভরি সোল'স্ ফ্রম্ বুট এ্যাণ্ড শু?'—

অর্থাৎ আমি গরু, আমার পিঠের চামড়ায় উনি জুতো তৈরী কোর্‌বেন, বুঝ্‌লে দিদি? (সুশীলের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া) কেমন—বল নি?

সুশীল স্বীকার না করিলেও অস্বীকার করিতে পারিল না। নত-নয়নে আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিল, "কিন্তু—কিন্তু সত্যি বল্‌ছি, সে আমি আদর কোরে বলেছিলুম।"

সমিতা। এরই নাম—আদর!—শুনছ কথাগুলো?

"হুঁ।" চায়ের পেয়ালা নামাইয়া নমিতা সুশীলের

মুখ-পানে চাহিয়া বলিল, "কেমন? তুমি এই কথা ছোড়্‌দিকে বলেছ?"

সুশীলের মুখ শুকাইয়া গেল; মাথা চুল্‌কাইয়া মৃদুস্বরে বলিল, "বলেছি, কিন্তু—।"

নমিতা বাধা দিয়া বলিল, "দোষ ঢেকো না; স্বীকার কর, দোষ হয়েছে।"

সুশীল। দোষ হয়েছে—।

নমিতা। ছোড়্‌দিকে বল, 'ক্ষমা কর।'

কাশিয়া, ঢোক্‌ গিলিয়া, আরক্ত-মুখে অস্ফুট স্বরে সুশীল বলিল, "ছোড়্‌দি, ক্ষমা কর।"

কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি নাই। নমিতা পুনশ্চ বলিল, এইবার নিজের দোষের জন্যে নিজের কান মলো।"

সুশীল বিনা-বাক্যে কান মলিল। দুরন্ত বালককে এতগুলা কড়া শাসনের মধ্যে খাটাইয়া নমিতার মন কেমন করিতে লাগিল। কিন্তু তাহা মানিতে গেলে চলিবে না, অশিষ্টতার উপযুক্ত শাস্তি চাই; তাই কাশিয়া নমিতা বলিল, "ছোড়্‌দির সামনে এইখানে নাক খত দাও। আচ্ছা, কি সেটা আজ্‌কের মত মুলতুবি রইল; কিন্তু এইবার যেদিন কোন অভদ্রতার কথা শুনতে পাব, সেই দিন মনে রেখ—বুঝ্‌লে?"

সুশীল ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিল, বুঝিয়াছে। প্রবল হাস্যাবেগ সমিতার বুকের মধ্যে তুমুল বিপ্লবের হুড়াহুড়ি বাধাইয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু এই বিচার ও শাস্তির মধ্যে সেরূপ অসঙ্গত চাপল্য-প্রকাশ মোটেই যুক্তি-সঙ্গত ব্যবস্থা নহে বুঝিয়া, অতিকষ্টে আত্ম-দমন করিয়া টেবিলের অন্তদিক্‌ হইতে নমিতার নেপোলিয়ান বোনাপার্ট-খানা টানিয়া লইয়া, যথেচ্ছভাবে তাহার পাতাগুলা উল্টাইয়া, অলস্ত সেতুর উপর দিয়া সৈন্যাগ্রবর্ত্তী নেপোলিয়ানের অভ-ধাবন-চিত্রখানা বাহির করিয়া সকৌতুকে বলিল, "ছাখ দিদি! নেপোলিয়ানের বীরত্ব শুন্‌লে আশ্চর্য্য লাগে, কিন্তু ওঁর ভুরু কোঁচ্‌কান মুখখানা দেখলে আমার ভারী হাসি পায়।"—এই বলিয়া সমিতা হাসিয়া ফেলিল।

সুশীলের মনটা ভাল ছিল না, কাজেই সে চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু সমিতার কথায় তৎক্ষণাৎ তাহার মনের মধ্যে একটা শক্ত উত্তর উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল,—নেপোলিয়নের মত লোকের ভ্রূকুঞ্চন যে কেমন করিয়া হাস্যোদ্দীপক হইল, তাহা সে মোটেই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু সদ্যঃ অপমানের অগ্নি-দাহে এখনও কর্ণমূল জ্বালা করিতেছিল, সুতরাং কোন প্রশ্ন করিল না—নীরব রহিল। কিন্তু ছোটদিদির বুদ্ধি-বিবেচনার উপর তাহার মন একেবারেই শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িল।

মাতা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহার শরীর বেশ ভাল ছিল না। গতকল্যরাত্রি হইতে হাঁপানির ঝোঁকটা কিছু বাড়িয়াছিল। মাতাকে দেখিয়া নমিতা তাড়াতাড়ি উঠিয়া একটা বেতের মোড়া টানিয়া সরাইয়া দিয়া বলিল, "এখন কেমন আছেন মা?"

"ভাল আছি।" এই বলিয়া মাতা বসিলেন ও নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "নতুন বর্ষা আস্‌ছে, কাল বৃষ্টি হয়েছিল কিনা রাত্রে, তাই ও-রকম কষ্ট হয়েছিল। এখন ও-রকম বরাবরই চল্‌বে মা! এখন কি আর ও ভাল হবে?

চিন্তিতভাবে নমিতা বলিল, "আমার ভাবনা হচ্ছে; এই বর্ষার সময়টা আপনাকে কোথাও সরিয়ে দিতে পার্‌লে ভাল হ'ত কিন্তু—।" দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নমিতা থামিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া পুনরায় বলিল, "হরেন-বাবুরা ওয়াল-টেয়ার যাচ্ছেন, আমায় লিখেছিলেন সে-দিন আপনার জন্যে—।"

মাথা নাড়িয়া মাতা বলিলেন, "না মা, সময় মন্দ

হ'লে কারুর আশ্রয়ে গিয়ে, কাউকে জ্বালাতন করতে নেই। আর তা ছাড়া সবাই তোমরা ছেলে-মানুষ এখানে থাকবে, কোথাও গিয়ে আমার কি মন স্থির হয়? এইখানেই থাকি সুস্থ না হ'লেও স্বস্তিতে থাকব।" কথাটা উল্টাইয়া লওয়ার দরকার বুঝিয়া ঈষৎ ব্যগ্রতার সহিত তিনি বলিলেন, "অনিলের চিঠি এল?"

"হ্যাঁ,—এই বলিয়া নমিতা চিঠিখানি পড়িয়া মাতাকে শুনাইল। মাতা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কত দিনেই যে শেখা শেষ হবে, কত দিনেই যে বাড়ী ফিরবে! আর যেন পেরে ওঠা যাচ্ছে না!"

নমিতা মাটির দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, সমিতা আপন-মনেই বলিয়া উঠিল, "তাই বটে বাপু, দাদা দেশে ফিরলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচা যায়; দিদির কষ্ট আর দেখ্‌তে পারা যাচ্ছে না।"

"আমার কষ্ট!"—নিতান্তই লঘুহাস্যে সকৌতুকে সমিতার মুখ-পানে তাকাইয়া নমিতা বলিল, "দূর পাগল!"

কিন্তু পরক্ষণেই মাতার মুখ-পানে চাহিতেই নমিতার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল; দেখিল, তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ-মলিন দৃষ্টিতে নমিতার পানে চাহিয়া আছেন। নমিতা বুঝিল, সমিতার কথা মাতার আহত চিত্তের উপর নূতন আঘাতে নবীন করিয়া বেদনা জাগাইয়াছে। সে নিজের মধ্যে একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। ব্যাপারটা শুধ্‌রাইয়া লইবার জন্য ঈষৎ গম্ভীরভাবে স্মিত-বদনে বলিল, "আমার কষ্ট নয়, বরং ভালই হোল; ভাল করে সব শিখে নেওয়া হচ্ছে। দাদা আসুক, দেখি যদি সুবিধা করতে পারি ত ইচ্ছে আছে ফের পড়্‌তে ঢুকব। বাস্তবিক বল্‌ছি, আমার এ সব কাজে খাট্‌তে কষ্ট হয় না, ভারী আনন্দ হয়; তবে সময়-সময়—।" তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "পড়াটা ছাড়ার জন্যে একটু দুঃখ হয়, এই যা—।"

হাঁটুর উপর দাড়ির ভর রাখিয়া নমিতা অন্য-মনস্কভাবে টেবিলের পায়ার দিকে চাহিয়া, কি যেন ভাবিতে লাগিল; মাতাও খানিক ক্ষণ বিষণ্ণভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তারপর কোন কথা না বলিয়া ধীরে-ধীরে উঠিয়া গেলেন।

মাতা কিছু না বলিলেও নমিতা তাঁহার বিমর্ষ বেদনাক্রান্ত মুখচ্ছবি দেখিয়া অনেক কথা বুঝিয়া লইল। খানিকটা নিস্তব্ধ থাকিয়া শেষে মুখ তুলিয়া চাহিল ও সমিতার পানে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া একটু ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "সেলুন, বড় হচ্ছিস্ ভাই, জ্ঞান-বুদ্ধি হচ্ছে,—দেখছিস্ তো মার অবস্থা, একটু বুঝে চলিস্। আমরা উপায়হীন অবস্থায় যখন দাঁড়িয়েছি, তখন দুঃখ-কষ্টের জন্যে হাহুতোশ করাই ভুল। যখন যে অবস্থাই আসুক, শুধু উপযুক্ত ব্যবস্থার চেষ্টা-টুকু কোরে মানুষের তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এ কথাটি মনে রাখিস্। মার মনে যাতে কষ্ট হয়, এমন কথা অনর্থক বল্‌বার দরকার কি? একটু সাবধানে কথাবার্ত্তা কোস্।"

সুশীল জানালার ধারে শুষ্ক-ম্লান-মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। নমিতা তাহার কাছে আসিয়া তাহাকে আদর করিয়া বলিল, "সিসিল্ দাদু,—রাগ কোরো না; দোষ করেছিলে, সেইটুকু বুঝিয়ে দেবার জন্যেই —আমি —।"

মাথা নাড়িয়া সাগ্রহে সুশীল বলিল, না, সে রাগ করে নাই।

(৯)

তাহার পর কয় দিন কাটিয়া গিয়াছে, হাস-পাতালের বুড়ী মকবুলের মা সুস্থ হইয়া সম্প্রতি বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এখনও সে বড় দুর্ব্বল।

নমিতা প্রত্যহ গিয়া তাহার খোঁজ-খবর লইবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিল বটে, কিন্তু দুই-তিন দিন হইতে অবিশ্রাম বারি-বর্ষণের জন্য, অতিকষ্টে এক হাঁস-পাতাল ছাড়া আর কোথাও বাহির হওয়া তাহার পোষাইয়া উঠে নাই। মনে-মনে সে বড়ই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইতেছিল,—"আহা! গরীব অসহায় প্রাণী! শক্তি ও সামর্থ্যানুসারে তাহাদের যথাসাধ্য সাহায্য না করিতে পারার মত আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে?" আজ নমিতা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে-রূপেই হউক, সে পনের মিনিটের জন্যও একবার তাহাদের বাড়ী যাইবে।

বৈকালে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই নিদ্রাত্যাগ করিয়া উঠিয়া নমিতা হাত-মুখ ধুইয়া, কাপড়-চোপড় পরিয়া ছাতা লইয়া বাহির হইল। আকাশের সর্ব্বাঙ্গ তখন ধূসর রঙের পোষাকে ঢাকা,—টিপ্‌টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, সদ্যোধৌত বৃক্ষপত্রের মর্-মর্ গালি খাইয়া বাদ্‌লা বাতাস শির্ শির্ করিয়া বহিয়া যাইতেছিল; বৃষ্টি এবং বাতাসে মিলিয়া ষড়যন্ত্র করিয়া বেশ মিঠে-কড়া গোছের শীত জমাইয়া তুলিয়াছিল।

বৃষ্টির জন্য বাহিরের বারেন্দায় বাড়ীর কেহ আজ ছিল না, কিন্তু নমিতা বিস্মিতা হইয়া দেখিল, বারেন্দার অপর পার্শ্বে এক ছিন্ন-মলিন বস্ত্রে আপাদ-মস্তক মণ্ডিত করিয়া কে একজন লোক শুইয়া মুহুর্মুহু কাতরোক্তি করিতেছে ও কাঁপিতেছে। নমিতার অনুমান হইল সে পীড়িত।

নমিতা নিকটে আসিয়া ডাকাডাকি করিতে, সে মুখের কাপড় সরাইয়া চোখ মেলিয়া চাহিল। নমিতা দেখিল, সে একজন পনের-ষোল-বৎসরবয়স্ক হিন্দুস্থানী বালক; তাহার মুখ শুষ্ক, ঠোঁট অসাড়, চক্ষু আরক্ত ও স্ফীত, দৃষ্টি যেন বিকারের ঝোঁকে

নমিতার কোনই সন্দেহ রহিল না। প্রশ্ন করিয়া জানিল, সে ডাক্তার প্রমথ-মিত্রের পাচক-ব্রাহ্মণ। কয়দিন হইতে তাহার শরীর অসুস্থ ছিল, এজন্য ডাক্তারের পত্নী তাহাকে কাজ করিতে দেন নাই। আজ দ্বিপ্রহরের পর হাঁসপাতাল হইতে ফিরিয়া গিয়া, বাড়ীর লোকের উপর রাগ হওয়ায়, খামখেয়ালে ডাক্তারবাবু জ্বরাতিসারে উত্থানশক্তি-রহিত পাচককে আহার্য্য প্রস্তুতের হুকুম দেন; কিন্তু পাচক শয্যাত্যাগ করিতে সমর্থ হয় নাই বলিয়া, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কান ধরিয়া উঠাইয়া, গালে থাব্‌ড়া মারিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছেন। নিরুপায় হতভাগ্য বেশী দূর যাইতে পারে নাই, অগত্যা এইখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

বারেন্দার স্তম্ভগাত্রে ঠেস্ দিয়া, গালে হাত রাখিয়া নমিতা স্তব্ধভাবে কথাগুলি সব শুনিল। কথা কহিতে কহিতে পীড়িতের চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল, কথাগুলা জড়াইয়া যাইতেছিল। নমিতা স্থিরনয়নে নীরবে তাহার মুখ-পানে চাহিয়া রহিল। কথা শেষ করিয়া হতভাগ্য ক্লান্তভাবে ঘন-কম্পিত নিঃশ্বাসে হাঁপাইতে হাঁপাইতে হিন্দীতে বলিল, "আমার কেউ নেই, ডাক্তারের স্ত্রী বড় ভাল লোক, দয়া করে তিনি আমায় রেখেছিলেন, রান্না-বান্না সব শিখিয়েছিলেন; বাঁকীপুর থেকে ওঁদের সঙ্গে আমি এখানে চলে এসেছিলাম, কিন্তু এখানে আমার চেনা লোক ত কেউ নেই; কোথায় যাব? হাঁস-পাতালে একটু জায়গা করে দিতে পারবেন কি? না হলে, বাঁচ্‌তে পারব না—।"

নমিতা চুপ করিয়া বসিয়া একটু ভাবিল, তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আচ্ছা, তুমি একটু সবুর কর, আমি আসছি।"

নমিতা বাটীর ভিতর ঢুকিল। গ্রীষ্মাবকাশ-

545

সুনীলও সেইখানে আট্‌কান ছিল ; পার্শ্বের ঘরে দুয়ার-জানালা বন্ধ করিয়া অসুস্থা জননী শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, সমিতা তাঁহার সেবা করিতেছিল। নমিতা ঘরে ঢুকিয়া চৌকাঠের উপর বসিল ও আশ্রয়হীন পীড়িত বালকটির কথা যথা-সম্ভব সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া, তাহার ব্যবস্থা-সম্বন্ধে মাতার মতামত জানিতে চাহিল। 'ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়া'-নামক প্রবাদানুসারে ডাক্তারের গৃহ-তাড়িত পাচককে লইয়া গিয়া, সে যদি মধ্যস্থ হইয়া হাঁসপাতালে ভর্ত্তি করিয়া দেয়, তাহা হইলে সেটা ভদ্রলোক প্রমথবাবুর বড়ই অপমান-জনক, এবং নমিতার পক্ষেও সমীচীন ব্যবস্থা নহে। এ অবস্থায় নমিতার কর্ত্তব্য কি ?

সমিতা ঈষৎ অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, "ডাক্তার মিত্তির কোথাকার আহাম্মুখ লোক দিদি ?"

"আমাদেরই দেশের," নমিতা সস্মিত বদনে বলিল, "আমাদের স্বগোত্র—সম্পর্কে দাদা হন্ রে !"

কথাটা মৃদু রহস্যের সুরে আরম্ভ হইলেও শেষ-পর্য্যন্ত তাহার তাল ঠিক রহিল না। নমিতা আপনা হইতেই কেমন ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িল। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া ধীরে ব্যথিতভাবে বলিল, "অমন সুশিক্ষিত কাজের লোক, কিন্তু মেজাজটির দোষে সব মাটি হয়ে গেছে। রাগ্‌লে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান রাখেন না, এই বড় দুঃখ !—যাক্‌গে ছেলেটিকে নিয়ে কি করা যায়, বলুন্ দেখি মা !"

কি করা যায়, মাতাও বোধ হয়, সেই কথাটাই ভাবিতেছিলেন। কন্যার প্রশ্নে চট্ করিয়া কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, মৃদুস্বরে শুধু বলিলেন, "তাইত ; বাইরের ঘরে যদি—।"

নমিতা। না মা, যে রকম শুন্‌লুম, অসুখটা 'টাইফো-ম্যালেরিয়ায়, বোধ হয়, দাঁড়াবে। ও সব সংক্রামক অসুখ, যেখানে সেখানে রোগীকে রাখতে নেই। আচ্ছা, বিমলের পড়্‌বার ঘরটা খালি করে দিলে হয় না ? বিমল তা হলে আমার শোবার ঘরে দিন-কতক পড়ার আড্ডা করুক। এর পর ছেলেটা ভাল হলে——।"

সমিতা বলিল, "ছোঁয়াচে অসুখ বল্‌ছ দিদি, বাড়ীর ভেতর রাখবে ?"

চিন্তিতভাবে নমিতা বলিল, "না হলে উপায় কি ? ছেলেটা মারা যাবে ?" খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া নমিতা আবার ভাবিল, তারপর মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "পর,—তাই ভাব্‌তে হচ্ছে ;—কি করা যায়—? কিন্তু ও যদি আমাদের আপনার লোক হ'ত, ধর আমরাই কেউ হতুম্, তা হ'লে ওকে কোথায় আম্‌রা বিসর্জ্জন কর্‌তুম্ ?"

কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া নমিতা পুনশ্চ বলিল, "আমাদের দেশের লোকের, আপনার লোকের বাড়ী থেকে, এমন নির্দ্দয়ভাবে তাড়িত বিপন্ন লোকটাকে"—(একটু কুণ্ঠিতভাবে) "একি পারা যায় ? না মা, আপনি বলুন, বিমলের ঘরের জিনিস-পত্র বার করে নিয়ে, ওকে ঐ খেনে রাখ্‌বার বন্দোবস্ত করি। আমার নিজের যদি অসুখ হ'ত, তা'হলে আমি কোথায় যেতুম্ ? ঐ ঘরেই তো আমায় থাকতে হ'ত ?"

মাতা কষ্টেসৃষ্টে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "তা বৈ কি,—ঈশ্বরের জীব, যখন এসেছে তখন— !"

ঈষৎ বেগের সহিত নমিতা বলিল, "বলুন্ দেখি মা, এ যে মহাপাপ ! আমার আশ্রয় থাকতে অসহায় নিরাশ্রয়কে কোথায় ফেল্‌ব ?"

মাথা নাড়িয়া সমিতা বলিল, "সে ত নিশ্চয়, কিন্তু তোমাদের হাঁসপাতালের ডাক্তারবাবুর কি অন্যায় দিদি ?—"

নমিতা উঠিয়া দাঁড়াইল, ব্যথিত দৃষ্টিতে সমিতার মুখের পানে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "চুপ কর সেলুন ;

—কে কোথায় কেন কি করেছে, সে কথার নিষ্ফল বিচার-বিতর্কের অধিকার আমাদের নেই। তবে চোখের সামনে আমাদের যে ভুলগুলো পড়ে, আর হাতের সামনে যে কাজগুলো আটক্ খেয়ে দাঁড়ায়, সেইগুলো প্রাণ দিয়ে সংশোধন করে, সকলের অশান্তি-অসুবিধা দূর করাই মানুষের কর্ত্তব্য, বাজে কথার আলোচনায় লাভ কি ?"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

মায়া।

মায়া!

অসীম শকতি তব এ বিশ্ব-ভুবনে.
করেছ মানবে অন্ধ অজ্ঞানে গোপনে।
অনন্ত প্রতাপ তুমি ধর এ নিখিলে,
সংসার শ্মশান হয় তোমারে ত্যজিলে।
কাহারে হাসাও তুমি, কাহারে কাঁদাও,
কাহারে বা দিয়ে আশা অনন্তে ভাসাও!
ধন্য তব শকতি সে মোহিনীর প্রায়,
লোকের না বুঝা কষ্ট—কি ভাবে সে যায়।
তুমিই কাঁদাও যত জগতের জীবে ;—
এত কষ্ট দেখ তবু আছ এক ভাবে!
আমি ত সামান্য প্রাণী কি বর্ণিব তোমা,
মহাকবিগণও তব না পান তুলনা!

শ্রীমতী বিনোদিনী সেনগুপ্তা।

গীতিকুঞ্জ।

সখা, এতই ভালবাস তুমি
আমায় জন্ম-জন্ম-কাল!
তোমার বুঝি আঁখি ঝরে নিমেষ তরে
কর্‌তে আমায় চোখের আড়াল।
নিশিদিন তারার মত,
অনিমেষে অবিরত
কি মধুর প্রাণের টানে, চেয়ে আছ আমার পানে,
চেয়ে থাকি সন্ধ্যা-সকাল।
আমি হাস্‌লে হাস, কাঁদ্‌লে কাঁদ,
মান কর্‌লে কত সাধ ;
করি দোষ পলে-পলে, উড়িয়ে দাও হেসে ছলে ;
তোমার মতন এমন ধারা আপন-হারা
পাইনা খুঁজে বিশ্ব বিশাল।
আমি যখন ঘুমিয়ে থাকি,

থাক তুমি সদা সজাগ ; কেন তোমায়
এই অনুরাগ,
জানলে আমি তোমার ধারায় জগৎ-সারায়
ফেল্‌তে শিখি প্রেমের জাল।

(২)

প্রভু! আমায় ভিড়ের মাঝে
একলা হবার দাও হে বল।
পদ্ম-পত্র-জলের মতন
আমার এ মন যে চঞ্চল।
যখন তোমায় ভাব্‌তে বসি হে নির্জ্জনে,
তখন যত ভাবনা পশি আমার মনে
বিষম গোলে ক্ষেপিয়ে তোলে,
কি ভীষণ সেই কোলাহল!
প্রভু! আমায় ভিড়ের মাঝে
একলা হবার দাও হে বল।
যেন তোমা ছাড়া অন্য কথায় হই হে বধির,
তোমার রূপ দেখ্‌তে যেন হই হে অধীর,
তোমার ধ্যানে তোমার জ্ঞানে,
এ মন আমার হয় অমল।
প্রভু! আমায় ভিড়ের মাঝে
একলা হবার দাও হে বল।
যেন সকল সাধ জোটে আমার তোমার পানে,
ভরে যায় এ প্রাণ আমার তোমার গানে,
তোমার সুরে বিশ্ব ঘুরে
দেখে নয়ন করি সফল।
প্রভু! আমায় ভিড়ের মাঝে
একলা হবার দাও হে বল।

(৩)

প্রভু! তুমি ঐ শ্রীকরে গড়েছ আমায়,
এ কথা মনে হ'লে মন যে গলে
কেমন পাগল হয়ে যাই!
গড়েছিলে মনের মতন করে যতন,
সাজিয়েছিলে কতই তুমি দিয়ে রতন,
সে রতন গেছে চুরি সদাই ঝুরি,—
এমন কাঙ্গাল আর ত নাই!
সাজান ছিল বাগান ফলে ফুলে,
আমি কি বুঝে তায় সে সব তুলে,
কি কুক্ষণে কাঁটা-বনে
ভরিয়ে দিয়েছি হে তাই!
এখন সে কাঁটার আঘাত বিষম বাজে,
সে ব্যথা কইতে তোমায় মরি লাজে ;
তুমি এসে কাছে দেখ পাছে,
এই ভয়েতে দূরে পালাই।
যদি তুমি ভয় ভেঙ্গে দাও হে আশ্বাসে,
তবে আমি আস্‌তে পারি তোমায় পাশে।
আমার নাইকো আশা, নাইকো বাসা,
মন পুড়ে হয়েছে ছাই!

(৪)

প্রভু! আমি আমি বল্‌তে গেলেই
হই যেন হে মূক।
তোমার নীরব আঘাত আমার প্রাণে
খুব জোরে বাজুক।
আমি-কথা অসতে মুখে,
পাষাণ যেন চাপে বুকে,
তোমার হাতে শাস্তি পেলেই
শোধ্‌ রবে এ বুক।
হাস্‌চি আমি, কাঁদ্‌চি আমি,
ভাঙ্‌চি আমি, গড়্‌চি আমি—
আমার মাঝে কোন্‌টা আমি
বল্‌বে কে বলুক।
তোমার সত্তায় দিতে চেনা

আর ত আমার প্রাণ বাঁচে না,—
কত দিন আর বলবে বল
হায় আমি অমুক ?
পড়েছি হায় বিষম পাকে,
আর কতদিন থাকবে ফাঁকে ?—
কাতর হয়ে যে-জন ডাকে
তায় হবে বিমুখ ?

শ্রীদেবকণ্ঠ বাগচী।

গানের স্বরলিপি।

(গান)

পরজ—ঝাঁপতাল।

পবিত্র জ্ঞান-মন্দিরে নিষেধ নাই প্রবেশ,
ব্রাহ্মণ, শূদ্র, স্ত্রী, পুরুষ জাতি-নির্ব্বিশেষ।
যে দেশে জন্মিয়াছিল, বিদুষী-রমণীকুলে,
খনা, লীলাবতী, গার্গী—সেই কি এই দেশ ?
"স্ত্রীলোকেরে শিক্ষা দিলে, কেবল কুফল ফলে"—
এ কথা বলেন যাঁরা, নাইকো বুদ্ধির লেশ !
বীরজায়া, বীরমাতা, শিক্ষা বিনা হয় কোথা ?
স্ত্রী-শিক্ষা বিনে ভারত-মাতার এই বেশ !
নিজ-হিত যদি চাও, নারীগণে শিক্ষা দাও,
দেশের গৌরব বাড়াও স্মরি পরমেশ। *

---

* এই সঙ্গীতটী "সমাজ-সঙ্গীত"-রচয়িতা শ্রীযুক্ত হরকালী সেন কর্তৃক বিরচিত। সুরও তাঁহারই।

স্বরলিপি।

II ২´ না সা | ৩ না সরা সা´ | ০ র্সা না | ১ দা I পা I
প বি ত্র •• জ্ঞা ন ম ন্ দি রে

I ২´ ঋা পা | ৩ ঋা পদা পা | ০ ঋা গা | ১ ঋা I সা I
নি ষে ধ •• না হ প্র বে • শ

I ২´ সা সা | ৩ গা গা গা | ০ ঋা ɪ | ১ দা না সা I
ব্রা হ্ম ণ শূ দ্র স্ত্রী • পু রু ষ

I ২´ না র্সা | ৩ ঋা ɪ না | ০ না ɪ | ১ দা ঋা দা II
জা তি নি র্ বি শে • ষ • •

II ২´ ঋা দা | ৩ না সা´ সা´ | ০ সা´ সা´ | ১ সা´ ɪ সা´ I
যে দে শে • ঋ ষি রা ছি • ল
স্ত্রী লো কে • রে শি ক্ষা দি • লে
বী র জা • য়া বী র মা • তা
দি ক হি • ত ধ র্ম চা • ও

২´		৩			০		১		
I সা´	সা´	সা´	ঃ	না	সা´	ঋনা	দা	ঃ	ঋা I
বি	দু	ষী	০	র	ম	ণী০	কু	০	লে
কে	ব	ল	০	কু	ফ	ল০	ফ	০	লে
শি	ক্ষা	বি	০	না	হ	য়০	কো	০	থা
না	রী	গ	০	ণে	শি	ক্ষা০	দা	০	ও

২´		৩			০		১		
I গা	গা	মা	ঃ	মগা	মা	দা	না	সা´	সা´ I
ধ	না	লী	০	না০	ব	তী	গা	০	গী
এ	ক	থা	০	ব০	লে	ন	যাঁ	০	রা
স্ত্রী	শি	ক্ষা	০	বি০	নে	তা	র	০	ত
দে	শে	র	০	গৌ০	র	ব	বা	ড়া	ও

২´		৩			০		১		
I না	সা´	র্গা	ঋা´	সা´	ঋা´	না	না	দা	ঋদা II
সে	ই	কি	এ	ই	দে	০	০	শ	০০
না	ই	কো	বু	দ্ধির	লে	০	০	শ	০০
যা	তা	র	এ	ই	বে	০	০	শ	০০
স্ম	রি	প	র	০	মে	০	০	শ	০০

দ্রষ্টব্যঃ—আজ্‌কাল দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপির আদর কিছু কমিয়া গিয়াছে। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মাসিক-পত্রিকাগুলিতে আকার-মাত্রিক স্বরলিপিই প্রকাশ হইতে দেখা যায়। অতএব উপরি উক্ত আকার-মাত্রিক স্বরলিপি-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিম্নে দিলাম ; যথা—

(১) সা, রা, গা, মা, পা, ধা, না, সা,—সপ্তক—সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, সা।
(২) দা—কোমল ধ ; ক্ষা—কড়ি মা ; ঋা—কোমল রে।
(৩) স্বরের মাথায় রেফ্—উচ্চ সপ্তকের চিহ্ন।
(৪) ঃ—এক মাত্রা। সপ্তকের প্রত্যেক অক্ষর—এক মাত্রা। সপ্তকের দুই অক্ষর একত্রে, যথা—মগা—প্রত্যেকটি অর্দ্ধমাত্রা, অর্থাৎ দুইটী মিলিয়া এক মাত্রা।
(৫) I—অর্থাৎ তালের এক ফেরা হইয়া গেল। II—আরম্ভ ও শেষ।
(৬) ২´, ৩, ০, ১—তালি ও ফাঁকের অঙ্ক। অঙ্কের মাথায় রেফ্—সম্।

শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা, সঙ্গীতত্ত্ব-শিক্ষয়িত্রী, ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল।

সেমিরামিস্ ।

প্রায় চারি-সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সেমিরামিস-নাম্নিকা জনৈকা রমণী এসিয়া-মাইনরস্থিত সিরিয়া-রাজ্যের অন্তর্গত এস্কেলন Ascalon) নামক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত নানা-পৌরাণিক আখ্যায়িকার অস্পষ্ট আবরণে আবৃত। সুপ্রাচীন-ইতিহাসবেত্তা ডিওডোরাস (Diodorus) ঐ সমস্ত অতিপ্রকৃত ঘটনাগুলিকে অবিশ্বাস করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। আসিরীয়-রাজ নীমরডের পুত্র নীনাস্ আফ্রিকা-মহাদেশান্তর্গত ঈজিপ্ট-প্রদেশ অধিকারের পর বাক্ট্রিয়ান্-রাজ্য অবরোধ করেন। বাক্ট্রিয়ান্‌গণ তখন হীনবীর্য্য ছিলেন না। এজন্য নীনাসের অগণিত সৈন্য-সমাবেশ, অপরিমিত বলবীর্য্য, অতুল বিজয়কীর্ত্তি, সকলই বাক্ট্রিয়ান্‌গণের যুদ্ধকৌশলের নিকট অবলুণ্ঠিত হইতে চলিয়াছিল। কিন্তু সহসা ভাগ্যলক্ষ্মী নীনাসের প্রতি সুপ্রসন্না হইলেন ;—নীনাসের বিজয়লক্ষ্মীরূপে তাঁহার জনৈক প্রধান-সেনাপতির সহধর্ম্মিণী সেমিরামিস্ যুদ্ধক্ষেত্রে দর্শন দিলেন। সেমিরামিসের অদ্ভুত সৈন্য-পরিচালনা-গুণে বাক্ট্রিয়ান্‌গণ পরাজিত হইল, —নীনাস্ বিজয়-বরমাল্যে বিভূষিত হইলেন। এই বীরা নারীর অসমসাহসিকতা, সুনিপুণ সমর-কৌশল, বীরোচিত সৌন্দর্য্য প্রভৃতি দর্শন করিয়া সম্রাট্ অতিমাত্র বিমুগ্ধ হইলেন। সেমিরামিসের স্বামী স্বকীয় সহধর্ম্মিণীর প্রতি রাজার এই বিমোহন-ভাব দেখিয়া আত্মহত্যা করিলে, নীনাস্ পরম সমাদরে সেমিরামিস্‌কে আপনার পত্নীত্বে বরণ করিলেন।

অতঃপর সেমিরামিস্ নীনাস্-প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নিনেভা-নগরীতে মহিষীরূপে প্রত্যাগমন করিলেন। কিছুকাল অতিবাহিত হইলে সেমিরামিসের গর্ভে নীনাসের নীনীয়াস-নামে একটী পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। ইহার অল্পদিন পরে নীনাসের মৃত্যু হওয়ায় সেমিরামিস্ স্বয়ং আসিরিয়ার সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। সেমিরামিস্ আসিরিয়ার পুণ্যশ্লোক, তাঁহার বিয়াল্লিশ-বৎসর-ব্যাপী রাজত্ব-কাল আসিরিয়ার সৌভাগ্য-গগনে সর্ব্বপ্রধান ভাস্বর জ্যোতিষ্ক। তাঁহার যুগ-যুগান্তরব্যাপী কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে ডাঃ প্রিডৌ (Dr. Prideaun), হিরোডোটাসের ইতিহাস অবলম্বনে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

শত্রুর আক্রমণে অজেয় রাখিবার মানসে, সেমিরামিস স্বীয় রাজধানী বেবিলন-নগরীকে নানাভাবে দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি সমচতুষ্কোণ প্রাচীর দ্বারা বেবিলন্ পরিবেষ্টিত করেন। এই প্রাচীর উচ্চতায় সাড়ে তিনশত ফিট, স্থূলতায় ৮৭ ফিট, এবং ইহার প্রত্যেক বাহু দৈর্ঘ্যে ১৫ (পনের) মাইল। এই সমচতুষ্কোণ প্রাচীরের প্রত্যেক দিকে ২৫টী করিয়া অতিশয় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাংস-বিনির্ম্মিত গুরুভার সিংহদ্বার অবস্থাপিত হয়। প্রত্যেক সিংহদ্বার হইতে সহরের মধ্য দিয়া বিপরীত দিকের সিংহদ্বার-পর্য্যন্ত এক-একটী প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মিত হওয়ায়, উক্ত ৫০টী প্রশস্ত রাজপথ বেবিলন-সহরটীকে ৬৭৬টী সমচতুষ্কোণ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিল। ইউফ্রেটিস্-নদীর একটী শাখার উপরেই বেবিলন নগরী অবস্থিত। এই নদীর উপর একটী বিস্ময়কর প্রকাণ্ড সেতু নির্ম্মিত হয়। মেগাস্থিনিস (Mega